উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ইউনাইটেডকে তিন গোল লিভারপুলের

▸▸ বারোর পাতায়

ক্ষমা চাওয়াতেও উদ্ধত মোদি, অভিযোগ

▸▸ সাতের পাতায়

শিলিগুড়ি ১৬ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 2 September 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 106

কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত ১১

ঝাড়খণ্ড পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা চলাকালীন মৃত্যু হল ১১ পরীক্ষার্থীর। বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে চড়া রোদে তাঁদের দৌড়োতে হয়েছে বিভিন্ন শহরে। অসুস্থ হয়েছেন অজস্র পড়ুয়া। বিজেপি এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। মামলা দায়ের করা হয়েছে। কী কারণে মৃত্যু, জানার চেষ্টা চলছে।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

বিচার ব্যবস্থাকেই দুষলেন রাষ্ট্রপতি

ধর্ষণের মতো সংবেদনশীল ঘটনায় কেন দেরিতে বিচার হবে? কেন মামলা মাসের পর মাস ঝুলে থাকবে? রবিবার বিচার বিভাগের দুইদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এমনই প্রশ্ন তুললেন। তাঁর মন্তব্য, 'ধর্ষণের মতো মামলায় বহু দেরিতে যখন বিচার মেলে, তখন বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষ।' তাঁর প্রশ্ন, বিচার পেতে কতদিন অপেক্ষা করবে মানুষ?

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতিবাদমুখর কলকাতা। মিছিলে শামিল সাধারণ মানুষ থেকে টালিগঞ্জের শিল্পীরা। রবিবার। ছবি : আবির চৌধুরী ও পিটিআই

আবার ধর্ষণের শিকার নাবালিকা

এনজেপিতে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজে এক তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। সেই ঘটনার মাঝেই নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৪৮ বছরের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। রবিবার বিকেলে এই বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় ভ্যান পাঠিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম বিমল সেন। এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে দ্রুততার সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিমলকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

একই পাড়ায় নাবালিকা ও বিমলের পরিবারের বাস। বিমল পেশায় রাজমিস্ত্রি, তার স্ত্রী রয়েছেন। এছাড়াও এক কন্যা সহ আরও দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। নাবালিকার বাবা পেশায় অটোচালক, মা গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। বাড়িতে আর কেউ না থাকায় নাবালিকাকে প্রায়ই বিমলের বাড়িতে রেখে কাজে যেতেন তাঁর বাবা-মা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে নাবালিকার সঙ্গে বিমলের শ্যালকের বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়। কোচবিহার জেলায় বিমলের শ্যালকের বাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুদিন ঘুরে এসেছে সেই নাবালিকা, বক্তব্য নাবালিকার বাবার। যদিও প্রতিবেশীদের দাবি, গোপনে নাবালিকার সঙ্গে বিমলের শ্যালকের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু পাত্রের বয়স বেশি ও অন্য কিছু সমস্যা থাকায় নাবালিকাকে নিয়ে আসে তার পরিবার।

এদিন থানার সামনে দাঁড়িয়ে বিমলের শাস্তি দাবি করেন নাবালিকার বাবা। তাঁর বক্তব্য, 'আমার মেয়ের বয়সি বিমলেরও মেয়ে রয়েছে। সে কী করে এমন জঘন্য কাজ করতে পারল? এই ঘটনায় বিমলের শাস্তি চাই।' মেয়ের বিয়ে হওয়ার প্রসঙ্গটি তিনি অবশ্য অস্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'এখন মেয়ের বয়স কম। কথা ছিল মেয়ের বয়স হলে বিয়ে দেওয়া হবে। তার আগেই এমন কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।'

এদিন বিকেলে এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ করা গিয়েছে। ভিড় দেখা গিয়েছে দুই বাড়ির আশপাশের রাস্তায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অন্য এলাকা থেকেও অনেকে এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছেন। প্রতিবেশী এক মহিলা বলেন, 'গত দুই-তিন দিন থেকে দুই পরিবারের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি এলাকার অনেকের নজরে আসে। বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা হলে নাবালিকার পরিবার বারবার ঘটনাটিকে এড়িয়ে যেতে থাকে।'

রবিবার প্রতিবেশীদের প্রশ্নের মুখে নাবালিকার পরিবার ধর্ষণের বিষয়ে মুখ খোলে। ঘটনা শুনে অনেকেই সোচ্চার হন। পাড়ার রাস্তার একটি শনি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকজন মহিলা। তাঁদের মধ্যে একজন বলে ওঠেন, 'প্রতিদিন এই ধরনের ঘটনা শোনা যাচ্ছে। কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে এসব বন্ধ হবে না।' দিন কয়েক আগে এনজেপি থানা এলাকায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এক নাবালক। আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল এই থানা এলাকায়। এদিনই নাবালিকার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করে। মহিলা পুলিশ আধিকারিকরা নাবালিকার সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন। এরপরই এলাকায় পুলিশ পাঠিয়ে বিমলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পকসোর জালে

- এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে
- পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে
- নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে
- পুলিশ ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠাবে

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন
রাতে বা দিনে ভরসা ডিসানে
এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

খোঁজাখুঁজি

অর্ধেক আকাশটিকে ভালোবাসিনি আমরা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কয়েক বছর আগে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করা বেসরকারি-অরাজনৈতিক সংগঠন নাগরিক মঞ্চ নারী শ্রমিকদের উপর এক সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় ধরা পড়ে ভদ্রেশ্বরের একটি চটকলে মহিলা শ্রমিকদের জন্য কোনও পৃথক শৌচাগার নেই। একাধিক চটকলেই মহিলা শ্রমিকদের এই দুর্দশা। নর্দমার উপর পাঁচিল দিয়ে আড়াল তৈরি করে সেটিকেই মহিলা শ্রমিকদের শৌচাগার হিসাবে চালানো হয়। ফলে অনেক মহিলাই লোকলজ্জায় শৌচাগারে যেতে পারেন না। অনেকে নিরাপত্তার অভাবে একা যেতে ভয় পান। অথচ ফ্যাক্টরি অ্যাক্টে পরিষ্কার বলা আছে, প্রতি সংস্থায় পঁচিশজন মহিলা শ্রমিক পিছু একটি মহিলা শৌচাগার রাখতে হবে।

শুধু শৌচাগার নয়। পোশাক পরিবর্তন করার আলাদা ঘর নেই। এমনকি মাতৃত্বকালীন ছুটিও নেই। ওই সমীক্ষাতেই দেখা গিয়েছে একই কাজে একজন পুরুষ যা মজুরি পান, তার অনেক কমে এক নারীকে কাজ করানো হয়। প্রতিবাদ করতে গেলেই ছাঁটাই। অধিকাংশ নারী শ্রমিকের মাস্টার রোলেও নাম থাকে না।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, চা বাগানে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ তাঁদের কম টাকায় কাজ করানো যায়। প্রতিবাদ? কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ বাগানে সর্দারি আর ম্যানেজারই শেষকথা। তাঁদের কথাই আইন।

রাজস্থান সরকারের প্রচারক, উন্নয়নকর্মী ছিলেন ভানওয়ারি দেবী। মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় ভানওয়ারি দেবীকে ধর্ষিতা হতে হয়। এক বহুজাতিক সংস্থার মহিলা কর্মী ভালো মাইনে পেতেন। কর্মক্ষেত্রে গালভরা পদ ছিল তাঁর। চটকল বা চা বাগানের মহিলা শ্রমিকের থেকে তাঁর সামাজিক অবস্থান অনেক উঁচুতে। এই মহিলাকে নিত্যদিন ঊর্ধ্বতনের নানাবিধ অশ্লীল ইঙ্গিতের শিকার হতে হত। এমনকি কুপ্রস্তাবও এসেছিল তাঁর কাছে। অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মহিলা বাধ্য হন বহুজাতিক সংস্থার চাকরিটি ছেড়ে দিতে।

বেশ কয়েকবছর আগে একবার ছত্তিশগড় গিয়েছিলাম। বিজেপির রমণ সিং তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ওই সময় এক প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম, মাওবাদী ধরার নামে সিআরপিএফ জওয়ানরা ওই গ্রামের এগারোজন মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। পুলিশ ওই ধর্ষিতা আদিবাসী মহিলাদের কোনও অভিযোগ নেয়নি।

এরপর দশের পাতায়

বিতর্কে উত্তরবঙ্গ লবি

অভীকের বিরুদ্ধে পোস্ট চিকিৎসকের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সীমাহীন দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ লবির একাধিক চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়ে যে শুধু কলকাতাতেই হইচই হচ্ছে তেমনটা নয়, উত্তরবঙ্গেও সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসছে। রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উত্তরবঙ্গ লবির এক চিকিৎসকের একটি ভিডিও পোস্ট করে কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এক চিকিৎসক। তাঁকে সমর্থন করেছেন অন্য চিকিৎসকরা। কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে উত্তরবঙ্গ লবির দাপট বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে। এই লবিতে জলপাইগুড়ির এক চিকিৎসকের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দুই প্রাক্তন পড়ুয়ার নামও রয়েছে। যাঁরা বর্তমানে কলকাতা এবং বর্ধমানে কর্মরত। তাঁদেরই একজন অভীক দে। একদা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাপুটে নেতা এমবিবিএস পাশ করে বর্ধমান মেডিকেলের রেডিওলজি বিভাগে কাজে যোগ দেন। সেখান থেকে বর্তমানে তিনি এসএসকেএমে সার্জারির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) হিসাবে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্য।

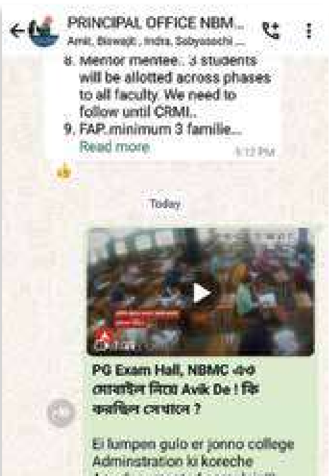

গত বছরের মে মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন হাতে অভীককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। ভিডিওতেই দেখা যায় অভীক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলছেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই সর্বত্র নিন্দার ঝড় ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিল চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন। পরীক্ষকই যেখানে পরীক্ষা হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেন না, সেখানে অভীক কীভাবে মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে পরীক্ষা হলে ঘুরছেন সেই প্রশ্ন উঠেছিল।

সেই ভিডিও রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের তৈরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করেন মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ অরুণাভ সরকার। তিনি লিখেছেন, এই ধরনের লুম্পেনদের জন্যই আমাদের কলেজের বদনাম হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এদের কলেজ থেকে বয়কট করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। অরুণাভ সরকারের এই পোস্টকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, জলপাইগুড়ির এক চিকিৎসকের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ লবির দাপট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক মহলে ক্ষোভ জমছিল। চিকিৎসকদের অনৈতিকভাবে বদলি করা, পরীক্ষা ক্ষেত্রকে কলুষিত করা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তরবঙ্গ লবির কয়েকজন চিকিৎসক যেভাবে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, তাতে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাই কলুষিত হচ্ছে। কিন্তু ফের শাস্তিমূলক বদলির ভয়ে এতদিন কেউ মুখ খুলতে পারেননি।

আরজি করের ঘটনার পর স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ উঠছে। তরুণী চিকিৎসক হত্যার পরেই আরজি করে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসকরা। কিন্তু কেন? সেই সমস্ত চিকিৎসকের ছবি তুলে ধরে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আর তার পরেই সরব হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

এরপর দশের পাতায়

ক্ষমাপ্রার্থনা কাকলির, সুখেন্দুর নয়া পোস্টে চর্চা

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছিল কাকলি ঘোষদস্তিদারের মন্তব্য। শেষপর্যন্ত নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে নিজের ও দলের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করলেন বারাসতের তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু তৃণমূলের ওপর চাপ আরও বাড়ল একই দিনে আরেক দলীয় সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের পোস্টে।

বাস্তিল দুর্গের পতনের ছবি পোস্ট করে রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচারের পতনের ইঙ্গিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, '১৭৮৯ সালের জুলাই মাসে বিক্ষোভকারীরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল বাস্তিল দুর্গ। জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের।' বাস্তিল দুর্গকে ইউরোপে রাজতন্ত্রের মধ্যযুগীয় শোষণের প্রতীক ধরা হত। জল্পনা চলছে, সেই শাসনের সঙ্গে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টানছেন সুখেন্দুশেখর।

কাকলির মন্তব্য, ক্ষমাপ্রার্থনা কিংবা সুখেন্দুশেখরের পোস্ট-কোনটি নিয়েই তৃণমূলের কেউ প্রতিক্রিয়া দেননি। গত শুক্রবার একটি টিভি চ্যানেলের শোয়ে বারাসতের মন্তব্য ঘিরে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে রবিবার কাকলি বলেন, 'আমি নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইছি। ওই মন্তব্যে কারও আঘাত লেগে থাকলে আমি দুঃখিত।' তাঁর বক্তব্য, 'আমি সবসময় মেয়েদের সুরক্ষা ও অধিকার নিয়ে কথা বলেছি। আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করছি।'

ঠিক কী বলেছিলেন কাকলি যে, ক্ষমা চেয়ে বিড়ম্বনা এড়ানোর চেষ্টা করতে হল তাঁকে। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'ছাত্রীদের কোলে বসিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার একটা চল শুরু হয়েছিল। আমার ছেলেরা নিন্দা করেছিল বলে তাঁদের কম নম্বর দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আজ প্রথিতযশা চিকিৎসক। কিন্তু কোলে বসিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার চলটা যে এখানে এসে দাঁড়াবে, উৎকোচ নিয়ে পাশ করানো হবে বা কেউ মুখ খুললে তাঁর থিসিস আটকে দেওয়া হবে, এটা ভাবতে পারিনি।'

ওই শো'তেই মন্তব্যটির নিন্দা করেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল ও একই দলের কাউন্সিলার সজল ঘোষ। বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, কাকলির ওই মন্তব্য অসম্মানজনক ও নিন্দনীয়। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য মহিলা চিকিৎসকদের যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে বহিষ্কারের দাবিও ওঠে। দলের কেউ তাঁর সমর্থনে দাঁড়াননি। কাকলি নিজেই ক্ষমা চেয়ে বিতর্ক ঠেকানোর চেষ্টা করলেন।

তরুণীকে হাত ধরে গাড়িতে তোলার চেষ্টা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : কলেজ থেকে ফেরার পথে জাতীয় সড়কে টোটোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন এক তরুণী। এমন সময় একটি গাড়ি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। তরুণীর অভিযোগ, চালক দুই-তিনবার তাঁর হাত ধরার চেষ্টাও করে গাড়িতে তোলার জন্য। নম্বর দিয়ে বলা হয়, টেক্সট করার জন্য। এ নিয়ে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। যে গাড়িচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তার বক্তব্য, 'আমি রাস্তা চিনতে পারছিলাম না। তাই ওই তরুণীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওটাই আমার ভুল হয়েছে।'

এ নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তাঁর বক্তব্য, 'গাড়ি থেকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ এসেছে। লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

কী হয়েছে ঘটনা? ওই তরুণী জানিয়েছেন, গত শুক্রবার কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার জন্য বিকেল পাঁচটার দিকে তিনি লেক্সিকোন মোড় সংলগ্ন বন্ধ পেট্রোল পাম্পের সামনে এসে দাঁড়ান। এরপরই লাল একটি গাড়িতে ওই ব্যক্তি আসে। তরুণীর অভিযোগ, বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তি এসে একটি মন্দিরের ঠিকানা জানতে চায়। আমি ওকে সেটা বলে দিই। এরপর ওই ব্যক্তি দাবি করে, সে শহরে নতুন। তার এক বন্ধুর প্রয়োজন। সে নিজের ফোনের নম্বর দেয়। ইচ্ছুক থাকলে যোগাযোগ করতে বলেন। অভিসন্ধি বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওই তরুণীর।

এরপর দশের পাতায়

জীবনের খোঁজে।। জলঢাকা নদীর ধারে জল খেতে হাতির পাল ময়নাগুড়ির পানবাড়িতে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

অভিযুক্তের পুকুরে উৎসবে গৌতম

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১ সেপ্টেম্বর : একাধিক মামলায় অভিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধানের মাছ ধরার পুকুর পাড়ে গিয়ে উৎসবে মাতলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব থেকে শুরু করে বিধাননগরের বেশ কিছু নেতা সেখানে ছিলেন। প্রশ্ন উঠেছে, যে নেতার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কেন দলের নেতারা সেখানে গেলেন? তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডলের বক্তব্য, 'গৌতম দেব আমাদের অভিভাবক। তিনি দীর্ঘদিন পরে আমাদের এখানে এসেছিলেন। সৌজন্যসাক্ষাৎ হয়েছে।' সভাধিপতি অরুণ ঘোষের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। শংকরের ফোন নট রিচেবল এসেছে।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শংকর সরকারের বিরুদ্ধে এরাজ্যের পাশাপাশি বিহারেও জাল মদ, ড্রাগসের কারবার সহ একাধিক মামলায় ওয়ারেন্ট রয়েছে। সেই শংকরের বিধাননগরের জগন্নাথপুরের পুকুরে হাজির হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সহ তৃণমূলের স্থানীয় বেশ কিছু নেতা। যা নিয়ে দলের অন্দরে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। দলের একাংশের বক্তব্য, এই নেতার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। মাঝে তিনি বেশ কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। তার পরেও দলের জেলার শীর্ষস্থানীয় নেতারা কীভাবে তাঁর পুকুরে গিয়ে উৎসব করলেন?

বিধাননগর-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের পুকুরপাড়ে সদলবলে গৌতম দেব।

কয়েকদিন আগে ইসলামপুরের মাদারিপুরে এক তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন করা হয়। সেই ঘটনায় পুলিশ বিধাননগর থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃত তরুণ শংকরের শাগরেদ বলে পুলিশ সূত্রের খবর। আর তাই ওই ঘটনার পরেই ইসলামপুর পুলিশ শংকরের খোঁজে বিধাননগরে এসেছিল। বিপদ বুঝে বেশ কিছুদিন বিধাননগর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। সম্প্রতি ভক্তিনগর থানা এলাকায় একটি পাব-এ মধ্যরাতে দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোলের ঘটনাতেও শংকরের নাম জড়িয়েছে। এমন এক নেতার সঙ্গে যে মোচ্ছবে শাসকদলের জেলা স্তরের নেতারা মাতলেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এরপর দশের পাতায়

একাদশেই মিলবে ট্যাবের টাকা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ সেপ্টেম্বর : আগে দেওয়া হত কেবল দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের। এবার একাদশ শ্রেণি থেকেই পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু করেছে কোচবিহার জেলা শিক্ষা দপ্তর। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ট্যাব কেনার ১০ হাজার টাকা পড়ুয়াদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু করবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

জেলার প্রায় সমস্ত স্কুল একাদশ ও দ্বাদশ পড়ুয়াদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য বাংলা শিক্ষা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করছে। ইতিমধ্যেই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের তরফে সেই তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমরচন্দ্র মণ্ডল (মাধ্যমিক) বলেন, 'পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশমতো কাজ করতে তৈরি রয়েছি।'

২০২১ সাল থেকে লেখাপড়ার সুবিধার জন্য দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার ১০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু করে রাজ্য সরকার। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় পড়ুয়াদের ট্যাব দিতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। সেই সমস্যা সমাধানে চলতি বছর একাদশ ও দ্বাদশ উভয় শ্রেণির পড়ুয়াদেরই ওই টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য আগামী বছর থেকে কেবল একাদশের পড়ুয়ারাই ট্যাব কেনার টাকা পাবে। একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়ার এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একাংশ। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলা কনভেনার মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা সরকারের এই সিদ্ধান্ত পড়ুয়ারা যথেষ্ট উপকৃত হবে।'

সরকারের এই পদক্ষেপে বেজায় খুশি একাদশের পড়ুয়ারা। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার কোদালখেতি হরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মল্লিকা বর্মন বলে, 'ট্যাব কিনতে পারলে আমাদের লেখাপড়া করতে খুব সুবিধা হবে।' পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি বিপুল নন্দী, তুফানগঞ্জের হরিরধাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রণদীপ রায় এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, এই সিদ্ধান্তে পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।

কোচবিহার জেলায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২৪২টি। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর জানিয়েছে, জেলায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া যথাক্রমে ২৫ হাজার ৮০০ ও ২২ হাজার ৮০০ জন। সেই হিসেব জেলার মোট ৪৭ হাজার ৬০০ জন পড়ুয়া এবছর ট্যাব কেনার টাকা পেতে চলেছে। কোচবিহার জেলার পড়ুয়াদের ট্যাব দিতে রাজ্য সরকারের খরচ হবে ৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

এক নজরে

- জেলায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২৪২
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মোট পড়ুয়া ৪৭,৬০০ জন
- ট্যাব দিতে রাজ্যে খরচ ৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
- ৫ সেপ্টেম্বর পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট প্রতি ১০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু হবে

> পড়ুয়াদের ট্যাব দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশ মতো কাজ করতে তৈরি রয়েছি।
>
> –**সমরচন্দ্র মণ্ডল** কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)

NOTICE FOR LENDING REGIMENTAL SHOP ON RENT

1. Location	:	Shivmandir Military Station
2. Size of Shop	:	89.81 Sqm
3. Rent & Allied Charges	:	Licence Fee-Rs 1930/- per month or as amended by Station Board of Officers
4. Electricity/ Water Charges	:	As per consumption
5. Eligibility	:	Only for War Widows/Ex-serviceman/Disabled Soldier/Spouses or Widows of Ex-Serviceman
6. Application Fee	:	Free, form can be collected from Reception at Main Entrance Gate, Shivmandir Military Station
7. Last Date of Submission of Application	:	27 Sep 2024 (6 PM)
8. Mode of Submission	:	By Post/By Hand
9. Contact No	:	Presiding Officer-9262393075 Member No 1-8899734783

Note :-
The allotment shall be made to the highest bidder (H1) for payment of rebate.

মেখলি তৈরির জন্য হস্তচালিত যন্ত্র ঠিক করছেন এক শিল্পী। মেখলিগঞ্জে।

হারিয়ে যাচ্ছে মেখলি শিল্প

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : বাজারে বিকল্প এবং সহজলভ্য জিনিসের কাছে হেরে যাচ্ছে মেখলিশিল্প। পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার আগে মেখলিকে সরকারি তরফে প্রচারের আলোয় আনার দাবি তুলেছেন মেখলিগঞ্জবাসী। সত্তরোর্ধ্ব মেখলিশিল্পী শান্তিবালা রায় আক্ষেপ করে বলেন, 'দহগ্রামে বাপের বাড়িতে মা-কাকিমাদের কাছে এই কাজ শিখেছিলাম। এখনকার মেয়েদের এই কাজ করার মতো ধৈর্যই নেই। কেউ এই শিল্পকে বাঁচানোর কথা ভাবে না।'

মেখলিগঞ্জের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করেছেন, তাঁদের অনেকের কলমেই বিভিন্ন সময় উঠে এসেছে মেখলিশিল্প থেকে মেখলিগঞ্জ নামকরণের কথা। একসময় মেখলিগঞ্জে ব্যাপকমাত্রায় পাট চাষ হত। অতিরিক্ত পাট থেকে সুতো তৈরি করে বিভিন্ন জিনিস বানাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। এখনকার প্লাস্টিকের মতো সহজলভ্য বিকল্প জিনিস না থাকায় পাটের তৈরি জিনিস খুব সহজে এলাকায় একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সেসময় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মেখলা প্রদান একটি সম্মানের বিষয় ছিল। পাশাপাশি তৈরি হত পাপোশ, ব্যাগ, পর্দা, আসন প্রভৃতিও। আগে পাটের সঙ্গে রং ব্যবহার করা হলেও রঙের বদলে এখন বিভিন্ন রঙের উল ব্যবহার করা হয়। বাঁশ, কাঠ ব্যবহার করে মেখলিশিল্পের যন্ত্র তানাশাজ তৈরি করা হয়। নীচে বাঁশের খুট থাকে। সেখানে দ্যান্নেতের খাটি, ভোল্লোসের খাটির মতো চারটে বাঁশের লাঠি/কাটি ব্যবহার করা হয়। সেই যন্ত্রে পাটের তন্তু দিয়ে হাত দিয়ে মেখলি বোনেন শিল্পীরা।

একটা মেখলা তৈরি করতে পাট থেকে সুতো কাটা, তারপর জিনিসপত্র তৈরি করতে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত লেগে যায়। কিন্তু তার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক মেলে, তাতে আর এখন সংসার চলে না মেখলি শিল্পীদের। গত ৩৬ বছর ধরে মেখলির কাজ করছেন দিপালী রায়। তিনি বলেন, 'এখন গ্রামাঞ্চলে বিয়ের মরশুম ছাড়া এই শিল্পের কদর নেই বললেই চলে। বাড়ির প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে জিনিস বানাই। ছোটবেলায় মায়ের কাছে এই কাজ শিখেছি।' মহকুমা প্রশাসনের তরফে তিনবার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটা বাদ দিয়ে এই শিল্পকে বাঁচানোর তেমন চেষ্টা হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। মেখলিশিল্পীদের কথায়, এখনই মেখলিশিল্পকে প্রচারের আলোয় না আনলে এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লোকসংস্কৃতির গবেষক শচীমোহন বর্মন বলেন, 'সরকারি প্রচেষ্টায় মুক্তচিন্তা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় ২০১৬ সালে ছয় মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু কাজ হয়নি। একটা মাস্টারপ্ল্যান করে মেখলিশিল্পকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে সরকারকে।' মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল জানান, সরকার আয়োজিত শিল্পমেলাগুলোতে মেখলিশিল্পকে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হবে।

করিডর বন্ধ, শ্রমিক মহল্লায় তাণ্ডব হাতির

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ সেপ্টেম্বর : চা বাগানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হাতি চলাচলের প্রথাগত করিডর। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে দিগভ্রান্ত বুনোর দলের শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে ডুয়ার্সজুড়ে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন বন দপ্তরও। শনিবার গভীর রাতে একটি দলছুট দাঁতাল নাগরাকাটার ধরণীপুর চা বাগানের পাইপলাইনে হামলা চালিয়ে দুরমুশ করে দেয় ৩টি বাড়ি ও দোকানঘর।

গত রাতে হাতির তাণ্ডবে বাড়ি ভাঙা এতোয়া ওরাওঁয়ের অভিযোগ, 'রোজ হাতি আসছে। সমস্যা আরও বেড়েছে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাগানে ঢোকার মুখে একটি ভবন তৈরি হওয়ায় হাতি সোজা যেতে পারছে না। গ্রামে পথবাতি না থাকায় সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে ডুবে থাকে।'

বন দপ্তরের ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'করিডরে বাধা পাওয়ার সমস্যাটি মূলত বড় হাতির পালের যাতায়াতের সময় বেশি ঘটছে।'

শুধু ধরণীপুরই নয়। হাতির করিডর হিসেবে চিহ্নিত রেডব্যাংক, আমবাড়ি, দেবপাড়ার মতো একাধিক চা বাগানের ধারে বা রাস্তায় ভবন, বাড়ি, হোটেল, দোকান তৈরি হয়েছে। ওইসব স্থান দিয়ে যাতায়াতের সময় হাতির দলকে থমকাতে হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। যে কারণে অন্য রুট খুঁজতে গিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'হাতি-মানুষ দ্বৈরথ উত্তরোত্তর বেড়ে চলার একটি অন্যতম প্রধান কারণ করিডরে দখলদারি। এ নিয়ে বন দপ্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। বহু বছর ধরে এ নিয়ে কোনও সমীক্ষা হচ্ছে না।'

ধরণীপুর চা বাগানের পাইপলাইনে একটি বিশাল দাঁতাল শনিবার রাত দুটোর দিকে ঢুকে একে একে নৈমি খেরোয়ার ও এতোয়া ওরাওঁ নামে দুই স্থানীয়র বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা। নৈমির কথায়, 'বাকিতে এক বস্তা চাল ও আটা নিয়ে এসেছিলাম। ঘর ভেঙে হাতি সবকিছুই খেয়ে ফেলেছে। এখন কীভাবে চলবে জানা নেই।' ফ্রিডা বরা কুজুর নামে এক মহিলার দোকানের শাটার ভেঙে দিয়ে দাঁতালটি চিপস, গজা, গুটখা, আচার, মশলাপাতি সমস্ত কিছু সাবাড় করে যায়। দোকানে বর্তমানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এদিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনালি বিশ্বাস জরুরিকালীন ভিত্তিতে ত্রিপল সহ কিছু ত্রাণসামগ্রী দেন। বন দপ্তর জানিয়েছে, আবেদন করলে নিয়ম মোতাবেক তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। ধরণীপুর চা বাগানে রবিবার।

আজ টিভিতে

সুধা এবার নিজের অতীতের কথা জানাতে চলেছে ঠাম্মিকে। তেজ এবার কী করবে? **শুভ বিবাহ**- মহাসপ্তাহ- ২-৮ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় **স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

গুড মর্নিং আকাশে থাকছেন অমৃতা চট্টোপাধ্যায়। **আকাশ আটে** সকাল ৭টায়

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.০০ শক্তি, সন্ধ্যা ৭.৪০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.৪৫ টাইগার

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ চৌধুরী পরিবার, দুপুর ২.২৫ কালী আমার মা, বিকেল ৪.৩৫ পথ ও প্রাসাদ, সন্ধ্যা ৭.২৫ সাথীহারা, রাত ১০.২৫ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধ্যা ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিসার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা

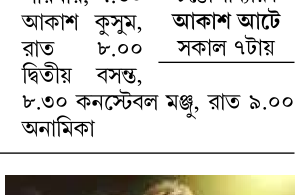

সাথীহারা সন্ধ্যা ৭.২৫ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

ক্যাপ্টেন দুপুর ২.০৮ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স সুপারহিটসে**

কাই পো ছে দুপুর ১২.১১ মিনিটে **স্টার গোল্ড সিলেক্টে**

রাজ্য নেটবল দলে পলাশবাড়ির চার

চূড়ান্ত বাছাই পর্বে নির্বাচিত রাজ্য নেটবল টিম। রবিবার যুব সংঘের মাঠে।

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেটবলের সিনিয়ার দল গঠিত হল। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার পলাশবাড়ির মরিচঝাঁপি যুব সংঘের মাঠে ২০২৪-'২৫ সালের জন্য রাজ্যের ১৩ জন খেলোয়াড়কে বেছে নেওয়া হয়। সেই ১৩ খেলোয়াড়ের মধ্যে আলিপুরদুয়ারের চারজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তুহিন সরকার, ভাস্কর মণ্ডল, রাধিকা বর্মন এবং পিংকি বর্মন। চারজনই পলাশবাড়ির। দলে সুযোগ পাওয়ার পর রাধিকা বর্মন বললেন, 'এখন থেকে আরও ভালো করে নেটবলের অনুশীলন করব। জাতীয় স্তরে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে তো।'

আগামী ১ থেকে ৪ অক্টোবর নেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে কর্ণাটকে আয়োজিত হবে সিনিয়ার ন্যাশনাল মিক্সড নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-'২৫। সেই খেলার জন্যই রাজ্য দলের বাছাই পর্ব করা হল পলাশবাড়িতে। এদিন রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের মোট ৩৬ জন খেলোয়াড় যুব সংঘের মাঠে ট্রায়াল দিতে আসেন। বিচারকের আসনে ছিলেন অরুণ বেরা, প্রকাশ দাস, কৃষ্ণ দাস, সোমনাথ ঘোষ এবং সরোজকুমার বসু।

এদিন ৩৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে বিভিন্ন পজিশনের জন্য ১৩ জনকে বেছে নেওয়া হয়। চূড়ান্ত পর্বে আলিপুরদুয়ারের চারজনের পাশাপাশি বাকিরা হলেন মুর্শিদাবাদের আশিস দাস, মৌসুমি মণ্ডল, উত্তর ২৪ পরগনার অনামিকা দত্ত, হুগলির আশুতোষ দত্ত, সংগীতা দাশগুপ্ত, পশ্চিম মেদিনীপুরের রাখি সেন, নন্দিতা দাস, দীপা দে এবং নদিয়ার দহিতা দে।

আলিপুরদুয়ার নেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার জানান, কোনও কারণে কেউ যদি যেতে না পারেন, সেজন্য ১৩ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে আট জেলার খেলোয়াড় আসার কথা থাকলেও এদিন ৯টি জেলা থেকে ৩৬ জন খেলোয়াড় এসেছিলেন। নেটবলের একটি টিম গঠিত হয় ১২ জনকে নিয়ে। এই খেলায় একই দলের পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে খেলবেন। ১২ জনের দল হলেও মাঠে খেলেন সাতজন। তাঁদের মধ্যে চারজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ।

আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে সংখ্যায় বেশি খেলোয়াড় জায়গা পাওয়ায় কোচ সরোজকুমার বসু খুশি। সরোজের কথায়, 'এই জেলার চারজনই পলাশবাড়ির খেলোয়াড়। রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরের খেলায় সবাই যেন ভালো পারফরমেন্স করতে পারে, সেজন্য এখন থেকে জোরদার প্রশিক্ষণ চলবে।'

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১১/২০২৪, তারিখ : ২৯-০৮-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং:১, টেন্ডার নং : ০৩২৪৫৫৫৭এ

বর্ণনা	টেন্ডার পরিমাণ	টেন্ডার বন্ধের তারিখ
সেফটি ইকুইপমেন্ট স্ট্যান্ড সাইজ ২৪×১২×৩৬ ইঞ্চি স্টিলের তৈরি তিনটি শেলফ সহ, অ্যাঙ্গেল ৩৫×৩৫×৫ মিমি পুরু সেলফ ২২ গেজ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ঝুলানোর জন্য তিন পাশে ১৩টি হুক নিরাপত্তা সরঞ্জাম লেখা সহ।	৬ (ছয়) টি	০৯-০৯-২০২৪

দ্রষ্টব্য : টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের দরপত্রগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ সংস্থা

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা সমাহর্তার কার্যালয়
কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রত্যেকটি গ্রাম এবং শহরে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারের সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদ জানবার জন্য নিকটবর্তী পৌরসভার কার্যালয়ে অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ব-ঘোষণা ক্যাম্প চলবে ০৫.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত। এই ক্যাম্প প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় চলবে। এই ক্যাম্পে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার নিজে এসে স্ব-ঘোষণাপত্রে তথ্য দিয়ে জমা করতে পারবেন। অনলাইনে জানবার জন্য দেখুন : https://uttardinajpur.nic.in

জেলা সমাহর্তা
উত্তর দিনাজপুর জেলা

তারিখ : ০১.০৯.২০২৪

ভাড়া

ব্যাংক অথবা অফিস ভাড়া দেওয়া হবে, 2100 বর্গফুট কার্পেট area। ১ম তলা ক্যানাল রোড, সিপাইপাড়া, পোঃ সাহুডাঙ্গি হাট। 7001417956. (C/112312)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয়- 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/111018)

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা, খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন সাক্ষাতে। M : 8370895152. (C/112281)

রেস্টুরেন্টের জন্য কুক & ওয়েটার চাই। মাহিনা+থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা - শিলিগুড়ি। (M) 8391068933. (C/112282)

Wanted an Assistant Teacher in English, M.A., preferably B.Ed. unreserved in maternity leave vacancy upto 03.02.2025. Apply to the President within 10 days with Xerox copy of all testimonials. Taraknath Sindurbala Balika Vidyalaya P.O. Khoribari, Dt. Darjeeling, Pin. 734427. Mob. 9434350411. (C/112278)

অ্যাফিডেভিট

আমি মানস ঘোষ, আমার পুত্রের নাম Manosiij Ghosh, আমার পুত্রের নাম Birth Certificate-এ ভুল করে Manosij Ghosh হয়েছে। Manosiij Ghosh এবং Manosij Ghosh একই ব্যক্তির নাম। শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Manosiij Ghosh নামে পরিচিত হল। (C/112278)

আমার ভোটার কার্ডে পদবি ভুল থাকায় গত 29.08.24 E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Fulbala Roy W/o Goutam Roy হইলাম। Fulbala Roy ও Fulbala Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/111755)

আমার ভোটার কার্ডে পদবি ভুল থাকায় গত 29.08.24 E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Gautam Roy S/o Anteswar Roy হইলাম। Gautam Roy ও Gautam Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/111754)

কোলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ **শ্রী ভৃগু**

শিলিগুড়িতে প্রতি ইংরাজী মাসের ১-৭ হিলকার্ট রোড, ৮-১৪ আলিপুরদুয়ার

RATNA BHANDAR Jewellers Above the rest

7719371978

কিডনি চাই

মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9002368466. (C/112314)

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/014/BDOKNT/24-25, WB/015/BDOKNT/24-25, WB/016/ BDOKNT/24-25, WB/017/ BDOKNT/24-25, WB/018/ BDOKNT/24-25, WB/019/ BDOKNT/24-25, Dated : 30-08-2024. For details please visit https:// wbtenders.gov.in from 30-08-2024 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, মাটিয়ালী ব্লকে Tribal Development Department, Government of West Bengal এর অন্তর্গত ২টি বিদ্যালয়ে ৩ (তিন) টি আশ্রম হোস্টেল নির্মিত হয়েছে। উক্ত হোস্টেলের প্রতিটিতে ৩ (তিন) জন করে কর্মী নিয়োগ করা হবে। সমস্ত নিয়োগ হবে অস্থায়ী ভিত্তিতে (Contractual Basis)।

বিস্তারিত জানতে জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে (www.jalpaiguri.gov.in) বা সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. অফিসে, এস.ডি.ও. অফিসে ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
চেয়ারম্যান ও
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
মাটিয়ালী সমষ্টি উন্নয়ন করণ

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। শরীর নিয়ে সারাদিন ঝামেলা থাকবে। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় লাভবান। **মিথুন :** ভিনরাজ্যে কোনও কাজের জন্যে যেতে হতে পারে। মায়ের যত্ন নিন। **কর্কট :** ব্যবসার জন্যে বেশকিছু টাকা ধার করতে হবে। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকা দরকার। **সিংহ :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। পেটের রোগে সমস্যা বাড়বে। **কন্যা :** সন্তানের জন্য উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে দিন কাটিয়ে আনন্দ। **তুলা :** দিনের প্রথম ভাগে ব্যবসা নিয়ে সমস্যা থাকলেও পরে তা মিটে যাবে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ছেলের পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় খুশি। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। **ধনু :** কোনও আত্মীয়ের কলকাঠিয়তে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। **মকর :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় মন্দাভাব কাটবে। **কুম্ভ :** মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই আজ সমস্যা হবে। **মীন :** হঠাৎ পুরোনো বন্ধুকে আজ কাছে পেয়ে আনন্দ। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর অর্থব্যয়।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩১, ভাঃ ১১ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৬ ভাদ, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ বদি, ২৮ শফর। সূঃ উঃ ৫।২২, অঃ ৫।৫৩। সোমবার, অমাবস্যা অহোরাত্র। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১২।৫২। শিবযোগ রাত্রি ৮।৬। চতুষ্পাদকরণ সন্ধ্যা ৫।৪৯ গতে নাগকরণ। জন্মে-সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।৫২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৫৬ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৪৫ গতে ৪।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১২।৫২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ২।৫৫ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। কৌষিকী বা কৌষি অমাবস্যা। আলোকামাবস্যা ব্রত। এই অমাবস্যা তিথিতে কুশ সংগ্রহে হরিশয়নের জন্য দোষ হইবে না। রাত্রি ৩।৪৬ গতে পরারুণোদয়ে করতোয়াস্নান, গঙ্গাস্নানে বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল সমফল। অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি। সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের দেওঘরে (৭৯তম) শুভাগমন স্মরণোৎসব ও অনুকূলাব্দা ৭৯তম বর্ষারম্ভ। প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার উত্তরবঙ্গ

আবেদনই সার, মিলছে না জমির পাট্টা

মনজুর আলম

চোপড়া, ১ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লকে প্রায় এক দশক ধরে অপেক্ষা করেও মিলছে না জমির পাট্টা। আবেদনকারী অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে দিন-দিন বাড়ছে ক্ষোভ। গত পঞ্চায়েত বোর্ডের সময়কালে তালিকা ঘিরে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। সেজন্যই পাট্টা পেতে বিলম্ব হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

মাইনরিটি সেলের ব্লক সভাপতি মেরাজুল ইসলাম বলছেন, 'আমি নিজেও কয়েক বছর আগে পাট্টার জন্য আবেদন করেছিলাম। এখনও পাইনি। আগের বোর্ডের সময় তালিকা নিয়ে জলঘোলা হয়। তা নিয়ে দলের মধ্যেও আলোচনা হয়। পরে সেই তালিকা বাতিল হয়েছে।'

বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহ অবশ্য 'ইতিমধ্যে পাট্টার জন্য শতাধিক ব্যক্তির নামের তালিকা ঠিক করা হয়েছে' বলে জানিয়েছেন। তাঁর সংযোজন, 'বিএলএলআরও দপ্তর থেকে শীঘ্রই জেলা স্তরে এব্যাপারে অনুমতি চেয়ে পাঠানো হচ্ছে।'

সূত্রের খবর, ২০২১ সালে তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় ইসলামপুর এসডিএলএলআরও অফিস থেকে বেশ কয়েকটি আবেদন চোপড়া বিএলএলআরও দপ্তরে ফেরত পাঠানো হয়। দু'দফায় মোট ৩৩০টি আবেদন ফেরত আসে। একদিকে চাতকের মতো অপেক্ষা করেও আবেদনকারীরা পাট্টা পাচ্ছেন না, তখন অন্যদিকে ঘুরপথে অনেকেই পাট্টা পেয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

চোপড়া

মাঝিয়ালি, চোপড়া, লক্ষ্মীপুর সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেকে ভূমিদান প্রকল্পে জমির জন্য দুয়ারে সরকারে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একজনও পাট্টা পাননি। আবেদনকারীরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দিনের পর দিন শুধু ঘুরেছেন। এর ফলে প্রশ্নের মুখে পড়ছেন শাসকদলের নেতা এবং জনপ্রতিনিধিরা। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য মহম্মদ হনিফের কথায়, 'দলের তরফে বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'আগে কী হয়েছে জানা নেই। তবে অনেকে আবেদন করেও পাট্টা পাননি বলে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীঝোরা চা বাগানের ৫৫১ জন শ্রমিককে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ওই জমিতে নির্মাণকাজ চলছে। ইতিমধ্যেই তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। শীঘ্রই অনুমতির জন্য পাঠানো হবে।

সিপিএমের বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করল সিপিএম। রবিবার বিকেলে বাগডোগরা বিহার মোড়ে প্রায় তিন ঘণ্টা বিক্ষোভ চলে।

দলের তরফে এদিন গয়াগঙ্গা চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের এক নাবালিকাকে খুনের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কর্মসূচিতে ছিলেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক শীতল দত্ত, দীপঙ্কর দাস, শিবানী দাশগুপ্ত, দেবাশিস ঘোষ প্রমুখ।

সচেতনতামূলক শিবির

চোপড়া, ১ সেপ্টেম্বর : অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে রবিবার চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগছ আদিবাসীপাড়ায় একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চোপড়া নাট্যকলা কেন্দ্রের শিল্পীরা ডাইনি প্রথা, নেশা আসক্তি ও ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা ও নাটক পরিবেশন করেন। শিবির থেকে চোপড়া নাট্যকলা কেন্দ্রের তরফে ২০০ মশারি বিলি করা হয়।

ছাত্র সংগঠন

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার জন্য কামতাপুর ছাত্র সংগঠন গঠিত হল। রবিবার ময়নাগুড়ির রাজারহাটে ছাত্র সংগঠনের ২৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। জেলা কমিটির ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলার জন্য সভাপতি হিসেবে অপু বর্মন, উত্তর দিনাজপুরের জন্য সম্পাদক হিসেবে অজয় বর্মনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটিও গঠিত হয়েছে। অপু বললেন, 'সংগঠন থেকে পড়ুয়াদের সমস্যা নিয়ে জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।'

মিশনের জমি উদ্ধার অনিশ্চিত

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : জমি নিজেদের অধিকারে ফিরে পেতে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষকে? আপাতত এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সাহুডাঙ্গি এলাকায়। শিলিগুড়ির অদূরে রামকৃষ্ণ মিশনের ২০ বিঘা জায়গা দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে রয়েছে। তা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় দরবার, অনেক জলঘোলাও হয়েছে। কিন্তু সেই জমি এখনও দখলমুক্ত করতে পারল না প্রশাসন।

দীর্ঘ প্রায় ২০-২৫ বছর আগেকার কথা। কয়েক দশক ধরে তৎকালীন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের জমি দেখভালের অভাবে দখল হয়ে যায়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার জেলা প্রশাসনের কাছে জমি উদ্ধারের আবেদন করা হলেও তা বেশি দূর এগোয়নি। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়।

পরবর্তীতে আবার জমি উদ্ধারের জন্য উদ্যোগী হয় ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তর। তাদের তরফে দখল হওয়া সেই জমি চিহ্নিত করতে মিশনের তরফে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়। সেই চিঠি পেয়ে মিশনের তরফে একজন প্রতিনিধি সেখানে গিয়ে ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে তাদের দখল হওয়া জমি দেখিয়েও দেন। কিন্তু তারপর মাসখানেক কেটে গেলেও সেই জমি এখনও উদ্ধার করা যায়নি।

কী ঘটেছে

- রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে নরেশানন্দ মহারাজ, বিনয় মহারাজরা মেয়র গৌতমের সঙ্গে দেখা করেন
- দখল হয়ে যাওয়া জমির কাগজপত্র দেখান
- মাটিগাড়া ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে মিশনকে চিঠি দেওয়া হয়
- তারপর মিশনের তরফে একজন প্রতিনিধি পাঠানো হয়
- তিনি জবরদখল হওয়া জমি দেখিয়ে দেন
- কিন্তু তার পরেও সেই জমি উদ্ধার করা যায়নি

২০২২ সালে ওই আশ্রম বেলুড় মঠের অধীনে চলে যায়। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে জমি উদ্ধারের ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। জমি উদ্ধারের জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে জেলা শাসকদের চিঠি দিলেও কোনও কাজ হয়নি। এরপরই সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে নরেশানন্দ মহারাজ, বিনয় মহারাজরা মেয়র গৌতমের সঙ্গে দেখা করে তাদের দখল হয়ে যাওয়া জমির কাগজপত্র দেখান। মাটিগাড়া ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে মিশনকে চিঠি দেওয়া হয়। তারপর মিশনের তরফে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে জমি দেখিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও সেই জমি উদ্ধার করা যায়নি বলে অভিযোগ। বিনয় মহারাজ বলেন, 'আমাদের একজন প্রতিনিধি গিয়ে দখল হওয়া জমি দেখিয়ে দিয়ে আসেন। কিন্তু এরপরেও মাসখানেক কেটে গেছে। আমাদের জমি উদ্ধার হয়নি।'

মৎস্য ধরিব, খাইব সুখে।।

রবিবার ইসলামপুরের অলিগঞ্জে। ছবি: রাজু দাস

এয়ারভিউ মোড়ে পুলিশ দিবসের অনুষ্ঠান। রবিবার। ছবি: সূত্রধর

'সাধারণ মানুষ ইউনিফর্ম ছাড়াই পুলিশ'

বার্তা পুলিশ কমিশনারের

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের জেরে বর্তমানে পুলিশ এবং প্রতিবাদীদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই সংঘাত তৈরি হচ্ছে। সেই সংঘাত এড়াতে এবার উদ্যোগী হলেন খোদ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ কর্তারা। রবিবার ছিল পুলিশ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে এয়ারভিউ মোড়ে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত হয়ে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বার্তা দিলেন, 'পুলিশ আলাদা নয়। আমরা সমাজেরই লোক। আমরাও ঘর থেকেই এসেছি। বাইরে থেকে নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ কিছু সময় ভাবছেন, আমরা আলাদা লোক হয়ে রয়েছি। আমি সব সময় মনে করি, আমরা ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। সাধারণ মানুষ ইউনিফর্ম ছাড়াই পুলিশ।'

এদিন বালাসন ট্রাফিক গার্ড আয়োজিত অনুষ্ঠানেও একই সুরে ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'পুলিশও সাধারণ মানুষ। আইন কার্যকর করতে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। যে কোনও ধরনের সুবিধা-অসুবিধায় সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

কয়েকদিন ধরে আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদীদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশকর্মীদের জবাব-পালটা জবাবের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ দিবসে কর্তারা সাধারণ মানুষের উদ্দেশে কী বার্তা দিচ্ছেন, সেদিকে নজর ছিল সকলের।

এদিন এয়ারভিউ মোড়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ময়ূখ মণ্ডল। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'সেফ ড্রাইভ' নিয়ে বিভিন্ন পোস্ট করতে দেখা যায় তাঁকে। এদিন তিনি বলেন, 'পুলিশকেও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। আমাদেরও আইন মেনে চলা উচিত।'

যে সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার, ট্রাফিককর্মীরা ভালো কাজ করছেন প্রতিটি ট্রাফিক গার্ড থেকে তাঁদের সম্মানিত করা হয়। এদিন এয়ারভিউ মোড় থেকে একটি পদযাত্রা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের তরফে কয়েকজন সাধারণ মানুষকে হেলমেট দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফে মাল্লাগুড়ি পুলিশলাইনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এদিন ফুলবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের তরফেও বেশকিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়। অফিস চত্বরে রক্তদান শিবির হয়েছে। ১০০ জন সাধারণ মানুষকে হেলমেট দেওয়া হয়। শিশু-কিশোরদের জন্য আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে দুটি বিভাগে মোট ৬০ জন অংশ নেয়। সেখানেও হাজির ছিলেন সি সুধাকর, বিশ্বচাঁদ। ছিলেন এডিসিপি অভিষেক কুমারও।

বিডিও অফিসের কাছে নেশার ঠেক

ফাঁসিদেওয়া, ১ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে পুরোনো প্রাণী চিকিৎসালয় বিল্ডিংটি সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বন্দরগছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ভাঙা বিল্ডিংটি। প্রাণী চিকিৎসালয় গ্রামীণ হাসপাতালের পিছনে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে বিল্ডিংটির এমন অবস্থা বলে জানিয়েছে গ্রামবাসী।

গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'পুরোনো বিল্ডিংটি ভেঙে অন্য কিছু তৈরি করা যেত। বছরখানেকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তা করা হয়নি।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের বক্তব্য, 'খোঁজ নিয়ে জেনেছি, জায়গাটি মহকুমা পরিষদের। একসময় সেখানে বাংলো ছিল। পরে প্রাণী চিকিৎসালয় হয়।'

রাত হলেই ওই জরাজীর্ণ বিল্ডিংটিতে মদ, গাঁজার আসর বসে। গ্রামবাসীর আশঙ্কা, সীমান্ত এলাকা হওয়ায়, অনেক সময় বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরাও এই বিল্ডিংটিকে গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করেন। কয়েকমাস আগে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ গিয়ে পুরোনো বিল্ডিং ভেঙে ওই জায়গায় নতুন কিছু তৈরি করার কথা বললেও, কোনও কাজ হয়নি। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি বলেন, 'ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

পোশাক তৈরির নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : পরের মাসেই পুজো। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জামাকাপড় তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি জিনিস পাওয়া যায় বিপণনকেন্দ্র সৃষ্টিশ্রী এবং এক্সপেরিয়েন্স বেঙ্গলে। এবার পুজোয় ক্রেতারা যাতে ওই দুটি স্টলে পছন্দমতো জামাকাপড় সহজেই পেয়ে যান, সেজন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বেশি করে জামাকাপড় তৈরির নির্দেশ দিল কেন্দ্রের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রক। মন্ত্রকের দার্জিলিং জেলার মার্কেটিং অধিকর্তা রত্নেশ সিনহা জানান, পুজো উপলক্ষ্যে মহিলারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি করেছেন। তাঁদের বলা হয়েছে চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করতে।

বিধায়কের বাড়ির সামনের রাস্তা বেহাল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের শান্তিনগরের বাড়ির সামনের রাস্তার বেহাল অবস্থা। প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। অল্প বৃষ্টি হলেই পাশে থাকা ড্রেনের জল রাস্তায় উঠে আসছে। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী, প্রায় একবছরের বেশি সময় ধরে রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা হয়ে থাকলেও, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিধায়কের বাড়ির সামনের রাস্তার এমন অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, বিধায়কের বাড়ির সামনের রাস্তার যদি এমন হাল হয়, তাহলে এলাকার অন্য রাস্তাগুলির অবস্থা কেমন হতে পারে?

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে বিগত দু'-তিন বছরে বিভিন্ন ইস্যুতে একাধিকবার রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এলাকার অনেকেই বলছেন, এখন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, বিধায়ক, সাংসদ সকলেই বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন। তবে কেন এলাকার রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না? স্থানীয়দের বক্তব্য, রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকলেও সংস্কারের বিষয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের। শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ সাহা বলেন, 'রাস্তাটা আগেই সংস্কার করা উচিত ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে অথবা বিধায়ক নিজেই সেটা করতে পারতেন। দীর্ঘদিন থেকে রাস্তাটি এমন অবস্থা দেখে অবাক হচ্ছি।'

যদিও বিষয়টি নিয়ে সাবধানি বিধায়ক বলেন, 'রাস্তাটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। কেন? বিধায়কের বাড়ির সামনের রাস্তা বলে? একজন বিধায়ক বছরে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকেন। এই সামান্য টাকায় কিছুই হয় না। এই দিয়ে যদি নিজের বাড়ির সামনের রাস্তা সংস্কার করি, সেটা তো জনগণের সামনে দৃষ্টিকটু দেখায়।'

পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারকে জিজ্ঞাসা করা হলে

শিখা চট্টোপাধ্যায়ের শান্তিনগরের বাড়ির সামনের রাস্তা বেহাল।

> রাস্তাটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। কেন? বিধায়কের বাড়ির সামনের রাস্তা বলে? একজন বিধায়ক বছরে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকেন। এই সামান্য টাকায় কিছুই হয় না। এই দিয়ে যদি নিজের বাড়ির সামনের রাস্তা সংস্কার করি, সেটা তো জনগণের সামনে দৃষ্টিকটু দেখায়।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়,** *বিধায়ক*

তিনিও একপ্রকার দায় ঝেরে ফেলার চেষ্টা করেন। মিতালির বক্তব্য, 'রাস্তাটি বেহাল হয়ে রয়েছে সেটা জানি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য যদি আবেদন করতেন, তাহলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যেত। অবেদন না করলে কীভাবে কাজ করব? আবেদন না করে যদি এলাকার কাজ করা হয় তখন তো একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে।' যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কাঞ্চন সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তাই তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তদন্তের গতি নিয়ে সিবিআই-কে কটাক্ষ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১ সেপ্টেম্বর : রবিবার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে শহর শিলিগুড়ির পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, বাগডোগরা, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর এবং চোপড়ায় আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রত্যেকটি কর্মসূচিতে তদন্তের গতি নিয়ে সিবিআই-কে কটাক্ষ করা হয়েছে।

এদিন দোষীদের শাস্তির দাবিতে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে ধর্নায় বসেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা বসু মৈত্র, অভয়া বসু প্রমুখ।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ ও ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে যথাক্রমে লিউসিপাকড়ি মোড় এবং বিধাননগর বাজারে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। লিউসিপাকড়ির কর্মসূচিতে ছিলেন পাপিয়া। বিধাননগরে ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী টুলটুলি সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে এদিন বিকেলে খড়িবাড়ি কদমতলা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করে ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক মণিকা সিংহ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির

অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের

সভাপতি রত্না রায় সিংহ, রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ প্রমুখ। খড়িবাড়ি মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির উদ্যোগেও এদিন ধিক্কার মিছিল করা হয়। মিছিলটি অধিকারী কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুল থেকে শুরু হয়ে পিডব্লিউডি মোড়ে এসে শেষ হয়।

শনিবার বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচে তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক-১'এর তরফে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। সেই মঞ্চেই এদিন দুপুরে নকশালবাড়ি ব্লক-১ তৃণমূল মহিলার তরফে অবস্থান বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভে আরজি করের ঘটনায় তদন্তের গতি নিয়ে সিবিআই-কে কাঠগড়ায় তোলা হয়। পাশাপাশি বিরোধী দলগুলিকে তুলোধোনা করে বক্তব্য রাখেন নকশালবাড়ি ব্লক মহিলা সভানেত্রী পদ্মা দে রায় সহ অনেকেই।

অন্যদিকে, চাকুলিয়া এবং গোয়ালপোখরে ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে ধর্নায় বসেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সদস্যরা। গোয়ালপোখরের কর্মসূচিতে মহিলা নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। চাকুলিয়ায় ছিলেন বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ।

সদর চোপড়া ব্লকের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, তৃণমূল ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

শহরজুড়ে প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামলেন শিলিগুড়ির ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা। রবিবার সন্ধ্যায় নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে থেকে মশাল মিছিল বের হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক ভট্টাচার্য। মিছিলটি শহরের একাধিক পথ পরিক্রমা করে। অশোক বলেন, 'যেভাবে তদন্ত চলছে, তা দেখে মনে হয়, সিবিআই ও রাজ্য পুলিশের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। নতুন করে আর কাউকে গ্রেপ্তার করা হল না। তাই পথে নেমে আন্দোলন করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের বিচার পেতে হবে।' এদিনই সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যরা ২২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন।

একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে ১ নম্বর ডাবগ্রাম থেকে বাঘা যতীন পার্ক পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে পা মেলান শিক্ষার্থীরাও। দ্রুত বিচারের দাবি তোলা হয়। প্রতিষ্ঠানটির তরফে কৃষ্ণা বিশ্বাস বলেন, 'আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে, তা সমাজের প্রতিটা স্তরকে নাড়া দিয়েছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এদিনের কর্মসূচি।'

এদিন যৌথভাবে মশাল মিছিল বের করে মেডিকেল মোড় নাগরিক বৃন্দ এবং মেডিকেল কলেজ নাগরিক বৃন্দ। মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে মিছিলটি মেডিকেল মোড় পর্যন্ত যায়। পথচলতি অনেকেই তাতে অংশ নেন। উদ্যোক্তাদের তরফে সুব্রত কুণ্ডু ও মুনমুন রায় জানিয়েছেন, তাঁদের লাগাতার আন্দোলন চলবে।

কালাগছে নেই সুলভ শৌচালয়

চোপড়া, ১ সেপ্টেম্বর : সদর চোপড়া এবং কালাগছে সুলভ শৌচালয়ের দাবি দীর্ঘদিনের। কালাগছ বাজারে সমস্যায় পড়ছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা। সাধারণের ব্যবহারের জন্য আগে একটি শৌচালয় ছিল। তবে সেটা প্রায় এক দশক ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে। স্থানীয় তুষার কর্মকার বলছেন, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে রোজ বাজারে বহু মানুষ আসেন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে ফাঁপরে পড়তে হয় তাঁদের। এতে তো জায়গারই বদনাম হচ্ছে।' আরেক বাসিন্দা রতন সাহার মতে, বাসস্ট্যান্ড কিংবা বাজারে একটি সুলভ শৌচালয় তৈরি হওয়া দরকার। পরিস্থিতি অজানা নয় জনপ্রতিনিধিদের। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমানের কথায়, 'সদর চোপড়া ও কালাগছ বাজারে শৌচালয়ের সমস্যা রয়েছে ঠিকই, তবে জায়গার অভাবে সেটা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শৌচালয় তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। চিন্তাভাবনা চলছে সে ব্যাপারে।'

সদর চোপড়ার বাসিন্দা সুজিতকুমার সাহা বলছিলেন, 'একটি জনপদে পথচলতি মানুষের জন্য শৌচালয় না থাকাটা একেবারেই শোভনীয় নয়। সবটা জেনেবুঝেও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কেন পদক্ষেপ করছে না, বুঝি না।'

চোপড়া বাসস্টপ, বাজার, গুদরি বাজার, চোপড়া হাট সহ বিভিন্ন এলাকায় শৌচালয় নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় সরকারি বরাদ্দে নির্মিত যে দু'-একটি সুলভ শৌচালয় রয়েছে, সেখানেও পরিষেবা অমিল। এক্ষেত্রে মহিলাদের ভোগান্তি সবথেকে বেশি। খোলা জায়গায় শৌচকর্ম সারছেন পুরুষরা। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, বাড়ছে দূষণ।

স্থানীয় ব্যবসায়ী জাহিদুল রহমান জানালেন, কয়েক বছর আগে চোপড়া বিডিও অফিস চত্বরের এক কোনায় একটি সুলভ শৌচালয় গড়া হলেও সেটা বন্ধ পড়ে রয়েছে কিছু মাস ধরে। এ প্রসঙ্গে বিডিও সমীর মণ্ডল আশ্বাস দিয়েছেন, 'অফিস চত্বরের শৌচালয়টির সংস্কার শেষ হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেটা খুলে দেওয়া হবে।'

চোর সন্দেহে আটক

ধূপগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : সাইকেল চোর সন্দেহে এক তরুণকে আটক করে রবিবার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন ধূপগুড়ি ব্লকের পুরোনো শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। তবে ঘটনার সূত্রপাত এদিন নয়। স্থানীয়দের কথায়, প্রায় তিন মাস আগে মূল ঘটনাটি ঘটেছিল। ফালাকাটা ব্লকের এক তরুণ গত তিন মাস আগে পুরোনো শালবাড়ি এলাকায় একটি হোটেলে গিয়ে খাবার চায়। তরুণকে দেখে ভবঘুরে মনে হয়েছিল হোটেল মালিক প্রকাশ সরকারের। তিনি খাবার দেওয়ার আগে ওই তরুণকে স্নান করতে যেতে বলেন। সেই ব্যক্তি হোটেল মালিকের সাইকেল নিয়ে নদীতে স্নান করতে যায়। তারপর আর ফিরে আসেনি। এমনটাই অভিযোগ। রবিবার প্রায় তিন মাস পর তাকে এলাকায় ফের দেখা যায়। খবর যায় ধূপগুড়ি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

কোলাহলেও দিব্যি আছে কালোমাথা কাস্তেচরা

সাগর বাগচী

নকশালবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি বাজারের ঘাটানি মোড়। ব্যস্ত রাস্তায় মুখোমুখি বাঁক নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল দুটি বাস। রাস্তার দু'পাশে তখন যাত্রী তোলার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটি টোটো। ওই দুটি বাসের পেছনে আরও কিছু যানবাহন এসে দাঁড়ায়। চারদিক থেকে তখন ভেসে আসছে হর্নের শব্দ। অথচ অবাক কাণ্ড! কোলাহলে পরিপূর্ণ ওই এলাকায় একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়বে, তিনটি গাছে বাসা বেঁধে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বক। চরম হইহট্টগোলের মাঝেও গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে নকশালবাড়ির ওই এলাকার গাছগুলিতেই কেন প্রত্যেক বছর তারা এসে বাসা বাঁধছে, মিলিত হচ্ছে কিংবা প্রজনন করছে, সেই উত্তর এখনও অজানা। তবে খোঁজার চেষ্টা চলছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ওই বকের দলে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় কালোমাথা কাস্তেচরা। তারা এই মুহূর্তে সেখানে কত সংখ্যায় রয়েছে, তা জানতে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ), পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, নকশালবাড়ি বিজ্ঞান ক্লাব যৌথভাবে রবিবার থেকে গণনার কাজ শুরু করেছে। এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কার্সিয়াং বনবিভাগ। এদিন দেখা গেল ঘাটানি মোড়ে একটি অসমাপ্ত বহুতলের ওপর উঠে সংগঠনগুলির সদস্যরা গণনার কাজ করছেন।

নকশালবাড়ি বিজ্ঞান ক্লাবের সম্পাদক প্রাণগোবিন্দ নাগ বলছেন, 'গত শতকের শেষের দিকে নকশালবাড়ির প্রসাধুজোত এলাকায় এই পাখি দেখা যেত। কিন্তু পরে ওই এলাকায় প্রচুর ঘরবাড়ি তৈরি হতেই কালোমাথা কাস্তেচরার দল ঠিকানা বদলে ঘাটানি মোড়ের ওই গাছগুলিতে চলে আসে। কিন্তু এখানে কোলাহল অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও কী করে বকগুলি রয়েছে, তা বোঝা কঠিন।'

নকশালবাড়িতে শুরু গণনা

ঘাটানি মোড়ে অসমাপ্ত বহুতলের ওপরে গণনাকারীরা। রবিবার।

তবে বিলুপ্তপ্রায় কালোমাথা কাস্তেচরা কতদিন এভাবে ওই গাছগুলিতে থাকবে, তা স্পষ্টভাবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ন্যাফের আহ্বায়ক অনিমেষ বসু বলছেন, 'এমন পরিবেশে এত সংখ্যায় কীভাবে তারা রয়েছে, তা সত্যিই অবাক করে। এরা মূলত নেপাল থেকে আসে। এই গাছগুলিতে সারাবছর বিভিন্ন প্রজাতির বক থাকে। সেই কারণেই হয়তো প্রজননের জন্য এই গাছগুলিকেই বেছে নিচ্ছে কালোমাথা কাস্তেচরা।' তাঁর সংযোজন, 'এরা যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারে সেজন্য বন দপ্তর ও নকশালবাড়ি বাজার কমিটি কাজ করছে।'

এর আগেও বেশ কয়েকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন কালোমাথা কাস্তেচরা গণনার কাজ করেছে। তার মধ্যে ঐরাবতের নাম উল্লেখযোগ্য। ওই সংগঠনের সদস্য অভিযান সাহা বলেন, 'মানুষের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সহাবস্থান করে ফেলেছে কালোমাথা কাস্তেচরা। তাই এই গাছে থাকতে ভয় পায় না ওরা। তাছাড়া, নকশালবাড়ির আশপাশে প্রচুর চাষের জমি, নদী, জলাধার ইত্যাদি রয়েছে। সেই কারণে এদের খাবার জোগাড় করতেও সমস্যা হয় না।'

সহায়তায় বন বিভাগ

- নকশালবাড়ি বাজারের ঘাটানি মোড়ের গাছে বিভিন্ন প্রজাতির বকের বসবাস
- সেখানেই প্রতি বছর দেখা মিলছে বিলুপ্তপ্রায় কালোমাথা কাস্তেচরা
- এত কোলাহলের মাঝেও তারা কীভাবে এখানে রয়েছে, ভাবাচ্ছে পরিবেশপ্রেমীদের
- রবিবার কালোমাথা কাস্তেচরা গণনা শুরু করেছে তিনটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন
- এই কাজে সংগঠনগুলিকে সহায়তা করছে কার্সিয়াং বন বিভাগ

মঞ্চে নির্যাতিতার পরিবার, উঠছে প্রশ্ন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ড নিয়ে শুধু কলকাতার রাজপথে নয়, উত্তরবঙ্গেও ধর্না মঞ্চ বাঁধার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। পরিকল্পনায় রয়েছে ওই মঞ্চে উত্তরবঙ্গের নির্যাতিতাদের হাজির করার। কিন্তু 'রংহীন ক্যানভাস'-এর মঞ্চে দেখা মিলল নির্যাতিতার দুই পরিবারের। অবস্থান মঞ্চ থেকে বিচারের দাবি তুলল দুটি পরিবার। কিন্তু নির্যাতিতাদের পরিবারকে কী এভাবে প্রকাশ্যে আনা যায়, রবিবার এই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করল শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায়।

নাম-পরিচয় গোপন রেখে মঞ্চে হাজির করা যায়, দাবি উদ্যোক্তাদের। এই দাবি করেই উদ্যোক্তাদের তরফে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমরা কখনোই তাঁদের পরিচয় প্রকাশ্যে আনিনি। ফলে নির্যাতিতার পরিচয় সামনে আসেনি। তাঁরা নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরতে এবং বিচারের দাবি যাতে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তার জন্য অবস্থান মঞ্চে যোগ গিয়েছেন।' পরিচয় গোপন রাখলে মঞ্চে আনার ক্ষেত্রে সমস্যা নেই বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। তবে অনেক আইনজীবী মনে করেন, সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে সামনে না আনাই ভালো।

শুধু আরজি কর কাণ্ড কেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই তো এমন ঘটনা ঘটছে। লালসার শিকারের বাইরে নেই উত্তরবঙ্গও। কেন তাঁদের বিচারের দাবিতে পথে নামা হবে না- এই প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। রবিবার এমন প্রশ্নের পাশাপাশি পরিবারগুলির অসহায় অবস্থার কথা উঠে এল টানা ২৪ ঘণ্টা ধরে চলা এই প্রজন্ম সংগঠনের রংহীন ক্যানভাসের অবস্থান মঞ্চ থেকে।

ঘটনার পর কয়েকদিন হইচই হলেও পরবর্তীতে যে সমস্ত কিছু ঢাকা পড়ে যায়, সেটাও যেন বলতে চাইল নির্যাতিতার পরিবারগুলি। যেমন কালিয়াগঞ্জের এক নির্যাতিতার কাকা বললেন, 'উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইঝিকে ধর্ষণ করে পুকুরে ডুবিয়ে খুন করা হয়েছিল। ঘটনার পর প্রশাসনের তরফ থেকে সিট গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দেড় বছর হতে চললেও আমরা বিচার পেলাম না। সমস্ত কিছু ধামাচাপা পড়ে গেল।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, 'রায়গঞ্জ আদালতে শুনানির দিন তাঁরা থাকছেন এবং নতুন তারিখ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন।' মাটিগাড়াতেও কয়েক মাস আগে লালসার শিকার হতে হয়েছিল এক স্কুল পড়ুয়াকে। ঘটনাটি এখনও বিচারাধীন। নির্যাতিতার পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'আদালতের রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। আশা করব আদালত চরমতম শাস্তির বিধান দেবে।' বিচারের আশায় দিনের পর দিন ধরে তাঁরা অপেক্ষা করছেন বলেও জানান তিনি।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার শিলিগুড়িতে মিছিল হয়েছে। একইরকমভাবে এদিন মিছিল হয় ইসলামপুরেও। -সুদীপ্ত ভৌমিক

কিন্তু নির্যাতিতার পরিবারকে কী এভাবে সামনে আনা যায়, প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। বিষয়টি নিয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে কলকাতার হাইকোর্টের আইনজীবী বিপ্লব সেনগুপ্ত বলছেন, 'নাম-পরিচয় যদি প্রকাশ্যে না আনা হয়, তবে না আনার কোনও কারণ নেই। পরিচয় গোপন রেখে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা তাঁদের কথা তুলে ধরতেই পারেন। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কথা তো সংবাদমাধ্যম তুলে ধরছে যাবতীয় সাবধানতার সঙ্গে।'

বিশিষ্ট আইনজীবী গঙ্গোত্রী দত্ত বলছেন, 'সমাজের কাছে নির্যাতিতাকে চিহ্নিত করা যায় না। তবে পরিবারের সদস্যরা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের ব্যক্তিগত কথা বলতে চান, তবে আপত্তি থাকে না।'

কী ঘটনা

- আরজি কর কাণ্ড নিয়ে উত্তরবঙ্গেও ধর্না মঞ্চ বাঁধার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি
- পরিকল্পনায় রয়েছে ওই মঞ্চে উত্তরবঙ্গের নির্যাতিতাদের হাজির করার
- 'রংহীন ক্যানভাস'-এর মঞ্চে দেখা মিলল নির্যাতিতার দুই পরিবারের
- কিন্তু নির্যাতিতাদের পরিবারকে এভাবে প্রকাশ্যে আনা যায় কি?

প্রকৃত দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবি

ফাঁসিদেওয়া, ১ সেপ্টেম্বর : গয়াগঙ্গা চা বাগানে কিশোরী খুনের ঘটনায় সঠিক তদন্তের দাবিতে পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দিল আদিবাসী সংগঠন। ইতিমধ্যে ১৭ বছরের ওই কিশোরী খুনে তারই কাকাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরপর থেকে গ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটসের পক্ষ থেকে শনিবার এসডিপিও (নকশালবাড়ি) দীপঙ্কর সোমকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এসডিপিও'র মাধ্যমে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপারের কাছেও তা পাঠানো হয়েছে। এদিন কয়েকশো আদিবাসী মানুষ সেখানে হাজির হয়েছিলেন। সংগঠন সূত্রের খবর, জেলা শাসক থেকে শুরু করে সকলকেই স্মারকলিপি পাঠানো হবে। গ্রামবাসীর কথায়, কিশোরীর কাকা ঘোষপুকুরের জুটমিলে কাজ করতেন। ১৮ অগাস্ট ওই কিশোরী বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। এরপর ২৭ অগাস্ট গয়াগঙ্গা চা বাগানের নালা থেকে তার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। সেই রাতেই পুলিশ মেয়েটির কাকাকে গ্রেপ্তার করে। তা নিয়ে এলাকায় বাড়তে থাকে অসন্তোষ।

আদিবাসী সংগঠনের আহ্বায়ক রাজকুমার কাশ্যপ বলেন, 'গ্রামের মানুষ মানতেই পারছেন না ওই তরুণ খুন করেছেন। এমনকি কিশোরীর মা-বাবাও না। আমরা জুটমিলে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ১৮ তারিখ সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজেই ছিলেন ওই তরুণ। এরপর সস্ত্রীক হাটে গিয়েছিলেন।' রাজকুমারের কথায়, '১৮ অগাস্ট হাঁসখোয়া ময়দানে রাতের বেলায় একটি গানের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেও কিশোরীকে দেখা গিয়েছে।'

ব্যবসায়ী সমিতির ভোটে নয়া সমীকরণ

একজোট রাম-বাম-হাত

নকশালবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির ভোটকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। সূত্রের খবর, এই ভোটে বিজেপি-আরএসএস, তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস সকলেই প্রার্থী দেবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ী সমিতির ভোট হলেও তা হবে রাজনীতির ছত্রছায়াতেই।

১৯ সেপ্টেম্বর নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির ভোট। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ সেপ্টেম্বর। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, মণিরামের ব্যবসায়ী, দোকানদার ভোটে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন। ব্যবসায়ী সমিতির প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, এবার মোট ভোটার ১৪৬৯ জন। প্রতি তিন বছর অন্তর সমিতির ভোট হয়। ২৫ জন করে সদস্যকে নিয়ে দুটি প্যানেল গঠন করা হয়। তার মধ্যে যে প্যানেলের জয়ী সদস্য বেশি, তারা বোর্ড গঠন করে। এর মেয়াদ তিন বছর।

১৯৮৫ সালে স্থাপিত হয় নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতি। এই ভোটে একবারও তৃণমূল কংগ্রেস ঘেঁষা প্যানেল জয়ী হতে পারেনি। তাই এবার সমিতির ভোটে লড়াইয়ে নামতে চলেছেন হেভিওয়েট প্রার্থী অরুণ ঘোষ। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণের কাছে ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন 'প্রেস্টিজ ফাইট' পরিণত হয়েছে। এছাড়া রয়েছেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির দুই কর্মাধ্যক্ষ বিরাজ সরকার, পৃথ্বীশ রায় সহ অনেকেই। সকাল-সন্ধ্যা প্রচার চালাচ্ছেন অরুণ। নকশালবাড়িতে দোকানে দোকানে গিয়ে প্রার্থীদের পরিচয় করাতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। অরুণ বলেন, 'নকশালবাড়ির ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের জন্য আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি। দল আমাকে চাইছে, তাই আমি প্রার্থী হয়েছি। গতবার আমরা হেরে গিয়েছিলাম। তাই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছিল। সমিতির বোর্ডে আমরা এলে অনেক বেশি কাজ করতে পারব।'

নকশালবাড়ি বাজারে ভোট প্রচারে ব্যস্ত সভাধিপতি।

যদিও বিদায়ি বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র পাঠক কটাক্ষের সুরে বলছেন, 'ওদের প্যানেলের অধিকাংশের কোনও ব্যবসায়িক পরিচিতি নেই। তাঁদের কেউ প্রধান, কেউ কর্মাধ্যক্ষ, কেউ পঞ্চায়েত সদস্য। তাই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই সমস্ত প্রার্থীদের পরিচয় করাতে নমিনেশনের আগেই প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এটা নিয়মবিরুদ্ধ।'

এদিকে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস জোট হয়ে প্যানেল তৈরি করবে কি না এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বিজেপি নেতা দিলীপ বাড়ইয়ের দাবি, 'বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস মিলে আমরা ২৫ জনের প্যানেল তৈরি করেছি। যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের প্যানেলে হেভিওয়েটেরা রয়েছেন, তাই তাঁদের টেক্কা দিতে আমাদের এই জোট প্যানেল।'

এনজেপি থানা ঘেরাও করেছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। রবিবার।

পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধল বিজেপির

রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, হুমকি শিখার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : সাংসদ জয়ন্ত রায় ও বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে হেনস্তায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার আরও একবার নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানা ঘেরাও করল বিজেপি। যাতে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল এনজেপি থানা চত্বর। গত ২৮ অগাস্টের পর আবার পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধল বিজেপি কর্মীদের। বিজেপি বিধায়ক শিখা হুঁশিয়ারি দিলেন, 'সেদিন পুলিশের সামনে আমাকে মারধর করেছে তৃণমূলের লোকেরা। সমস্ত প্রমাণ থাকলেও পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করছে না। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে।'

পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদিও শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) দীপক সরকারকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। কমিশনারেটের অন্য এক আধিকারিক বলেন, 'বিধায়ক যেমন অভিযোগ করেছেন, তেমনই তাঁর বিরুদ্ধে অপর পক্ষের অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগ দুটির তদন্ত চলছে।'

অগাস্টের ২৭ তারিখ ছাত্রসমাজের নবান্ন অভিযানে পুলিশি আক্রমণের অভিযোগে পরের দিন বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বনধে পিকেটিং করতে বের হলে এনজেপি এলাকায় শিখার ওপর তৃণমূলের লোকজন হামলা করে বলে অভিযোগ ওঠে। সাংসদ জয়ন্ত রায়কেও হেনস্তা করা হয়। সেজন্য পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে নালিশ জানান বিজেপি বিধায়ক।

পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছে না অভিযোগে রবিবার পুনরায় থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেয় বিজেপি। অভিযান ঠেকাতে সকাল থেকে থানার গেটে ব্যারিকেড করে পুলিশ। ব্যারিকেড উপেক্ষা করে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই পদ্ম শিবিরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিজেপির জলপাইগুড়ি মহিলা মোর্চার সম্পাদক মামণি দাসকে বলতে শোনা যায়, 'খুব তাড়াতাড়ি এই সরকার পড়ে যাবে। ক্ষমতায় এসে আমরা আগে পুলিশকে সোজা করব।'

শিখার অভিযোগ, 'এনজেপি এলাকায় একাধিক অবৈধ কাজ চলছে। ট্রাক প্রতি তিনশো টাকা করে তোলা নেওয়া হচ্ছে। আমরা সব নজর রাখছি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হিসেব নিতে শুরু করবেন বিজেপি কর্মীরা।' যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আইএনটিটিইউসি নেতা সুজয় সরকারের দাবি, 'বাইরে থেকে লোক এনে বিধায়ক এলাকায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিলেন।'

নদীতীরে মদ-গাঁজা, দোসর দেহব্যবসা

অতিষ্ঠ ছোট ফাঁপড়ি ও ক্ষুদিরাম কলোনি

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের ভাইরাসে আক্রান্ত লাগোয়া ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাও। বিশেষ করে ছোট ফাঁপড়ি ও ক্ষুদিরাম কলোনি হয়ে উঠেছে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের আখড়া। ওই দুই এলাকায় মাদক বিক্রি, চুরির পাশাপাশি অবাধে যৌন ব্যবসায় অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসন এ সব দেখেও দেখে না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

এলাকায় ১৫-২০টি মদের ঠেক। এছাড়া ঘুরে ঘুরে চার-পাঁচজন ব্রাউন সুগার বিক্রি করে। নিজেকে সাধু বলে পরিচয় দিয়ে একজন গাঁজা সরবরাহ করেন। তাঁর প্রশ্রয়েই দেহব্যবসা চলছে। অন্য একটি পরিবার বহু বছর থেকে মদ বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। তারা এখন ব্রাউন সুগার বিক্রিও শুরু করেছে। সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী ও তাঁর দুই নাবালিকা স্কুল পড়ুয়া মেয়ে ওই কারবারে জড়িত। তাঁদের হয়ে একটি দালালচক্র এলাকায় সক্রিয়। দালালরাই স্থানীয় তরুণদের পৌঁছে দেয় ওই পরিবারের কাছে।

যদিও শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের দাবি, 'গোটা কমিশনারেট এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ সমস্ত মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ঠেকাতে লাগাতার অভিযান চলছে। কারবারিদের মাথাদের চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে। শীঘ্রই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির এক আধিকারিক জানালেন, 'নিয়মিত অভিযান হচ্ছে। প্রয়োজনে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।'

এলাকায় কিন্তু মাদকের প্রভাবে সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেমন স্থানীয় বাসিন্দা নীলিমা তামাং জানালেন, 'নেশার জন্য টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তরুণদের অনেকে ছিঁচকে চোরে পরিণত হয়ে গিয়েছে।' বাইরে থেকে টোটো ও ছোট গাড়িতে এনে এলাকায় ব্রাউন সুগার সরবরাহ করে চক্রটি।

রাজনৈতিক দলগুলিকে মুখে এসবের বিরোধিতা করলেও ঠেকানোর তেমন চেষ্টা করতে দেখা যায় না। যদিও ক্ষুদিরাম কলোনির তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অশোক বর্মন বলছেন, 'এই মাদকচক্রের মাথাদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।' ছোট ফাঁপড়ির বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির অঞ্জনা দাস বর্মনের দাবি, 'পুলিশ নিয়মিত এই এলাকায় অভিযান চালাক।'

বাণেশ্বর মোড়ের অদূরে সাহু নদীর পাড়ে এই দুটি কলোনি। স্থানীয় বাসিন্দা অর্চনা রাইয়ের অভিযোগ, 'দিনরাত নদীর পাড়ে দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সাহু নদীর সেতু ও রাস্তার পথবাতিগুলি ভেঙে দিচ্ছে।' এলাকার একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর বক্তব্য, 'পরিস্থিতি এমন যে, সন্ধ্যার পর বাড়ির লোককে গিয়ে আমাদের টিউশন থেকে নিয়ে আসতে হয়।' মন্তে বর্মন নামে এক বধূর মন্তব্য, 'এখানকার বহু মহিলা শিলিগুড়িতে রাজমিস্ত্রির সহযোগী অথবা গৃহসহায়িকার কাজে যায়। দুষ্কৃতীদের ভয়ে সন্ধ্যার পর তাঁদের দল বেঁধে বাড়ি ফিরতে হয়।'

সাহু নদীর পাড়ে নেশার আসর। রবিবার।

> দিনরাত নদীর পাড়ে দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সাহু নদীর সেতু ও রাস্তার পথবাতিগুলি ভেঙে দিচ্ছে।
>
> **অর্চনা রাই,** স্থানীয় বাসিন্দা

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণের

চোপড়া, ১ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার দলুয়া এলাকায় রবিবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। ঘটনার জেরে মৃতের পরিজনরা সাময়িক জাতীয় সড়কে অবরোধ বিক্ষোভ করেন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য পুলিশের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, মৃত তরুণের নাম আকতার আলম (৩২)। বাড়ি নেনটলি এলাকায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়ক ধরে বাইকে করে বাড়ি যাওয়ার পথে দলুয়া এলাকায় একটি চারচাকার ছোট গাড়ি ধাক্কা মারে আকতারকে। এরপরই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে সে। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্থানীয়দের অভিযোগ, জনবহুল এই এলাকায় অনেকদিন থেকেই ট্রাফিক ব্যবস্থার দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ফোর লাইন জাতীয় সড়কের যেখানে-সেখানে ডিভাইডার ভেঙে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে।

সবুজ সাথী।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন সৌজন্য রায়চৌধুরী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পুলিশ দিবসে থানায় সাফাই

বাগডোগরা ও চোপড়া, ১ সেপ্টেম্বর : রবিবার ছিল পুলিশ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে বাগডোগরা থানা চত্বর সাফাই অভিযানে নামলেন পুলিশকর্মীরা। এদিন ওসি পার্থসারথি দাস, সেকেন্ড অফিসার গৌতম নস্কর সহ সকলে মিলে আবর্জনা পরিষ্কার করেন। ছেটানো হয় ব্লিচিং পাউডার।

পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সেফ লাইফ সেভ ড্রাইভ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশ। অন্যদিকে, পথ সুরক্ষার জন্য হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের একাংশের মধ্যে একটি করে হেলমেট বিলি করা হয়।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার

ফাঁসিদেওয়া, ১ সেপ্টেম্বর : ঘরে ঢুকে তরুণীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত শান্তি হালদার রাঙ্গাপানি এলাকার বাসিন্দা। শনিবার বিকেলে ওই তরুণ গ্রামের এক তরুণীর ঘরে ঢুকে পড়ে। এরপর তাঁকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই তরুণী চিৎকার করলে গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত তরুণকে আটক করেন। এরপর পুলিশ পৌঁছে ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। শনিবার রাতে তরুণীর পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

টোটো উদ্ধারের দাবিতে বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : ছিনতাই হওয়া টোটো উদ্ধারের দাবিতে রবিবার বিকেলে সারা বাংলা ই-রিকশা (টোটো) চালক ইউনিয়নের তরফে খড়িবাড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। গত অগাস্ট মাসের ২ তারিখ যাত্রী সেজে ললিত বর্মন নামক এক টোটোচালকের কাছ থেকে টোটো ছিনতাই করে পালায় চার দুষ্কৃতী। এক মাস পেরিয়ে গেলেও ছিনতাই হওয়া টোটোটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এদিন সংগঠনের তরফে দ্রুত ওই টোটোটি উদ্ধারের দাবি জানানো হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, তল্লাশি চলছে। দ্রুত টোটো উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সিপিএমের কর্মসূচি

চোপড়া, ১ সেপ্টেম্বর : এসএফআইয়ের চোপড়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে রবিবার হাপতিয়াগছ এলাকায় ছাত্র শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করা হল। অন্যদিকে, কালাগছ এলাকার গুঞ্জুরিয়াগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিপিএম চোপড়া ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরের আলোচক ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্বপন গুহনিয়োগী।

নারকেল পাতা দিয়ে খেলনা গড়ে আলোয় সারথি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : নারকেলের পাতা, মালই, ছোবা দিয়ে নানা রকম খেলনা তৈরি করে তাক লাগাচ্ছে খড়িবাড়ি ব্লকের ছাত্রী সারথি বাড়ুই। বুড়াগঞ্জ কালকূট সিং উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সে। রাজ্য কলা উৎসব ও কন্যাশ্রী দিবসে ব্যতিক্রমী প্রতিভা বিভাগে সারথিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

নারকেল পাতা দিয়ে বাঁশি, পাখি, চরকি, নারকেলের ছোবা দিয়ে হাতি, কচ্ছপ, বুলবুলি, মালই দিয়ে পুতুল তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত এই ছাত্রী। সারথির কথায়, 'ঠাকুমার হাত ধরে পথচলা শুরু হয়েছিল। গ্রামীণ শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমি বিভিন্ন খেলনা বানাই। নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা যাতে এসব দেশীয় জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেকথা মাথায় রেখে আমার উদ্যোগ।' দশম শ্রেণির ছাত্রীর এই প্রচেষ্টা দেখে খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ সুশান্তকুমার পণ্ডিত।

ছোটবেলায় সারথিকে নারকেল পাতা দিয়ে ছোট ছোট খেলনা তৈরি করে দিতেন তার ঠাকুমা। কীভাবে খেলনাগুলো তৈরি করা হচ্ছে, তা মন দিয়ে দেখত সারথি। একটু বড় হতেই নিজেও খেলনা তৈরির চেষ্টা করতে থাকে সে।

সারথির কথায়, 'দেশীয় অনেক খেলনা রয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। আমি চাই, খেলনাগুলোর সঙ্গে এই প্রজন্মের বাচ্চারাও পরিচিত হোক। কারণ এগুলোর সঙ্গে গ্রামীণ শিল্পকলা জড়িত।' ইতিমধ্যে ২২টি খেলনা সে তৈরি করেছে।

২০২৩ সালে রাজ্য কলা উৎসবে বিচারকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে সারথির তৈরি খেলনা। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের দেখানোর জন্য খেলনাগুলো সাজানো থাকে। তাকে সবসময় উৎসাহিত করেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিকে, নাতনির প্রতিভায় খুশি ঠাকুমা সানাই বাড়ুই।

তিনি বলেন, 'গ্রামীণ এই খেলনাগুলো যে নাতনির এত পছন্দ, তা ভেবেই আনন্দ লাগে। খুব মনোযোগ দিয়ে খেলনা বানায় নাতনি।' সারথির কাজে খুশি তার মা দীপা ও বাবা বিশ্বজিৎ বাড়ুইও।

নারকেলের পাতা দিয়ে খেলনা তৈরিই নেশা সারথির।

> ঠাকুমার হাত ধরে পথচলা শুরু হয়েছিল। গ্রামীণ শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমি বিভিন্ন খেলনা বানাই। নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা যাতে এসব দেশীয় জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেকথা মাথায় রেখে আমার উদ্যোগ।
>
> **সারথি বাড়ুই** ছাত্রী

পুলিশের ব্যাখ্যা

খান্না মোড়ের কাছে বাসচালকের থেকে ট্রাফিক সার্জেন্টের টাকা নেওয়ার ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তারপরই ছবিটি একবছর আগের বলে ব্যাখ্যা দেয় কলকাতা পুলিশ।

খুনে ধৃত

নিউটাউনে ইকো পার্কের কাছে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের ঘটনায় তাঁর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরে খুন বলে পুলিশের অনুমান।

সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা

আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড় আসনা ও বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ সেভাবে প্রভাব ফেলবে না বাংলায়, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ।

গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

ন'বছরের এক আদিবাসী নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর থানা এলাকার একটি গ্রামে।

রাজ্য সরকারের পালটা কৌশল

চাপ ঠেকাতে ব্যবস্থার আভাস

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে শেষপর্যন্ত রাজ্য সরকার কি কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে চলেছে? নারকীয় ওই ঘটনার প্রতিবাদে দিন দিন সর্বস্তরের মানুষের লাগাতার অন্দোলনে চাপ বাড়ছে। শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও এই নৃশংস ঘটনায় প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এই অবস্থায় আরজি কর নিয়ে প্রায় সাঁড়াশি চাপে সরকার। চরম এই অস্বস্তি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখছে না সরকার। রবিবার দল ও প্রশাসনের খবর, সম্ভবত এই সপ্তাহেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে যাঁদের বিরুদ্ধে আঙুল উঠেছে, সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা ঘোষণা হবে। 'বিতর্কিত' প্রশাসন, লালবাজার, পুলিশ, স্বাস্থ্য প্রশাসন ও আরজি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কয়েকজন পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করবে সরকার। এই ঘটনায় সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকেই প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করা ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটে বেশ কয়েকজন পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। একই অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের অন্দরে নেতৃত্বের একাংশ থেকে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদেরও দাবি, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে, অবিলম্বে তাঁদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নিক সরকার। দলের ভিতরে এই একাংশের দাবির কথা মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে গিয়ে পৌঁছেছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

মিলছে ইঙ্গিত

- আরজি কর নিয়ে প্রায় সাঁড়াশি চাপে সরকার
- চলতি সপ্তাহেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
- বেশকিছু পদাধিকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপের অভিযোগ
- অভিযুক্তের তালিকায় কলকাতার নগরপালও আছে

আরজি করের প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করা ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে উঠেছে, তার মধ্যে ওই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, দেবাশিস সোম সহ স্বাস্থ্য প্রশাসনের দু'একজন রয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, একই অভিযোগ উঠেছে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল, ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সহ কয়েকজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধেও।

লাগাতার সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনের চাপ, সেইসঙ্গে তৃণমূলের ভিতরে নেতৃত্বের একাংশের চাপেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী এঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। যদিও তাতে দল ও দলের বাইরে মানুষের ক্ষোভ কতটা প্রশমিত হবে তা নিয়ে দলেই প্রশ্ন রয়েছে। তবু দল ও সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এই ধরনের কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া এই পরিস্থিতিতে সরকারের আর উপায় নেই বলেও মনে করছে দল। সরকারের এই ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া কী হয়, জনমানসে সেটাও খতিয়ে দেখতে চায় দল।

তৃণমূল সূত্রে খবর, আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আবহে সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বিস্তারিত কথা হয়ে গিয়েছে। অভিষেক প্রথম থেকেই এই ঘটনায় পুলিশ, প্রশাসন, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। দল ও সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষায় সরকার এবার কড়া ব্যবস্থা নিক, এটাই দলের অন্দরে দাবি করেছেন তিনি। দু'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত আলোচনায় এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময়ও হয়েছে বলে খবর।

কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভে অভিনেত্রীরা। রবিবার। -সংবাদচিত্র

রাজ্যে থামছে না যৌন নির্যাতন

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আঁচ পড়েছে গোটা বাংলায়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে কলকাতার রাজপথ যখন আন্দোলনমুখর, তখন জেলায় জেলায় ধর্ষণের অভিযোগ নারী সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। শনি ও রবিবারে বীরভূমের ইলামবাজার, হাওড়া, মধ্যমগ্রাম, নদিয়ায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ফলে একের পর এক যৌন নির্যাতনের অভিযোগে কাঠগড়ায় প্রশাসন।

হাওড়ায় এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে ল্যাবকর্মীর বিরুদ্ধে। হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ বছরের কিশোরীকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। বুধবার বুকে ব্যথার সমস্যায় এক কিশোরীকে হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। সিটিস্ক্যান করাতে ল্যাবে নিয়ে গেলে তাকে হেনস্তা করা হয়। ল্যাব থেকে বেরিয়ে পরিবারকে ঘটনাটি জানায় কিশোরী। বিষয়টি জানতে পেরেই প্রতিবাদ শুরু করে তার পরিবার ও অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রা। অভিযুক্ত ল্যাবকর্মীকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া থানার পুলিশ। ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে হাসপাতালের সুপারের ঘর ঘেরাও করা হয়। সেই কর্মসূচিতে দীপ্সিতা ধরের দাবি, ল্যাবে কেন কিশোরীর পরিবারের কোনও লোককে ঢুকতে দেওয়া হয়নি? কেন মহিলা নার্স নেই ল্যাবে? এই অভিযোগের পর সিএমওএইচ কিশলয় দত্ত জানান, এই ঘটনায় হাসপাতালের সুপার অভিযোগ জানিয়েছেন। একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হচ্ছে। মধ্যমগ্রামেও ৭ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে।

কাজ বয়কট হাসপাতাল কর্মীদের

ইলামবাজারে রোগীর হাতে নার্সের শ্লীলতাহানি

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের ঠিক ২৩ দিনের মাথায় এবার হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সের শ্লীলতাহানির অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল বীরভূমের ইলামবাজার। অভিযোগের তির এক রোগীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় কপালে ভাঁজ পড়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসনের। এখন থেকে নিরাপত্তা না পেলে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করবেন না বলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়িকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে, সোমবার থেকে ইলামবাজার হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।

খবর পেয়ে শনিবার রাতেই ইলামবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত রোগীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে তড়িঘড়ি পুলিশ পাহারায় প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রবিবার সকালেই 'নো সেফটি, নো ডিউটি' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে ইলামবাজার থানায় বিক্ষোভ দেখান।

এ ব্যাপারে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি বলেন, 'ইলামবাজার হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ রাজ্যকে বিষয়টা জানানো হয়েছে। পুলিশ যাবতীয় পদক্ষেপ করেছে। নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে আমিও স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছি।'

ইলামবাজারের ব্লক মেডিকেল অফিসার সুবীরকুমার রায়চৌধুরী বলেন, 'খুবই অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। পথ দুর্ঘটনায় জখমকে নিয়ে হাসপাতালে ঢুকে প্রচুর লোক চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেন। আমরা ছেলেরা কোনওরকম মানিয়ে নিলেও মহিলাদের নিরাপত্তা কে দেবে?'

গত ৯ অগাস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের উপর নৃশংস অত্যাচার ও খুনের ঘটনার পর ইলামবাজারের ঘটনায় মহিলা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

'ফাঁসিতে ঝোলানোই বিচার নয়'

বাম আন্দোলনকে সুকান্তর কটাক্ষ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ডাক্তারদের ডাকা 'রাত দখল' কর্মসূচিকে খোলাখুলি সমর্থন জানাল বিজেপি। ২ সেপ্টেম্বর জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকেও সমর্থন জানিয়েছে তারা। আরজি কর ইস্যুতে বামেদের আন্দোলনকে এদিন কটাক্ষ করলেন সুকান্ত। বিজেপি সহ বিরোধীদের অভিযোগ, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে ডাক্তারদের ব্যর্থ করতে পথে নামছে তৃণমূল।

আরজি কর কাণ্ডের প্রথম দিন থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডের বিচার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তুলে আন্দোলন শুরু করেছেন। বিজেপির দাবি মেনে সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার পরেও তদন্তে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইয়ের ভূমিকায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপিও। যদিও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে সিবিআইয়ের মুখ রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এদিকে, প্রমাণ লোপাটের মতো অভিযোগ থেকে নিজেদের আড়াল করতে সিবিআইয়ের ওপর দায় চাপিয়ে ধর্ষণ দমনে নতুন বিল আনতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। আন্দোলনকারীদের মতে, মূল ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এসবই তৃণমূল ও বিজেপির চক্রান্ত। এই আবহে আন্দোলনকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে ধর্মতলার ধর্না মঞ্চ থেকে সুকান্তর সাফাই, 'মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষণ দমনে নতুন বিল আনতে চান। ১৫ দিনের মধ্যে ফাঁসিতে লটকে দিতে চান অপরাধীকে। আমরাও অপরাধীর ফাঁসি চাই, কিন্তু এত তড়িঘড়ি বিচার হয় না। দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডে সাত বছর লেগেছিল শাস্তি হতে। আর শুধু দোষীকে ফাঁসি দিলেই হবে না। এই সিস্টেমটা বদলাতে হবে। মহানগরীর বুকের ওপর হাসপাতালের মধ্যে যেভাবে একজন ডাক্তার ছাত্রীকে খুন হতে হয়েছে তা রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার প্রমাণ। তার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হবে। এই জন্যই আমরা জাস্টিসের সঙ্গে মমতার পদত্যাগ চাইছি।'

বিজেপির অভিযোগ, আরজি কর ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের মধ্যেই রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা কমার কোনও লক্ষণ নেই। গত ২৪ ঘণ্টায় কোচবিহার থেকে হাওড়ায় অন্তত ৬টি ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছে গেরুয়া শিবির। রাজ্যে নারীনিগ্রহের এইসব ঘটনাকে তুলে ধরে কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরা এক্স হ্যান্ডেলে সরব হয়েছেন। এরই মধ্যে শুভেন্দু তাঁর পোস্টে ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ দাসের একটি অডিও রেকর্ডের ক্লিপিং দিয়ে অভিযোগ করেছেন, ৪ সেপ্টেম্বর ডাক্তারদের 'রাতদখল' কর্মসূচি রুখতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল। এদিন ধর্নামঞ্চে শুভেন্দু বলেন, '২৮ অগাস্ট মেয়ো রোডের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ফোঁস করতে বলেছিলেন। বদলা নেওয়ার কথাও বলেছিলেন। পরেশের মতো নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশই অনুসরণ করছেন।'

বিজেপির ধর্না মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার ধর্মতলায়।

ধর্ষণে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল। নেতৃত্বে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রবিবার কলকাতার পার্ক সার্কাসে।

নতুন ভোরের আশায় পথে

নির্যাতিতার বিচার চেয়ে প্রতিবাদ বাংলাজুড়ে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। তবু পুজো নয়, রবিবার ছুটির দিনেও কলকাতা মিছিলনগরীই রয়ে গেল। সব রাস্তায় মিছিল, তার একটাই দাবি। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতিতার বিচার চাই।

৯ অগাস্ট রাতে আরজি করে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে স্বাধীনতার আগের রাতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল 'রাতদখল' দেখেছিল সারা বাংলা। এদিন যেন তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল রাজ্যজুড়ে। কলকাতা থেকে হাওড়া, দমদম থেকে নৈহাটি, কৃষ্ণনগর থেকে কাটোয়া সর্বত্রই প্রতিবাদমুখর বাংলার মানুষ। এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন টলিউডের নামীদামি শিল্পীরা। গোল পার্ক থেকে নন্দন পর্যন্ত মিছিলে শামিল হন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরা।

এর আগে শ্যামবাজার থেকে আরজি কর পর্যন্ত মিছিলে প্রখ্যাত অভিনেত্রী অপর্ণা সেনকে রীতিমতো হেনস্তার শিকার হতে হয়। তাঁকে 'চটি চাটা' বলে বিদ্রুপ করা হয়। সেইসব ভুলে আরজি করের নির্যাতিতার শাস্তির দাবিতে এদিন কলেজ স্কোয়ারের মিছিলে ফের শামিল হন অপর্ণা। আরজি করে দুর্নীতির আঁতাত ভাঙতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই জেরা করায় তিনি খুশি। বলেন, 'আশা রাখছি সুবিচার পাব। সেই আশাতেই রয়েছি।' মিছিলের পুরোভাগে থাকা স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'নির্বাচিত সরকারের কাছে বিচার চাইছে জনগণ।' ঘটনার ২২ দিন পরেও বিচার না মেলায় ক্ষুব্ধ স্বস্তিকা বলেন, 'বিচারের দাবি থেকে আমাদের টলানো যাবে না।' অপর জনপ্রিয় অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল জানান, সেলেব্রিটি নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবে, বিবেকের টানে তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছেন। অপরাজিতা আঢ্যর মূল দাবি, পরিকাঠামোর পরিবর্তন হোক। শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি। সুদীপ্তা চক্রবর্তীও দাবি জানান, কোনও কিছু যেন লুকোনো না হয়। গোটা বিষয়টি মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই রাস্তায় নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছেন উষসী চক্রবর্তী, গায়িকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তাররাও এই মিছিলে শামিল হন। মিছিলের বহর বেড়ে যায় সাধারণ মানুষের যোগদানে। এক মহিলা বলেন, 'পুজোর কেনাকাটা বাদ দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বিচার চাইতে এসেছি।' এদিন ধর্মতলায় রাতভর ধর্না চলবে বলে বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন।

গোল পার্ক থেকে নন্দন পর্যন্ত যে মিছিল হয় তাতে কালো পোশাক পরে যোগ দেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরা। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' লেখা পোস্টারের পাশাপাশি মিছিলে রামকৃষ্ণ, সারদা ও বিবেকানন্দের ছবি ও বাণী সংবলিত ৮বি বাসস্ট্যান্ড, ভবানীপুর, হাজরা প্রভৃতি এলাকা থেকে মিছিল বের হয়। হুগলির চুঁচুড়ার মহসিন কলেজের গেট, উত্তরপাড়া মডেল স্কুলের প্রাক্তনীদের ডাকে ও আইএমএ-র উত্তরপাড়া শাখার উদ্যোগে দুটি মিছিল হয়। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বারুইপুরের সোনার তরী, বারুইপুর গার্লস স্কুল, বেলুড়, আন্দুল, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, বর্ধমানের কার্জন গেট, বাঁকুড়া জেলা স্কুল, সুভাষগ্রাম, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গা থেকে ধিক্কার মিছিল বের হয়। সব মিছিলের একটাই দাবি, নির্যাতিতার বিচার চাই। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদই বাংলায় নতুন ভোর আনবে বলে আশা বিক্ষোভকারীদের।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জল্পনা কুণালের

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। রবিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ এক পোস্টে তিনি বলেন, 'প্রশাসন এমন কোনও কাজ করবে কেন যে অবস্থা সামলাতে দলকেও বিচার চাই বলে কর্মসূচি নিতে হবে?' তাঁর এই আত্মসমালোচনামূলক পোস্ট নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিরোধী বিজেপি। শুধু তাই নয়, ইলিশ উৎসব নিয়েও তিনি আয়োজকদের তীব্র সমালোচনা করেন।

এদিন তাঁর পোস্টে কুণাল লেখেন, 'নাগরিকদের মিছিল, জুনিয়ার ডাক্তারদের মূল দাবি আমিও সকলের মতোই সমর্থন করি। বিচার চাই।' এরপরেই তিনি এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনকে দায়ী করেন। লেখেন, 'প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপকে মানুষ ভুল বুঝেছেন। সেখান থেকে বিরক্তি, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বলেই নাগরিকদের পথে নামতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপে এই পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্বও সরকারের।'

কুণালের মন্তব্য, দলের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। নাগরিকদের আন্দোলনে বিরোধিতা করা উচিত নয়। একইসঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রতি তাঁর আবেদন, দোষীদের চরম শাস্তি হোক। যদি কেউ-কারা আড়াল করে থাকেন, চিহ্নিত হোক, শাস্তি হোক। কিন্তু বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক ইভেন্টের ফাঁদে পা দেবেন না।' এই ইস্যুতে সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির 'কুরাজনীতি' নিয়েও নাগরিক সমাজকে সতর্ক করেছেন কুণাল। বলেছেন, 'এই ঘটনায় নাগরিক সমাজের প্রশ্ন তোলার অধিকার আছে। তার বিরোধিতা করব কেন? কিন্তু নাগরিকদের এই আবেগকে ব্যবহার করে সিপিএম, বিজেপির কুরাজনীতি বা মুখোশ পরে অরাজকতা তৈরির চেষ্টার বিরোধিতা করা জরুরি, তাই করছি। কারণ, এদের জমানার ঘটনাগুলো মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। তাই করছি। একটা শ্রেণির সুবিধাবাদী অবস্থানও সমালোচনার মতোই। সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস এই নিয়ে কুরাজনীতি করছে। তার প্রতিবাদ হবে। তারা আয়নায় মুখ দেখুক।'

কুণাল তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'আমি আমার অবস্থানে প্রথম দিন থেকে স্পষ্ট। দোষীদের চরম শাস্তি হোক।' কুণালের এই পোস্টের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি।

পুজোর বাজার শুনসান

রিমি শীল

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : একে মাস পয়লা, তায় রবিবার। প্রকৃতির সাজে ইতিমধ্যেই পুজোর আভাস। পাড়ায় প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধার কাজ তো অনেক আগেই শুরু। পুজোর আর বাকি মাত্র একমাস ৮ দিন। কিন্তু পসরা সাজিয়ে বসে থাকা ব্যবসায়ীদের মন খারাপ। এরকম দিনেও তাঁদের আশা পূরণ হল না। শহর কলকাতা এখন আরজি কর কাণ্ড নিয়ে মিটিং-মিছিল-ধর্নায় ব্যস্ত। কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার, হাজরা মোড় থেকে গড়িয়াহাট মোড় ক্রমাগত বিক্ষোভের আঁচ লেগেছে। মহিলারা ব্যস্ত বিচারের দাবিতে মিছিল করতে, কেউ শ্যামবাজারে, কেউ হাজরা মোড়ে। তাই উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বা দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটে রবিবারের চেনা কেনাকাটার ছবি নেই।

দুপুর ১টা। হাতিবাগানে পুজোর রকমারি পোশাক সাজিয়ে খদ্দেরের আশায় বসে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অফ সিজনে এখানে হাতেগোনা যে কজন খদ্দের থাকে, এদিনও তার চেয়ে বেশি ছিল না। মহিলাদের পোশাকের সম্ভার নিয়ে বসেছেন উমা পাঠক। বললেন, 'এবারে পুজোয় 'থ্রি পিস সেট'-এর চাহিদা রয়েছে। যাঁরা কিনতে আসছেন তাঁদের বেশিরভাগ এই কালেকশন কিনছেন। কিন্তু তাও হাতেগোনা। কেউ বলবে পুজোর বাজার শুরু হয়েছে? অন্য বছর এরকম সময় আমরা খাওয়ার সময়টুকুও পেতাম না।'

অদূরেই সঞ্জয় পোদ্দারের পাঞ্জাবির দোকান। দুপুরের খাওয়া সেরে দোকানের পাঞ্জাবি গোছাতে গোছাতে বললেন, 'শ্যামবাজার এখন প্রতিবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। গাড়ি-ঘোড়া প্রায়দিনই মিটিং-মিছিলের জন্য বন্ধ থাকছে। তাই অনেকেই কেনাকাটার জন্য আসতে পারছেন না। যাঁরা দূর থেকে আমাদের মার্কেটে আসেন, এত ঝক্কি সামলে কেন আসবেন?' হাতিবাগানের অন্যতম পরিচিত শাড়ির দোকানগুলিতে বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন। বেচাকেনার কথা উঠতেই মিমো সাহা বলেন, 'এবছর পুজো পড়েছে মাসের প্রথমে। তাই এখন থেকেই বেচাকেনা শুরু হয়ে যাবে আশা করেছিলাম। কিন্তু মানুষ এখন প্রতিবাদে ব্যস্ত। নাহলে এই সময় আমরা এভাবে বসে গল্প করতে পারতাম না।' একই ছবি দক্ষিণ কলকাতাতেও। গড়িয়াহাটেও নেই সেই চোখে পড়ার মতো ভিড়। বেলা যত গড়িয়েছে মানুষজন এলেও দর শুনেই চলে যাচ্ছেন।

আজ লালবাজার অভিযান

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : বিচারের দাবিতে অনড় আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তাররা রবিবারও 'অভয়া ক্লিনিক'-এ রোগীদের চিকিৎসা করলেন। শনিবার আরজি কর হাসপাতালে রোগী দেখা শুরু করেন তাঁরা। রবিবার কলকাতার আরও ৭টি জায়গায় এই ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগী দেখেন। সোমবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে লালবাজার অভিযান করবেন বলে জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

এদিন সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেন আরজি করের প্রাক্তন মেডিকেল সুপার ও ভাইস প্রিন্সিপাল (এমএসভিপি) সঞ্জয় বশিষ্ঠ। এর আগেও দু'বার হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে যে ডিএনএ রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে, তাকে চূড়ান্ত বলে মানছে না সিবিআই।

অরূপ বনাম সুভাষের তর্জা

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১ সেপ্টেম্বর : কলকাতার আরজি কর কাণ্ডের জেরে এখন গোটা রাজ্য উত্তাল। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। বিরোধীরা ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের অশোভন ভাষায় নিশানা শানালেন তৃণমূল সাংসদ। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বেনজির আক্রমণ করলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। সাংসদের এমন মন্তব্য নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধেছে। পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপিও।

আরজি কর কাণ্ডের পর প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলল। এখনও সিবিআই তদন্তে অগ্রগতি হয়নি বলে তৃণমূলের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বহু দুর্গাপুজো কমিটি সরকারি অনুদান ফেরত দিতে চেয়েছে। বিষয়টি কানে গিয়েছে তৃণমূল সাংসদের। তারই প্রেক্ষিতেই রবিবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে অরূপ চক্রবর্তী বিরোধীদের অশোভনীয় বিশেষণে ভূষিত করে বলেন, 'এরা … মতো গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে। অনেক বেড়ে গিয়েছে, মিথ্যা অপপ্রচার করে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। বলছে, কন্যাশ্রী, একশো দিনের কাজের টাকা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুর্গাপুজোর অনুদান চাই না। হিম্মত থাকলে এদের নিয়ে মিছিল করে দেখাও। তাহলে বাপের বেটা বলব।' একইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের সাংসদের পরামর্শ, 'আপনাদের একটু ফোঁস করতে হবে বন্ধু'। উল্লেখ্য, গত ২৮ অগাস্ট কলকাতার মেয়ো রোডে দলীয় ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প শুনিয়ে ফোঁস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এদিন তিনি সিপিএম-বিজেপিকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে আক্রমণ শানান। তাঁর কথায়, 'সিপিএম লালঝান্ডা দেখিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। ওদেরকে ফোঁস করুন। দেখবেন কুকুরের মতো পালিয়ে যাবে, শিয়ালের মতো দৌড়োবে। এখন লালঝান্ডা দেখাচ্ছে, আর ভোটের সময় বিজেপিকে ভোট দেবে। তাই, বাংলাকে বাঁচাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করুন। তৃণমূল কর্মীরা জাগুন। নিজ বিবেককে জাগান। প্রতিবাদে নেমে পড়ুন।'

দলের বড়জোড়া ব্লক সভাপতি কালিদাস মুখোপাধ্যায় বেলিয়াতোড়ের সভায় সিপিএম ও বিজেপির হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। তিনি সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কেও তীব্র কটাক্ষ করেন।

সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রসঙ্গে বাঁকুড়ার প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার বলেন, 'যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, যে পুলিশমন্ত্রীর পুলিশ প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করে এবং যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিরুদ্ধেই বিচার চেয়ে পথে নামেন তাঁর পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। তাই, বিরোধীরাই নন আপামর মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছেন।' অরূপ চক্রবর্তীকে তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের পাশাপাশি যেভাবে বাঁকুড়াবাসী প্রতিবাদে পথে নেমেছেন তাতে সাংসদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাঁর দলের কর্মীরাও প্রতিবাদের জেরে ঘুমিয়ে গিয়েছে। তাঁদের জাগাতে এখন সাংসদকে ফোঁস করতে বলতে হচ্ছে। কেউ বিষদাঁত দেখাতে এলে মানুষই সেই দাঁত ভেঙে দেবে।

সোমবার, ১৬ ভাদ্র ১৪৩১, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৬ সংখ্যা

নজর ভূস্বর্গের ভোটে

এত হানাহানি, রক্তপাত, অশান্তি সত্ত্বেও কাশ্মীর বললে এখনও মানুষের চোখে ভাসে ডাল লেক, শিকারা, শাম্মি কাপুর-শর্মিলা ঠাকুরের 'কাশ্মীর কি কলি', গুলমার্গ, পহেলগাম এবং সর্বোপরি কাশ্মীরিদের অতিথিপরায়ণতা। পার্সি কবি আমির খসরু লিখেছিলেন, 'এই পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই।' সেই ভূস্বর্গে বেজে উঠেছে বিধানসভা ভোটের দামামা।

জম্মু ও কাশ্মীরে শেষবার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ২০১৪-তে। সরকার গড়েছিল পিডিপি-বিজেপি জোট। মাঝের দশ বছরে ঝিলম দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। ২০১৯-এর ৫ অগাস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে কেড়ে নেওয়া হয় কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা। কেড়ে নেওয়া হয় রাজ্যের স্বীকৃতিও। কাশ্মীর ও লাদাখ হয়ে যায় দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

অনেকের আশা ছিল, ভোটের আগে রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে কাশ্মীর। সেটা হয়নি। তবে ভোটের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে সকলে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাশ্মীরে ভোট করানোর নির্দেশ ছিল সুপ্রিম কোর্টের। পাকিস্তানের আক্রমণ একসময় রাজ্যটাকে মাঝেমধ্যে উত্তপ্ত করে রাখত। নাহলে কাশ্মীর ছিল শান্তই। পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে আটের দশকে।

সেই দশকের ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধির সরকার থাকাকালীন বার্মিংহামে জঙ্গিহানায় খুন হন ভারতীয় কূটনীতিক রবীন্দ্র মাত্রে। কাশ্মীরি জঙ্গি নেতা মকবুল ভাট সুপ্রিম কোর্টের মৃত্যু দণ্ডাদেশে তখন তিহার জেলে। ফাঁসি হতে তখনও দেরি। কিন্তু মাত্রে হত্যার পর ইন্দিরার নির্দেশে ফাঁসিতে ঝোলানো হল মকবুলকে। সে বছরই শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হলেন ইন্দিরা। এরপর ১৯৮৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের মেয়ে রুবাইয়া জঙ্গিদের হাতে অপহৃত হলেন। পাঁচ কট্টর জঙ্গিকে জেল থেকে মুক্তির শর্তে রুবাইয়া ছাড়া পান।

সেই সময়ের আরেকটি বড় ঘটনা, জঙ্গিহানায় কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মশির-উল-হকের হত্যাকাণ্ড। নয়ের দশকে কাশ্মীরে সন্ত্রাস আরও বাড়ে। '৯৯-এ কার্গিল যুদ্ধে রক্তাক্ত হয়ে উঠল ভূস্বর্গ। ২০১৭ সালে কেন্দ্রের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কাশ্মীরে মোট নিহতের সংখ্যা ৪১,০০০। এর মধ্যে সাধারণ মানুষ ১৪০০০, নিরাপত্তারক্ষী ৫০০০, জঙ্গি ২২০০০।

এই দীর্ঘ সময়ে দুটি ঘটনায় উত্তাল হয় কাশ্মীর, মৃত্যু হয় বহু মানুষের। এক) পরিবারকে আগাম না জানিয়ে ২০০১-এ সংসদ হানার অভিযোগে আফজল গুরুকে তিহারে ফাঁসিতে ঝোলানো, দুই) ২০১৬ সালে সেনার গুলিতে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি বুরহান ওয়ানির মৃত্যু। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল বুরহানের। শেষে হয়ে ওঠেন জেহাদি। সামাজিক মাধ্যম ছিল বুরহানের হাতিয়ার। তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি ছিলেন কাশ্মীরের পোস্টার বয়।

দশ বছর পর বিধানসভা নির্বাচনে পুনর্বিন্যাসে জম্মুতে আসন বেড়েছে, কমেছে কাশ্মীরে। এতে বিজেপির লাভ হতে পারে সমতলে। পিডিপি একাই লড়ছে। টিকিট না পেয়ে দলে এত ক্ষোভ যে, বিজেপিকে তালিকা বদলাতে হল। ক্ষুব্ধ নেতারা নির্দল হয়ে লড়বেন। পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি প্রার্থী হবেন না। লড়বেন তাঁর মেয়ে। অন্যদিকে, আসন সমঝোতা করেছে কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স। এনসি ৫১, কংগ্রেস ৩২, সিপিএম ও প্যান্থার্স পার্টি ১টি করে আসনে লড়বে। ৫ আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই কংগ্রেস-এনসি'র।

এবারের ভোটে সবচেয়ে বড় চমক, বেশ কিছু প্রাক্তন জঙ্গি ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন ভোটে লড়ার লক্ষ্যে তেহরিক-ই-আওয়াম নামে একটি দল গড়ছেন। তাঁরা নির্দল হয়ে লড়বেন। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর ১৬ দিন পর প্রথম দফার ভোট। কাশ্মীরের সেই ভোটের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

অনিয়ন্ত্রিত বিনোদন-পর্যটনে কুফল বেশি

পরিবেশবিরোধী অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ব্যবসার নেশায় একদল উদ্বাস্তুকে নিমজ্জিত করার বেনজির সরকারি উদ্যোগ চলছে।

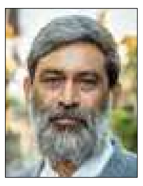

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

১০০ বছরের প্রাচীন ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া একদল ছিন্নমূল জনজাতি-বস্তিবাসীর জন্য নিজেদেরই তৈরি করা একটি উদ্বাস্তু কলোনিকে একটি 'আদর্শ হোমস্টে গ্রাম'-এ রূপান্তরিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। মোহময়ী পর্যটনের গোলকধাঁধায় পড়ে আপাত-বিভ্রান্ত ও দিশেহারা উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর বেকার তরুণকুল এক লক্ষ টাকা 'হোমস্টে অনুদান'প্রাপ্তির লোভে এই প্রকল্পে নাম লেখাচ্ছে! জনজাতি-উন্নয়ন বা পুনর্বাসনের কোনও টেকসই প্রকল্পের দিশায় না গিয়ে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশবিরোধী এবং সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত এক পর্যটন ব্যবসার নেশায় একদল উদ্বাস্তুকে নিমজ্জিত করার এই নজিরবিহীন সরকারি উদ্যোগ চলছে ডুয়ার্সের কালচিনির কাছে ভাটপাড়া ওরফে আচ্ছাপাড়া চা বাগানের সিঞ্চুলা পাহাড়তলির শ্যামলিমায়, 'বনছায়া বস্তি' নামক একটি সদ্যোজাত উদ্বাস্তু কলোনিতে। জলবায়ু সংকটের পাশাপাশি হোমস্টের ছদ্মবেশে হোটেলকেন্দ্রিক বিনোদন-পর্যটনের চাপে যখন মোহময়ী ডুয়ার্সের চিরাচরিত বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ ধ্বংসের মুখে তখন নতুন করে এ ধরনের উদ্যোগ যে আরেকটা অশনিসংকেত সেটা বলাই বাহুল্য। এটা তো এখন সকলেই বুঝে গিয়েছেন যে, জনজাতি অধ্যুষিত বনাঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত বিনোদন-পর্যটনে সুফলের চাইতে কুফলই বেশি। দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড় সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনাঞ্চলে তথাকথিত হোমস্টে-পর্যটকদের গাড়ি-বাইকের ধোঁয়া, প্লাস্টিক ও ডিজের ব্যবহার ইতিমধ্যেই অভূতপূর্ব শব্দ ও বায়ু দূষণ ছড়িয়েছে। বহিরাগতদের অবারিত অনুপ্রবেশের কারণে পাহাড় ও সমতলের সংরক্ষিত বনাঞ্চল লাগোয়া জনজাতি বস্তিগুলোর যা কিছু দেশজ লোকচর্যা ও স্থানিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল সেসব লুপ্ত হতে চলেছে। পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত কতিপয় ব্যক্তি বাদে স্থানীয় সাধারণ বনচারী মানুষরা এই ভিড়ের চোটে বিরক্ত। নতুন নতুন সড়ক, বৃক্ষচ্ছেদ করে নতুন নতুন সাজের পাকা ঘরবাড়ি মায় সুইমিং পুল ইত্যাদি নির্মাণের ফলে এদিকে বাস্তুসংস্থানগত অবক্ষয় ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের পথে। অনেকের হয়তো মনে আছে, ২০২০-র এপ্রিলে লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে আসা বহিরাগত এক পর্যটক পরিবারের হাত ধরেই তরাই-ডুয়ার্সে করোনা অতিমারি ছড়িয়েছিল। ডুয়ার্সে ক্রমবর্ধমান মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘর্ষের পেছনেও পর্যটনের একটা ভূমিকা আছে বলে পরিবেশপ্রেমীদের অনেকে মনে করেন। বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার জমির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও স্থানীয় মানুষের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তিও যে এই পর্যটনেরই ফল সেকথা আজকে সুবিদিত। তরাই-ডুয়ার্সের মানব পাচার ও এখানে নানারকম অসামাজিক কুকর্ম বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্নরা অন্য অনেক কার্যকারণের পাশাপাশি এখানকার অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনকেও এখন দায়ী করে থাকেন। উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও স্থানীয় লোকজীবনে এর প্রভাব নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় আরও অনেক ভয়ংকর তথ্য জানা গিয়েছে যা সত্যি উদ্বেগজনক!

যাই হোক, বাঘের আদর্শ বিচরণক্ষেত্র নিশ্চিত করতে 'ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি' ও 'গ্লোবাল টাইগার ফোরাম'-এর আন্তর্জাতিক ফরমান মেনে গত মার্চ মাসে রাজ্য বন বিভাগ যখন ডুয়ার্সের বক্সা বাঘবনের গহন অঞ্চল বা অন্যতম একটি মর্মস্থল থেকে গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তির ৬০/৭০টি বনবস্তিবাসী জনজাতি পরিবারকে উচ্ছেদ করছে, তখন ওই সংকটকালে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে ২০/২৫ একরের একটি সরকারি জমি চিহ্নিত করে সেখানে পাকা সড়ক, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, পার্ক, মায় হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বাসনের নজিরবিহীন ব্যবস্থা করেছিল তারা। বন বিভাগের আর্থিক ক্ষতিপূরণ আর জেলা প্রশাসন থেকে পাওয়া বসবাসের জমি পেয়ে রাতারাতি এখন বনছায়া বস্তিতে গড়ে উঠছে নয়নাভিরাম বাংলো টাইপের বাড়ি। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চলেছে চা বাগান, অরণ্যশোভিত পাহাড়ের কোলে ছবির মতো দৃষ্টিনন্দন এই জনজাতি-কলোনি। কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন এবার এঁদের নিশ্চয়ই কোনও টেকসই স্বনিযুক্তি প্রকল্পে পুনর্বাসিত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সে পথে না হেঁটে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন গোটা বনছায়া বস্তিটিকে একটি আস্ত 'নীল-হোমস্টে-গ্রাম' বা 'হোটেল-সাফারি' বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে! সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বনছায়া কাণ্ডের খবর জানতে পেরে এখন অনেকেই স্তম্ভিত!

প্রেক্ষাপট হিসেবে এখানে তরাই-ডুয়ার্সের বনবস্তি সম্পর্কে যৎসামান্য কিছু বলা দরকার। ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদী থেকে অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ নদীর মধ্যবলয়ে পাহাড় ও সমতলে উত্তরবঙ্গের ১৭৮টি 'ফরেস্ট ভিলেজ' বা 'বনবস্তি' আছে। জঙ্গলের ভেতরের ওইসব বনবস্তি উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় মানবসংসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আজকে সিঙ্গালিলা, সিঞ্চল, নেওড়াভ্যালি, মহানন্দা বন্যপ্রাণ উদ্যান থেকে শুরু করে চাপড়ামারি, চিলাপাতা, জলদাপাড়া, গরুমারা উদ্যান ও বক্সা বাঘবনের যে সবুজ শ্যামলিমা আমরা দেখি, সেসব বনাঞ্চল প্রসারে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিন প্রায় বেগার শ্রমিক হিসেবে খেটে, শাল-সেগুন-শিরীষ-বনকাঁঠালি-জারুল-শিশুর কালচারাল ফরেস্ট্রি প্রসারে এঁরা কাজ করেছেন। কিন্তু নানান বন সংরক্ষণ আইন ও বন্যপ্রাণ উদ্যান ঘোষণার ফাঁপরে পড়ে এই বনবস্তিবাসীরা বন বিভাগের কাছে দুয়োরানি হয়ে গিয়েছেন। এই বনবস্তিগুলোতে যেমন ছোটনাগপুরীয় ওরাওঁ, মুন্ডা, খারিয়া, অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন তেমনি আছেন ইন্দো-মঙ্গোলীয় রাভা, মেচ (বোড়ো), গারো, ডুকপা, তামাং, লিম্বু, রাই এবং অন্যরা। এক অনিবার্য প্রাকৃতিক ব্যারিকেড ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনিশ্চিত জীবনের ঘেরাটোপে থেকেও চিপকো আন্দোলনের অনেক আগে, ১৯৬৮ সালে তরাই-ডুয়ার্সের এই বনবস্তিবাসীরাই ভারতের প্রথম বনবিদ্রোহ, 'টাঙ্গিয়া বিদ্রোহ' সংগঠিত করেছিলেন। এমন ইতিহাসসিক্ত দুটি বনবস্তি, গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তি।

সে যাই হোক, তথাকথিত হোমস্টের ছদ্মবেশে জঙ্গলের ভেতর আবাসিক হোটেল গজিয়ে ওঠার কারণে এসব বনবস্তির কোনও কোনওটিকে বাইরের লোকজন আজকাল চিনছেন, জানছেন। পঞ্চায়েতের নামে 'উন্নয়নের ভাইরাস' এবং ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের প্রসারের ফলে এই বনবস্তিগুলোতে কিঞ্চিৎ আধুনিক দুনিয়ার সাদা-কালো ও রঙিন আলো পড়ছে। বস্তিবাসীদের অনাড়ম্বর জীবনে সর্বগ্রাসী বাজারের নানা প্রলোভন ঢুকেছে, ঢুকছে। পর্যটন তাতে নবতম সংযোজন। এতে তাদের জনজাতীয় জীবনযাপনের যাবতীয় নিজস্বতা নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের সোনাদা'র কাছে, সিঞ্চল অভয়ারণ্যের 'চটকপুর', বনবস্তি থেকে পুরোপুরি পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ওই বনবস্তির ২৪টি পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই এখন ছোটখাটো আবাসিক হোটেল ব্যবসায়ী। অনিয়ন্ত্রিত বিনোদন-পর্যটনের সুবাদে ইতিমধ্যেই দূষিত হয়েছে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, মেটেলি এলাকার মূর্তি উপত্যকা, আলিপুরদুয়ার জেলার চিলাপাতার আন্দু, বানিয়া, কুরমাই, কোদালবস্তি, মেন্দাবাড়ি, রাজাভাতখাওয়া, পানিঝোরা, বামনি, ২৮ মাইল, ২৯ মাইল, জয়ন্তী, বক্সা পাহাড়ের লেপচাখা, গরমবস্তি, পোরোবস্তির চিরাচরিত পরিবেশ। এসব জায়গা এখন স্থানীয় ও বহিরাগত ব্যবসায়ীদের হোমস্টে-কাম-হোটেল ও রিসর্টে রিসর্টে ছয়লাপ।

> **তথাকথিত হোমস্টের ছদ্মবেশে জঙ্গলের ভেতর আবাসিক হোটেল গজিয়ে ওঠার কারণে এসব বনবস্তির কোনও কোনওটিকে বাইরের লোকজন আজকাল চিনছেন, জানছেন। পঞ্চায়েতের নামে 'উন্নয়নের ভাইরাস' এবং ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের প্রসারের ফলে এই বনবস্তিগুলোতে কিঞ্চিৎ আধুনিক দুনিয়ার সাদা-কালো ও রঙিন আলো পড়ছে। বস্তিবাসীদের অনাড়ম্বর জীবনে সর্বগ্রাসী বাজারের নানা প্রলোভন ঢুকেছে, ঢুকছে।**

প্রসঙ্গে ফিরি। প্রশ্ন উঠছিল, বনছায়া বস্তি না হয় হল, এবার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক জীবনের কী হবে? এখানে তো আর আগের মতো বছরে লক্ষ টাকার সুপারি বাগান নেই! এখানে তো আর ফ্রি-তে জঙ্গলের কাঠ-লকড়ি, ফলমূল, কচু-কান্দা নেই! এখানে তো গোরু-ছাগল-শুয়োর-হাঁস-মুরগির অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রি নেই!

এইসব কঠিন ও জরুরি প্রশ্নসমূহ এড়িয়ে, সবাইকে চমকে দিয়ে, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন এই সদ্যনির্মিত উদ্বাস্তু কলোনিকে জন্মলগ্নেই একটি 'নীল-হোমস্টে-গ্রাম'-এ পরিণত করতে চলেছে। আসন্ন পুজোর মরশুমেই যাতে এখানে পর্যটকের ঢল নামে তার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। আপাতত লক্ষ্য ৩০টি হোমস্টে। প্রশ্ন হল, টেকসই উন্নয়নের অন্য আরও নানান আধুনিক দিশায় না গিয়ে ভিটেমাটিহীন ও দিশেহারা একদল জনজাতি-উদ্বাস্তু মানুষকে পর্যটনবান্ধব অতি বিতর্কিত হোমস্টে বা, তথাকথিত হোটেল ব্যবসার দিকে ঠেলে না দিলেই কি চলত না? আজ হোক বা কাল, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনকে এই প্রশ্নের উত্তর তো দিতে হবে!

(লেখক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৪৬

১৯৪৬ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী।

২০১০

অভিনেতা দিলীপ রায়ের জীবনাবসান হয় ২০১০ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

জুলাই ১৭৮৯... বাস্তিল দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ জনতাই ভেঙে দেয় সেই দুর্গ। জন্ম হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের। যা সব অর্থে ঐতিহাসিক।

- সুখেন্দুশেখর রায়
(তৃণমূল সাংসদ, জাগো বাংলা পত্রিকার সম্পাদক)

ভাইরাল/১

বৃষ্টি পড়ছে। ব্যস্ত রাস্তায় খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরে চেয়ারে পা তুলে বসে এক ব্যক্তি। একটি ট্রাক চেয়ারে ধাক্কা মারতেই মাটিতে পড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তিনি। লোকটিকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের ঘটনা।

ভাইরাল/২

গুজরাটের ভদোদরায় একটি কুমিরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন দুই বনকর্মী। একজন স্কুটি চালাচ্ছেন। তাঁর পিছনে কুমিরটিকে কোলে নিয়ে বসে অপরজন। কুমিরের মুখ কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা। কুমিরের স্কুটি চড়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

উন্নয়নের নামে কালিদাসগিরি

গাছ নাকি মানুষের প্রাণ বাঁচায়। পৃথিবীতে এমন একটা কথা অনেকের মুখে মুখে ফেরে বটে। সে গাছ নাকি ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন আমাদের উপহার দেয়, বিনা স্বার্থে। আর আমরা, তথাকথিত সভ্য এবং শিক্ষিত মানুষ (?)-এর দল শুধুই অর্থ এবং নিজস্ব স্বার্থের কথা ভেবে গাছ কাটি।

কথা হচ্ছিল কোচবিহারের সুপ্রাচীন হরেন্দ্রনারায়ণ রোডের উন্নয়ন নিয়ে। হতকুৎসিত চেহারার এই রাস্তা পঞ্চরঙ্গি থেকে তরুণদলের বাঁধ অবধি সুন্দর এবং চওড়া করার অজুহাতে আপাতত কেটে ফেলা হয়েছে এই পত্রলেখকের হাতে রোপণ ও লালন করা পূর্ণবয়স্ক পেয়ারা ও ঝাউ গাছ। বিভিন্ন স্তরে জানিয়ে এবং বাধা দেওয়ার সব চেষ্টা করেও সফল কেন হতে পারিনি জানেন? কতিপয় অদ্ভুত, পরিবেশ-অশিক্ষিত মানুষের হিংস্রতার জন্য। রাস্তার কোণে সামান্য একফালি জায়গা ছেড়ে ওদের বাঁচানো যেতেই পারত। এমন সদিচ্ছার রূপায়ণ সারা পৃথিবীর বহু স্থানে দেখা যায়। কিন্তু এখানে যে কালিদাসদের সংখ্যাই বেশি। এরা বৃক্ষরোপণ আর বৃক্ষ সংরক্ষণের কষ্ট স্বীকার করার অর্থ বোঝে না। বোঝে না কোভিড পরবর্তী মুহূর্তে নির্মমভাবে বৃক্ষচ্ছেদন নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারার শামিল।

নিছক মেকি উন্নয়নের গালভরা কর্মকাণ্ডের দক্ষযজ্ঞে এভাবেই আহুতি দেওয়া হচ্ছে আমাদের সব চাইতে কাছের দোসরদের, যারা শুধু বিলিয়েই যায়। বিনিময়ে মুখ ফুটে কিছু চায় না। একটু ভালোবাসা, মমত্ব বোধ শুধু ওদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবে না, স্থায়িত্ব বাড়াবে আমাদের সভ্যতার। সর্বস্তরে সচেতনতা আশা করি।

নীলাদ্রি বিশ্বাস, হাজরাপাড়া, কোচবিহার।

সমস্যার নাম টোটো

২ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদ সূত্রে জানতে পারলাম, প্রশাসন নতুন চার হাজার এবং পুরোনো এক হাজার, সর্বমোট পাঁচ হাজার টোটোর অনুমোদন বা নম্বর প্লেট দিতে চলেছে। এই টোটোগুলি আমাদের এই ছোট্ট শহরে সর্বসাকুল্যে ৫টি রাস্তা যথা স্টেশন ফিডার রোড, বর্ধমান রোড, হিলকার্ট রোড, সেবক রোড ও বিধান রোড বরাবর চলাচল করবে। গড়ে প্রতি রাস্তায় এক হাজার টোটো, যানজট সমস্যা মিটবে তো? বর্তমানে নম্বরবিহীন টোটো অনুপস্থিত থাকায় কিছুটা হলেও ট্রাফিক সমস্যা কম আছে। আগামীতে এই পাঁচ হাজার টোটোই অধিক থেকে অধিকতর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তো?

**দেবাশিস কুণ্ডু
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।**

অভিভাবকরা সচেতন হলে মুছবে এই ছবি

হাতে মোবাইল ধরিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে শর্টকাটে বড় করে তোলা নয়। ঘাম ঝরিয়ে সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া দরকার।

নীলাদ্রি বিশ্বাস

দাঁড়ান দাঁড়ান। দোষারোপ পালটা দোষারোপের খেলাগুলো বন্ধ হোক এবার। মূল সমস্যার গোড়া ধরে টান মারুন না ভাই। নীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ- এই শব্দেরা বনবাসে গিয়েছে বহুদিন তো হল। সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া দুর্নীতির ঘুণপোকারা এমনি এমনি তো বসে থাকবে না। প্রচুর ক্ষতি, অনেক রক্তক্ষরণ করে যাবে তারা। তাই ধর্ষক এবং ধর্ষিতা সৃষ্টি হওয়ার উৎকৃষ্ট এই সামাজিক যন্ত্রের রিমডেলিং প্রয়োজন।

বাড়ি থেকে তৈরি হয় প্রকৃত মানুষ। অভিভাবকদের তাই সচেতনভাবে প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠতেই হবে। আজকের যাঁরা নব্য অভিভাবক তাঁদের দায়িত্বটাই তো সবচেয়ে বেশি। হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে শর্টকাট পদ্ধতিতে বড় করে তোলা নয়। একটু ঘাম রক্ত ঝরিয়ে নিজেদের সুখের রুটিন যাপনকে ছেঁটে ছেলে বা মেয়েটাকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য আসুন না ঝাঁপাই।

সমাজের বদলে যাওয়ার শুরু যবে থেকে, সেই একান্নবর্তী পরিবারের চুরমার হওয়ার শুরুর সময় থেকেই ঘুণপোকারা তাদের কাজ শুরু করেছিল। নিরাময় শুরু হোক সে কথা ভেবে। অর্ধেক আকাশের দাবিতে রাত দখলের জন্য আজ সোচ্চার হতে হবে কেন? স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষ এবং মহিলারা রাত এবং দিনের কাজ ভাগ করে নিতেই তো পারেন। শুধু প্রয়োজন ইগো বিসর্জন এবং একে অপরকে সম্মানপ্রদর্শন। বর্তমান দূষিত পরিবেশ পরিমার্জন করে বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করা বড় প্রয়োজন। এর সঙ্গেই খুব প্রয়োজন শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ তৈরি করা। শুধুই মিড-ডে মিল খাওয়ার ব্যবস্থা নয়।

প্রকৃত ডিগ্রি পাক পরবর্তী প্রজন্ম কষ্ট করে অর্জনের মাধ্যমে। চাকরিপ্রাপ্তি, সাকার হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তৈরি হলেই লুম্পেনরাজ ধূলিসাৎ হতে পারে। নতুবা নয়। দশ-বারো হাজার টাকার মাইনের অস্থায়ী চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো উচ্চশিক্ষিত নবপ্রজন্ম চোখের সামনেই। এদের মধ্যে থাকা একটা গরিষ্ঠ অংশ এবং রাস্তায় জন্মানো ও বেড়ে ওঠা নর্দমায় মুখ গুঁজে জীবন শেষ করা একটা সামাজিক গোষ্ঠী কিন্তু আরজি করের সে রাতের বিপুল সরকারি ধ্বংসলীলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে আত্মসুখ অনুভব করে। তাই প্রত্যেক প্রতিবাদী কণ্ঠ নেমে পড়ুক পথে, নিজের পরিবার, পরিপার্শ্বকে শুদ্ধিকরণের কাজে। না হলে এই রাত দখলের কর্মসূচি শুধু প্রতীকী হয়েই থেকে যাবে। গুগা বাবার সেই রাজার মতো শাসকের কণ্ঠ থেকে শুধু শুনতে হবে, 'চেঁচাইছিলি কেনে?' এ কারণেই শিক্ষার আলো জ্বালাবার ভীষণ প্রয়োজন।

প্রয়োজন দালালরাজ কিংবা মিডলম্যানগিরি অবসানের। বিপুল বেকারসমস্যার কারণে এই ধান্দাটাতেই তো হাতের গুলি এবং বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো লোকগুলো সাধারণ মানুষদের চুষে যাচ্ছে। প্রতিবাদী হতে না চাওয়া এই নরম মানুষের দল এটাকেই সরকারি ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়ে বিপুল অর্থের অতিরিক্ত খরচে পরিষেবা গ্রহণ করছেন। এই সবধরনের বেনিয়মের বিরুদ্ধেই গোড়া থেকে সবাইকে শুদ্ধিকরণের পথে নামতে হবে। না হলে মাঝেসাঝে এমন দু'একটা রাত দখল কর্মসূচি আর সোশ্যাল মিডিয়ায় বীরপুংগবদের চ্যাঁচামেচি ছাড়া কাজের কাজ কিছু হবে না।

(লেখক কোচবিহারের সংস্কৃতিকর্মী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯২৭

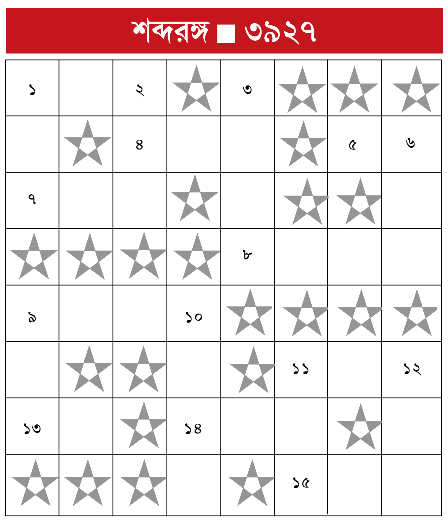

পাশাপাশি : ১। বাকপটু, বাগীশ্বর, বাচস্পতি ৪। নিঃস্ব, যার সম্বল নষ্ট হয়েছে ৫। নতুন, ৯ সংখ্যা ৭। আদালতের পদস্থ কর্মচারী ৮। সবুজ রংয়ের মণি, সবুজ রংয়ের পান্না ৯। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, নিজের লোক ১১। সম্মান, আদর, খাতির ১৩। চাঁদ ১৪। খয়ের, খয়ের গাছ ১৫। বন, সুরম্য উদ্যান।

উপর-নীচ : ১। প্রশংসা করা ২। পুঁটি মাছ ৩। প্রয়াত, লোকান্তরিত, মৃত ৬। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কাজের দায়িত্ব ও তার চুক্তি ৯। ভাত পচিয়ে তৈরি মদ, ধেনো মদ ১০। গোলমাল, ঝঞ্ঝাট ১১। মেঘজাত শিলা, বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ১২। সাদা কন্দবিশেষ যা মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সমাধান ■ ৩৯২৬

পাশাপাশি : ১। জবজবে ৩। হাকিমি ৫। কলমকারি ৭। কিচড় ৯। বানর ১১। মনমেজাজ ১৪। নহলা ১৫। তাকে তোলা।

উপর-নীচ : ১। জলচৌকি ২। বেবাক ৩। হাজাম ৪। মিছরি ৬। কামিন ৮। চন্দন ১০। রঙ্গশালা ১১। মহান ১২। মেখলা ১৩। জনতা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদিকে নিশানা উদ্ধবের ■ ভোটের আগে অস্ত্র শিবাজি

‘ক্ষমা চাওয়াতেও ঔদ্ধত্য’

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোটের ঢাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঠি পড়ার আগেই একের পর এক ইস্যুতে রাস্তায় নেমে রাজ্যের শাসক জোট ‘মহাযুতি’কে চেপে ধরার কৌশল নিয়েছে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি বা এমভিএ। সিন্ধুদুর্গে শিবাজি মহারাজের মূর্তি ভাঙার ঘটনাকে সামনে রেখে রবিবার ‘জুতো মারো’ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল বিরোধী শিবির।

হুতাত্মা চক থেকে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল বিরোধীরা। তাতে শিবসেনা (ইউবিটি) উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি (এসপি) শারদ পাওয়ার এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে শামিল হয়েছিলেন। দু-দিন আগে পালঘরে একটি অনুষ্ঠানে এসে শিবাজির মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এমভিএ-শীর্ষ নেতৃত্বের অভিযোগ, মোদির সেই ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে ঔদ্ধত্য ফুটে উঠেছিল। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেন, ‘ক্ষমা প্রার্থনার সময় আপনারা প্রধানমন্ত্রীর ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করেছিলেন? পুরোটাই ছিল ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী কীসের জন্য ক্ষমা চাইছিলেন? ৮ মাস আগে যে মূর্তির উন্মোচন করেছিলেন, তার জন্য? নাকি সেটি নির্মাণে দুর্নীতির জন্য? শিবাজি মহারাজকে যাঁরা অপমান করেছেন, তাঁদের হারাতে এমভিএ ক্যাডারদের একযোগে কাজ করতে হবে। শিবাজির মূর্তি ভাঙার ঘটনায় মহারাষ্ট্রের আত্মা অপমানিত হয়েছে।’ তাঁর সাফ কথা, ‘দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিতেই মোদি ক্ষমা চেয়েছেন। রাম মন্দির, সংসদ ভবন এবং ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মূর্তি, উনি যেখানেই হাত দিয়েছেন, সবকটিই নিম্নমানের বলে প্রমাণিত হয়েছে।’

শারদ পাওয়ার মূর্তি ভাঙার ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন।

শিবাজির মূর্তি ভাঙার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল মহারাষ্ট্রের বিরোধী জোট। ‘জুতো মারো’ অভিযানে ইন্ডিয়া গেটে ভিড় বিক্ষোভকারীদের।

তিনি বলেন, ‘ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মূর্তি ভেঙে পড়াটা দুর্নীতির একটি উদাহরণ। এই ঘটনা শিবপ্রেমীদের অপমান ছাড়া আর কিছু নয়।’ অপরদিকে নানা পাটোলে এই মূর্তি ভাঙার ঘটনায় বিজেপি ও একনাথ শিন্ডের সেনাকে সরাসরি শিবদ্রোহী বলে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে সেইজন্য আমরা অঙ্গীকার করেছি।

রাজ্যের নির্বাচনের কথা ভেবেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা চেয়েছেন।’ পরে প্রদেশ দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে এআইসিসি নেতা পবন খেরা বলেন, ‘যেভাবে পাথর মারা হয় সেইভাবে ক্ষমা চেয়েছেন মোদি। উনি কি দয়া করছেন? যে কাজ মোগলরা করতে পারেনি, সেটা বেইমানরা করেছে।’

এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে হাজির ছিলেন ছত্রপতি শিবাজির বংশধর তথা কোলাপুরের কংগ্রেস সাংসদ সাহু ছত্রপতি। অযোধ্যার রাম মন্দির ও নতুন সংসদ ভবনের ছাদ থেকে চুইয়ে জল পড়ার ঘটনার সঙ্গে মূর্তি ভাঙার তুলনা টানেন এমভিএ নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ অবশ্য এমভিএ-র প্রতিবাদ কর্মসূচির সমালোচনা করে বলেছেন, শিবাজিকে নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। এর আগে বদলাপুরে যৌন নিগ্রহের ঘটনাতেও পথে নামতে দেখা গিয়েছিল বিরোধীদের। সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি নিয়ে মহাযুতি সরকারকে কোণঠাসা করতে মরিয়া এমভিএ।

অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্ষুব্ধ দ্রৌপদী

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর সহ দেশের একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনায় আবারও সরব হলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট জুডিশিয়ারি’-র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন তিনি। সেখানে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘আমাদের সামাজিক জীবনের একটি দুঃখজনক অধ্যায় হল, কিছু মামলায় অবস্থাসম্পন্ন প্রভাবশালী লোকজন অপরাধ করার পরও নির্ভয়ে এবং স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান। অথচ যাঁরা তাঁদের অপরাধের শিকার হন তাঁরা সর্বদা ভীত, সন্ত্রস্ত থাকেন। মনে করেন, তাঁরাই যেন কোনও অপরাধ করে ফেলেছেন। যে সমস্ত মহিলা অপরাধের শিকার হন, তাঁদের অবস্থা সবথেকে খারাপ হয়। কারণ, সমাজ তাঁদের সমর্থন করে না।’ কলকাতার আরজি কর কিংবা কেরলে মি টু কাণ্ডের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী আগেই

ফের সরব রাষ্ট্রপতি

বলেছেন, মহিলাদের ওপর অপরাধের ঘটনায় দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। আরজি কর নিয়েও ন্যায়বিচারের দাবিতে সুর চড়ছে আমজনতার। রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নাগরিক সমাজের অবস্থানকেই আরও মজবুত করল।

এদিকে রাজ্য সরকারের আইনজীবী তথা সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিবাল যে মন্তব্য করেছেন তার সমালোচনা করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। সিবাল আরজি করের ঘটনাকে সাধারণ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তার জবাবে রবিবার ধনকর বলেন, ‘কলকাতার ঘটনা সমগ্র মানবসভ্যতাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। মানবিকতা যেখানে লজ্জিত, সেখানে কিছু বিক্ষিপ্ত স্বর উদ্বেগের কারণ ঘটাচ্ছে। তারা শুধু যন্ত্রণাকেই বাড়িয়ে তুলছে। সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, সেগুলি আমাদের বিবেকবোধের ক্ষতে নুনের ছিটে দিয়েছে।’ রবিবার ঋষিকেশ এইমসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ধনকর।

ঝাড়খণ্ডে চাকরির পরীক্ষায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা

কনস্টেবল হতে গিয়ে মৃত ১১

রাঁচি, ১ সেপ্টেম্বর : ঝাড়খণ্ড সরকারের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় শারীরিক সক্ষমতা চলাকালীন মৃত্যু হল ১১ পরীক্ষার্থীর। বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে চড়া রোদে তাঁদের দৌড়োতে হয়েছে বিভিন্ন শহরে। অসুস্থ হয়েছেন অজস্র পড়ুয়া। বিজেপি এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। মামলা দায়ের করা হয়েছে। কী কারণে মৃত্যু জানার চেষ্টা চলছে। গোটা ঘটনায় চাপে হেমন্ত সোরেনের সরকার।

কনস্টেবল পদে নিয়োগের পরীক্ষা ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, পালামৌ, গিরিডি, হাজারিবাগ, পূর্ব সিংভূম ও সাহেবগঞ্জ জেলায় হয়েছে। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, শারীরিকভাবে যোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়ার সময় কয়েকটি কেন্দ্রে চাকরিপ্রার্থীদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির অভিযোগ, পরীক্ষার্থীদের মাঝ রাত থেকে লাইনে দাঁড় করিয়ে পরের দিন চড়া রোদে দৌড়োতে হয়েছে। রাজ্যবিজেপি সভাপতি বাবুলাল মারান্ডির দাবি, রাজ্য সরকারকে মৃতদের পরিবারকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিজেপি যে অব্যবস্থার অভিযোগ করেছে, তা মানছে না রাজ্যপুলিশ। তাদের দাবি, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসক দল, অ্যাম্বুল্যান্স, প্রয়োজনীয় ওষুধ ইত্যাদি সবরকম ব্যবস্থা ছিল।

স্বজনহারানো মুখ। ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জে মৃতদের ছবি নিয়ে অসহায় আত্মীয়রা। রবিবার।

শীঘ্রই আসতে চলেছে বন্দে ভারতের স্লিপার কোচ। রবিবার সেই কোচ ঘুরে দেখলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। বিইএমএল ওই স্লিপার কোচ তৈরি করছে। রবিবার বেঙ্গালুরুতে।

কিশোরীকে ধর্ষণ পিওনের

লখনউ, ১ সেপ্টেম্বর : বদলাপুরের পর উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ। পাঁচ মাস আগে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে স্কুলের এক পিওনের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। রাতে শৌচকর্মে বেরিয়ে পড়ুয়া বিপত্তিতে পড়েছিল। তাদেরই স্কুলের পিওন তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল যাতে সে চিৎকার করতে না পারে। অভিযুক্তের সঙ্গে থাকা এক যুবক ছিল পাহারায়। পুলিশকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি থাকায় ছাত্রীটি কিছু জানায়নি। তার শারীরিক পরিবর্তনের ফলে পরিজনেরা জানতে পারেন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ধর্ষণ ও পকসো আইনে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : দু’মাসে দু’বার বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। অগাস্টের মতো সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনই এলপিজি’র বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৩৯ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে ১,৬৯১ টাকা ৫০ পয়সা।

ইউনূস জমানায় বেড়েই চলেছে নিগ্রহ

পদত্যাগ করানো হল হিন্দু শিক্ষকদের

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর : ছোট থেকে শেখানো হয়, বাবা-মায়ের পর শিক্ষক-শিক্ষিকারাই হচ্ছেন সমস্ত ছেলেমেয়ের অন্যতম প্রধান অভিভাবক। তাঁদের হাত ধরেই শিশুরা বড় হয়ে ওঠে, মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিগ্রহ বাড়ছে, তাতে প্রশ্নের মুখে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। গত কয়েকদিনের ভিতর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের অন্তত ৫০ জন হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বলপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সবকটি ক্ষেত্রেই সাদা কাগজে শুধুমাত্র ‘আমি পদত্যাগ করলাম’ লিখে সই করিয়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। ইউনূস জমানা শুরুর সময় থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী সহ বাংলাদেশের একাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের জানমালের আক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। ২৯ অগাস্ট বরিশালের বাকেরগঞ্জ গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শুক্লারানি হালদারকে একদল তথাকথিত ছাত্র ও জনতা জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। গোড়ায় আপত্তি জানালেও শেষমেশ মারমুখী ছাত্র-জনতার সামনে নতিস্বীকার করে সাদা কাগজে ‘পদত্যাগ করলাম’ লিখে সই করেন শুক্লারানি হালদার।

১৮ অগাস্ট আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল গীতাঞ্জলি বরুয়া, সহকারী প্রধান শিক্ষক গৌতমচন্দ্র পাল, শারীরশিক্ষার শিক্ষক শাহনাজা আখতারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া। হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এভাবে পদত্যাগ করানোর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে আওয়ামি লিগ। সমালোচনা করেছেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনও।

ইস্তফা নীতীশ ঘনিষ্ঠ ত্যাগীর

পাটনা, ১ সেপ্টেম্বর : জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় মুখপাত্র পদে ইস্তফা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘনিষ্ঠ দলের প্রবীণ নেতা কেসি ত্যাগী। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে শনিবারই জেডিইউ সভাপতির কাছে পদত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন তিনি। রবিবার দলের তরফে সেই কথা জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্যাগীর জায়গায় রাজীবরঞ্জন প্রসাদকে জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রবীণ নেতা নিজেও নীতীশ কুমারকে জানিয়েছিলেন, তিনি দলের মুখপাত্রপদের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না। তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছিলেন ত্যাগী।

ত্যাগীকে ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরেই বিড়ম্বনা বাড়ছিল নীতীশ কুমারের। এনডিএ সরকারের শরিক হওয়া সত্ত্বেও ওয়াকফ সংশোধনী বিল, সিএএ, গাজার সংকট, ল্যাটারাল এন্ট্রি স্কিমের মতো একাধিক ইস্যুতে দলীয় লাইনের বিরুদ্ধে হেঁটে নিজস্ব মতামত পেশ করছিলেন তিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সুরে সুর মিলিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছিলেন। নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করেই ত্যাগী মন্তব্য করতেন। সেই কারণে এনডিএ-র অন্দরের অশান্তি প্রকাশ্যে চলে আসে।

গাজা সংকট নিয়ে সম্প্রতি কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান বিরোধী সাংসদ একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন। তাতে সই ছিল ত্যাগীর।

হামলায় নিহত মা-মেয়ে

ইম্ফল, ১ সেপ্টেম্বর : অশান্ত মণিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় এক মহিলা এবং তাঁর ১২ বছরের মেয়ে নিহত হলেন রবিবার। দুজন পুলিশকর্মীও গুরুতর আহত হয়েছেন। সূত্রের খবর, ড্রোনের মাধ্যমে বোমা ফেলা হয়েছিল। তার আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে মা-মেয়ের। ইম্ফল পশ্চিমের কাডাংবান্দের কাছে কাংপোকপির নাখুজাং গ্রামে বেলা ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ হামলা চালানো হয়। মেইতেই সম্প্রদায়ের অভিযোগ, কুকি জঙ্গিরার হামলা চালিয়েছে।

বোমাতঙ্কে জরুরি অবতরণ

বেঙ্গালুরু, ১ সেপ্টেম্বর : জব্বলপুর থেকে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগোর বিমানে মাঝ আকাশে বোমাতঙ্ক হওয়ায় বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করতে হল নাগপুরে। যাত্রীদের নামিয়ে জোর তল্লাশি চালানো হলেও কিছু মেলেনি। কোনও অঘটন ঘটেনি। রবিবারের ঘটনা। ইন্ডিগোর ৬ই ৭৩০৮ উড়ানের যাত্রীদের হায়দরাবাদে যাওয়ার জন্য অন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অসমে তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা রিপুন বোরার

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর : অসমে ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন রিপুন বোরা। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে দলীয় কর্মসূচিতে রিপুন বোরাকে খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল। এদিন প্রদেশ সভাপতির পদত্যাগের কথা প্রকাশ্যে আসার কয়েকঘণ্টার মধ্যে দলের তরফে বিবৃতি জারি করা হয়। তৃণমূলের দাবি, রিপুন বোরাকে ইতিমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। রাজ্যসভায় প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই দাবি মানতে রাজি হয়নি দল।

ওই যুক্তি অবশ্য মানতে চাননি রিপুন। দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে নিজের ইস্তফার পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন তিনি। রিপুনের বক্তব্য, অসমে তৃণমূলের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দল হিসাবে তৃণমূলের ওপর আঞ্চলিকতার যে তকমা রয়েছে, তার ফলে অসমে তাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রের পালটা দাবি, অসমে বাঙালিদের দল হিসেবে তাদের গণভিত্তি ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। রিপুন বোরার পদত্যাগ সেই অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলতে পারবে না। কয়েকদিনের মধ্যে গুয়াহাটি যাচ্ছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা অসমের তৃণমূলনেত্রী সুস্মিতা দেব। লোকসভা নির্বাচনে অসমে দলের খারাপ ফল নিয়ে রিপুন বোরার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। অসমের ৪টি আসনে দল মাত্র ৮০ হাজার ভোট পাওয়ার পরেই তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

‘গুপ্তচর’ তিমির রহস্যমৃত্যু

মস্কো, ১ সেপ্টেম্বর : নাম হলদিমির। লম্বায় ১৪ ফুট। ওজন ১,২০০ কেজি। পেশা গুপ্তচরবৃত্তি! বিপুলদেহি হলদিমির কোনও মানুষ নয়, একটি তিমি। ৩১ অগাস্ট নরওয়ে উপকূলে বেলুগা প্রজাতির সেই তিমির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। ২০১৯-এ যখন প্রথমবার হলদিমিরকে দেখা গিয়েছিল সেইসময় তার গলায় বকলসের মতো একটি যন্ত্র বাঁধা ছিল। বিভিন্ন মাধ্যমে দাবি করা হয়, তাতে না কি সেন্ট পিটার্সবার্গের নাম খোদাই করা ছিল।

পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, তিমিটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করত রাশিয়া। যদিও দাবির সমর্থন বা বিরোধিতায় কোনও বিবৃতি দেয়নি রাশিয়া। তবে হল্যান্ডের ‘হল’ ও রুশ নাম ‘ভ্লাদিমির’কে জুড়ে তিমির নাম হয়ে যায় হলদিমির।

মি টু : কেরল সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ১ সেপ্টেম্বর : হেমা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর ‘মি টু’ বিতর্কে উত্তাল মালয়ালম সিনে দুনিয়া। রবিবার একধাপ এগিয়ে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বাম সরকারকে নিশানা করেছেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘কেন হেমা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে দেরি করছে রাজ্য সরকার? তাদের কীসের দ্বিধা?... এটা এমন কিছু যা আপনারা লুকাতে চান কারণ আপনাদের লোকেরা জড়িত।’ নাড্ডা আরও বলেন, ‘আমি খুবই দুঃখিত যে হেমা কমিটির রিপোর্টে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জড়িত রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এসে বলা উচিত যে আসলে কী ঘটেছে।’

মি টু কাণ্ডে নাম ছড়িয়েছে জনপ্রিয় অভিনেতা জয়সূর্যের। আমেরিকা থেকে লেখা খোলা চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যৌন নিগ্রহের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন জয়সূর্য। অভিনেতার দাবি, মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।

বিপর্যস্ত অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা, গুজরাটে উৎপাত কুমিরের

হায়দরাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর : বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার চালচিত্র। বর্ষাকালের শুরুর দিকে দেশজুড়ে তীব্র হয়েছিল অনাবৃষ্টির আশঙ্কা। বর্ষা শেষে শরৎ যখন হাজির হয়েছে, তখন জাঁকিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ছবিটা কমবেশি একরকম।

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা। দু’রাজ্যের একাধিক জেলা হড়পা ও ভূমিধসের কবলে পড়েছে। ব্যাহত সড়ক ও রেল যোগাযোগ। বিজয়ওয়াড়া-ওয়ারাঙ্গল লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বিজয়ওয়াড়া-খাম্মাম লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির কারণে কয়েকটি বিমানের সময় বদল করতে হয়েছে। তবে উড়ান বাতিলের খবর নেই। হায়দরাবাদে সব স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেলেঙ্গানা সরকার। কোথাপল্লিতে দেওয়াল ধসে ২ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলার দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। রাজ্যের ১১টি জেলায় জারি হয়েছে লাল সতর্কতা।

আগামী কয়েকদিন অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

এই মাসেই অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হতে পারে।

অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার বেশিরভাগ নদীর জলস্তর আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বাড়বে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় জল কমিশন। অন্ধ্রপ্রদেশে বন্যা-ভূমিধসের বলি কমপক্ষে ৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন বিজয়ওয়াড়ার মোগলরাজাপুরমের বাসিন্দা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বৃষ্টির ফলে শনিবার মোগলরাজাপুরমে ধস নামে। ২টি বাড়ি চাপা পড়ে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গুন্টুরে শিক্ষকের গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিল ২ পড়ুয়া। গাড়িটি জলের স্রোতে ভেসে যায়। মৃত্যু হয় ৩ জনের। নীচু এলাকার কয়েকহাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৪০ জন জলবন্দিকে উদ্ধার করেছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বন্যা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে শনিবার থেকে সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি জানান, বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিজয়ওয়াড়া, মছিলিপত্তনম, গুদিভাদা, কাইকালুরু, নরাসাপুরম, অমরাবতী, মঙ্গলাগিরি, নন্দিগামা এবং ভীমাভারম জেলা।

বন্যাকবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। রবিবার বিজয়ওয়াড়ায়।

গুজরাটের ছবিটাও আলাদা নয়। সেখানে বৃষ্টির বলি হয়েছেন ৪৫ জন। রাজ্যের নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধির পাশাপাশি নদী সংলগ্ন জনপদগুলিতে শুরু হয়েছে কুমিরের উৎপাত। জলের তলায় বরোদার বিস্তীর্ণ অংশ। সেখানেও হানা দিচ্ছে কুমিরের দল। বরোদার লোকালয় থেকে এপর্যন্ত ২৪টি কুমিরকে উদ্ধার করেছে বন দপ্তর। বরোদা রেঞ্জের বন আধিকারিক করণসিং রাজপুত বলেন, ‘বিশ্বামিত্রী নদী থেকে কুমিররা শহরে ঢুকছে। আমরা ২৪টি কুমির ও ৭৫টি অন্যান্য বন্যপ্রাণীকে উদ্ধার করেছি। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি কচ্ছপ। সেগুলির প্রতিটির ওজন প্রায় ৪০ কেজি করে। একটি শজারু ও বেশ কিছু বিষধর সাপকে উদ্ধার করা হয়েছে।’ বরোদা সংলগ্ন কামনাথনগর থেকে বৃহস্পতিবার ১৪ ফুট লম্বা একটি দানবাকৃতি কুমিরকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে ওই বন আধিকারিক জানিয়েছেন।

একনজরে

- বিজয়ওয়াড়া-ওয়ারাঙ্গল লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত
- বিজয়ওয়াড়া-খাম্মাম লাইন বন্ধ
- হায়দরাবাদে বন্ধ স্কুল-কলেজ
- দু’রাজ্যে বন্যা-ভূমিধসের বলি ১০
- বরোদা থেকে উদ্ধার ২৪টি কুমির

সুড়ঙ্গে দেহ উদ্ধার মার্কিন সহ ৬ পণবন্দির

জেরুজালেম, ১ সেপ্টেম্বর : জীবিত অবস্থায় নয়। দক্ষিণ গাজায় রাফার এক সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার হল ৬ পণবন্দির মৃতদেহ। ইজরায়েলি সেনা হামাসের কবল থেকে তাঁদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারল না। রবিবার ইজরায়েলের

তরফে এখবর জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি নিয়ে কয়েক মাস ধরে টানাপোড়েন চলছে। সাধারণ মানুষ নেতানিয়াহুর সরকারকেই দায়ী করেছেন। পণবন্দি স্বজনদের জীবিত অবস্থায় না দেখতে পাওয়ায় এদিন তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

আইডিএফ-এর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গের কাছে ইজরায়েলি সেনা পৌঁছোনোর আগে পণবন্দিদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে হামাস জঙ্গিরা। উদ্ধার হওয়া দেহগুলির মধ্যে ইজরায়েলি-মার্কিন হার্শ গোল্ডবার্গ পোলিনও আছেন। আমেরিকা বিষয়টির ওপর নজর রেখেছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ‘এই অপরাধের জন্য হামাসকে মূল্য চোকাতে হবে।’

এদিকে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পোলিও টিকাকরণের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে হামাস ও ইজরায়েলি সেনা সম্মত হলেও প্রস্তুতি চলাকালীন শনিবার ইজরায়েলি হানায় গাজায় ৪৮ জনের মৃত্যু হল। গাজার স্বাস্থ্য বিষয়ক উপমুখ্যমন্ত্রী আবু অল-রীশ জানিয়েছেন, পোলিও টিকা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য টিকাকরণের টিম গাজার বিভিন্ন জায়গায় যতটা সম্ভব যাওয়ার চেষ্টা করবে।

পাকা চুল তোলা উচিত নয়। এতে ফলিকলগুলি সংক্রামিত হতে পারে, যা থেকে ফুসকুড়ি হতে পারে। তাছাড়া বারবার চুল তুললে নির্দিষ্ট অংশে আঘাত লাগার পাশাপাশি দাগ বা পোস্ট-ইনফ্ল্যামাটরি হাইপারপিগমেন্টেশন হতে পারে।

বাইরে হাঁটার সময় পাচ্ছেন না বলে হতাশ হয়ে পড়ছেন? ঘরেই হাঁটা শুরু করুন। শুধু ঘরেই কেন, অফিসের মধ্যে বা শপিং কমপ্লেক্সের মধ্যে হাঁটতে পারেন, সিঁড়ি ভাঙতে পারেন – যেখানে খুশি। কিন্তু হাঁটুন। ফিটনেস বিশেষজ্ঞদের মতে, আউটডোর ওয়াকিং ও ইন্ডোর ওয়াকিংয়ের উপকারিতা সমান।

শিশুকে না বকে বরং বুঝিয়ে দিন

মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি শব্দ যতটা আজ কঠিন মনে হয়, তার শুরু কিন্তু হয় সহজভাবে, শিশুর বিকাশের একবারে গোড়ায়। লিখেছেন শিশুমঙ্গল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাইকোলজিস্ট রীমা মুখার্জি

দিন কুড়ি আগে আরজি কর হাসপাতালের এক জুনিয়ার ডাক্তারকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গোটা পশ্চিমবঙ্গ মায় গোটা দেশ উত্তাল। সাধারণ মানুষ 'বিচার' চেয়ে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ বিচারব্যবস্থায় চরম গাফিলতি, অগুনতি ভুল, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি দেখা গিয়েছে। এবং সবচেয়ে জরুরি যেটা, সেটা হল শুধু একটা খুন-ধর্ষণে ব্যাপারটা থেমে থাকেনি। নির্লজ্জ রকমের দুর্নীতির একটা অন্ধকার দিক খুলে গিয়েছে এই ঘটনায়। সেই দুর্নীতির জাল থেকে কিছু মুখ বেরিয়ে আসছে যারা কিন্তু ঠিক ভাড়া করা গুন্ডা নয়, বরং তাঁরা হলেন সমাজের সবচেয়ে পূজনীয় ডাক্তার সম্প্রদায়ের মানুষ। কেন হল এমন? কেন এই অবক্ষয়? মানুষের মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, বিবেকবোধ এসব কোথায় গেল? যাঁদের আমরা উচ্চ আসনে রাখি, সম্ভ্রমের চোখে দেখি, তারা কীভাবে এই অপরাধে যুক্ত হতে পারলেন? আসলে গলদ গোড়াতে। এবারে একটা গল্প বলি।

গল্প ১। তিন বছরের বাচ্চা আভা তার বন্ধু টিনার পুতুল নিয়ে খেলছে এবং সেটা সে আর ফেরত দেবে না কিছুতেই। ফলে টিনাও কান্না শুরু করেছে। আভার মা এসে আভাকে বললেন, 'দেখো, তোমার জন্য তোমার বন্ধু টিনা কষ্ট পাচ্ছে। এটা টিনার পছন্দের পুতুল। তুমি ফেরত দিলে ওর কষ্ট কমবে।' ধীরে ধীরে আভা পুতুলটা টিনাকে ফেরত দিয়ে তার নিজের খেলনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং একটু পরেই সব ভুলে সে তার নিজের খেলনা নিয়ে আবার টিনার কাছে যায় একসঙ্গে খেলবে বলে।

গল্প ২। এরপর আভার বয়স হয়েছে ১১ বছর। একটা নিউজ চ্যানেলে সে দেখেছে, সাইক্লোনে দিঘার খুব কাছের একটা গ্রামের মানুষজন ঘরহারা হয়ে কান্নাকাটি করছেন। সে খুব বিচিলত হয়ে পড়ে এবং তার মাকে ক্রমাগত জিজ্ঞেস করতে থাকে, কীভাবে সেই মানুষজনকে সাহায্য করা যায়। তাদের তার নিজের বাড়িতে এনে রাখা যায় কি না ইত্যাদি।

এই এগারো বছরের আভা তিন বছর বয়স থেকে বুঝতে শুরু করেছে অন্যের কষ্ট, অন্যের ন্যায্য অধিকার, অন্যের অনুভূতি। অর্থাৎ একদম শিশু অবস্থা থেকেই ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, বিবেকবোধ এসব তৈরি হতে থাকে।

সাইকো অ্যানালিটিক থিওরি অনুযায়ী, এই নৈতিকতার একটা ইমোশনাল দিক আছে। আমরা যখন খুব ভেতর থেকে কাউকে অনুভব করি তখন অন্যের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আবার নৈতিকতার একটা কগনিটিভ দিক আছে, অর্থাৎ বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বোঝাপড়াগুলো যত বাড়ে তত কিন্তু এই নৈতিকতা বোধগুলো বাড়ে। এতে তার বুদ্ধির বিকাশ হয়। আবার সোশ্যাল লার্নিং থিওরি বলে নৈতিকতা বোধ বাড়লেই আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।

আমরা যদি বিবর্তনবাদের দিকে চাই সেখানেও কিন্তু আমরা দেখব, সামাজিকতা গড়ে ওঠার পেছনে কিন্তু এই মূল্যবোধ রয়েছে। বিভিন্ন রিসার্চ থেকে দেখা গিয়েছে, শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে দলগতভাবে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। যদি একটা পুরুষ শিম্পাঞ্জি কোনও মেয়ে শিম্পাঞ্জিকে আক্রমণ করে, তাহলে গোটা দলটা কিন্তু একসঙ্গে চিৎকার করে কিংবা তাড়া করে। এগুলো হাতি, নেকড়ে বা অন্যান্য সামাজিক প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রাচীন ট্রাইবাল গ্রুপে এই ধরনের অগুনতি উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে কোনও মানুষ সমাজের স্বার্থেই একটা কাজ করছে নিজের কথা না ভেবে। অর্থাৎ, আমাদের জিনে কিন্তু মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি স্বাভাবিক গুণগুলো বর্তমান ছিল। প্রশ্ন হল, তাহলে কোথায় পরিবর্তন হল?

ডারউইন বলেছেন, একই পরিবারের যমজ দুটি বাচ্চাকে আলাদা পরিবেশে মানুষ করলে তাদের চরিত্র আলাদা হয়। অর্থাৎ তার আশপাশের পরিবেশ ও সমাজের ভূমিকা কিন্তু চরিত্র গঠনে বিরাট কাজ করে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, অন্যের অনুভূতি বোঝা ইত্যাদি সূক্ষ্ম ইমোশনাল অনুভূতিগুলো মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সে তৈরি হয়, যা জীবনের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। শিশুর জীবনের প্রথম ১০০০ দিন নিয়ে আজকাল প্রচুর কথা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জন্ম থেকে প্রথম আড়াই বছর বয়স অবধি শিশুর বেড়ে ওঠাকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে কারণ ওই সময়ে শিশুর মস্তিষ্ক বাড়ছে দ্রুতগতিতে। সাইকো অ্যানালিটিকাল থিওরি এবং সোশ্যাল লার্নিং থিওরি- দুটোই আবার ইন্টারনালাইজেশন বা আত্তীকরণের কথা বলে। এই আত্তীকরণ কীভাবে হবে তা নির্ভর করে শিশুটির নিজের বৈশিষ্ট্য, তার বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য, তার পরিবেশ ইত্যাদির ওপর। অর্থাৎ আমাদের জোর দিতে হবে প্যারেন্টিং ও পরিবেশের ওপর।

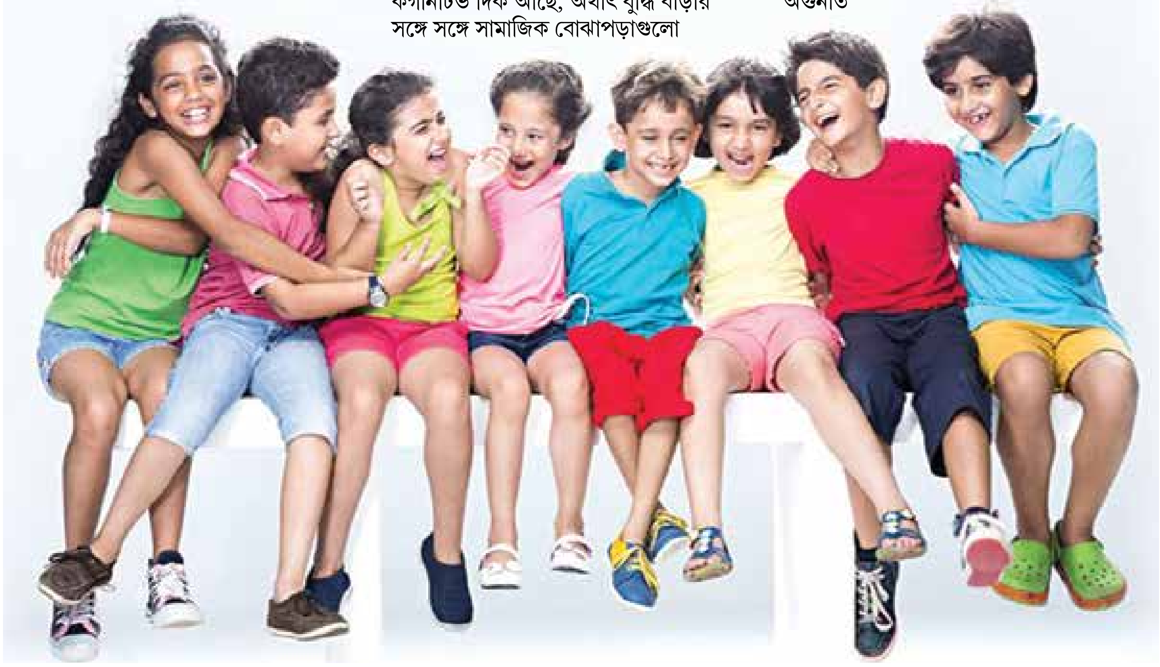

বাবা-মায়েদের কী করা উচিত

- শিশুর প্রাথমিক বিকাশের ক্ষেত্রে অ্যাটাচমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর সঙ্গে অন্তত একজন কেয়ারগিভারের অ্যাটাচমেন্ট বাড়াতে হবে। মা-বাবার সঙ্গে শিশুর অ্যাটাচমেন্টের ভিত ভালো থাকলে সে মা-বাবার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে।
- শিশুকে ছোটবেলায় না বকে তাকে সবসময় বুঝিয়ে দেওয়া খুব প্রয়োজন। তার জন্য অন্য কারও কষ্ট হচ্ছে- এই অনুভূতি আমরা দুই বছর বয়স থেকেই শেখাতে পারি। ইন্ডাক্টিভ ডিসিপ্লিন বলে সাইকোলজিতে একটা কথা আছে। এই ডিসিপ্লিন বলে যে, কোনও মা যখন তার বাচ্চাকে শেখায় যে অন্যের দুঃখ হচ্ছে এবং তোমার জন্যই দুঃখ হচ্ছে, তখন কিন্তু তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে কী করা উচিত বা তার কাছ থেকে আমরা কী ব্যবহার আশা করি, সেটাও তাকে শেখালে সে শিখবে। যেটা আমরা তিন বছরের আভার গল্পে দেখেছিলাম।
- এডওয়ার্ড থর্নডাইকের তত্ত্ব অনুযায়ী, একটা ভালো ব্যবহারের জন্য গুড রিইনফোর্সমেন্ট (অর্থাৎ প্রচুর প্রশংসা বা অন্য কিছু যা শিশুটির ভালো লাগে) পেলে শিশুটি বারবার সে কাজ করতে শেখে।
- আলবার্ট বান্দুরা সোশ্যাল লার্নিং থিওরিতে বলেছেন, শিশু যা দেখবে তাই নকল করবে। মা, বাবা কিংবা শিক্ষক যার সঙ্গে শিশুর অ্যাটাচমেন্ট বেশি, তাকে শিশু নকল করবে। তাই শিশুর কাছে যিনি রোল মডেল- তার কাজ ও কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা ভীষণ প্রয়োজন।
- এবার আসি শাস্তির কথায়। জোরে চেঁচালে, বাচ্চাকে মারলে বা খুব বেশি রকমের কিছু করলে শিশু তখনকার মতো চুপ করে যায় হয়তো, কিন্তু বাচ্চার শেখা হয় না। কোনও কোনও মা শিশু অন্যায় করলে কথা বন্ধ করে দেন। কিন্তু এ ধরনের শাস্তি শিশুর অবসাদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাদের মধ্যে 'আমাকে কেউ ভালোবাসে না' বা 'আমি কিছুই পারি না' এ ধরনের চিন্তাভাবনা আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়।
- শিশুরা বড়দের সব কথা যেমন শুনবে, তেমনই শিশুদের কোনও কথায় যুক্তি থাকলে সেটা কিন্তু মা-বাবাদের শুনতে হবে। যেমন, ফ্রিজে একটি কেক রাখা আছে অন্য কারও জন্য, কিন্তু শিশু কোনও গরিব মানুষকে দেখে কেকটি দিয়ে দিল। এসব ক্ষেত্রে শিশুটির কাজের একটা যৌক্তিকতা আছে যা প্রশংসার যোগ্য।
- মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন কোনও পোশাক কোথায় পরা যেতে পারে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা অনেক সময়েই মায়েরা দিয়ে থাকেন। এতে তারা সমাজের নিয়মকানুন শিখতে পারে। কিন্তু তাদের কোনও ভিন্ন মত থাকতেই পারে। সেটাতে সম্মান জানাতে হবে। শুনতে হবে তাদের কথা।

সবশেষে বলি, সামাজিক অবক্ষয় একদিনে হয় না এবং তাই এর প্রতিকারও একদিনে সম্ভব নয়। কোনও মা-ই তাঁর ছেলেমেয়েকে খারাপ পথে যেতে নির্দেশ দেন না। তবু ভুল হয়ে যায়। আজকের এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদেরকেও চুলচেরা বিচার করতে হবে। বাবা-মা হিসেবে সেই দায় আমাদের নিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে সেই দায় আমাদের উপর পড়ে বইকি। তাই চলুন, আবার শুরু করি। যে শিশু আজ পৃথিবীতে পদার্পণ করল, তাকে যেন দিতে পারি আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের বিবেকবোধ। সে যেন মাথা উঁচু করে আমাদের সামনে দাঁড়ায়।

নিষিদ্ধ ওষুধ খেয়ে ফেললে কী হবে

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১৫৬টি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসি) ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে, যার মধ্যে চেস্টন কোল্ড ও ফোরাসেটের মতো জনপ্রিয় ওষুধও রয়েছে। এই দুটি ওষুধ যথাক্রমে সর্দিজ্বর ও ব্যথার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সরকারের মতে, এই এফডিসি ওষুধগুলি অযৌক্তিক এবং এদের কোনও থেরাপিউটিক সুবিধা নেই।

এফডিসিএস এমন ওষুধ যাতে একাধিক সক্রিয় উপাদান থাকে। এতে থাকা রাসায়নিক যৌগ শরীরে প্রভাব ফেলে। যক্ষ্মা ও ডায়াবিটিসের রোগী, যাদের নিয়মিত একাধিক ওষুধ খেতে হয় তাদের জন্যই এই এফডিসি ওষুধ। অর্থাৎ এফডিসিগুলো প্রতিদিন খেলে ওষুধের সংখ্যা কমবে এবং চিকিৎসাতেও সাহায্য করতে পারে।

নিষেধের তালিকায় রয়েছে- অ্যাসিক্লোফেন্যাক ৫০ এমজি + প্যারাসিটামল ১২৫ এমজি, মেফেনামিক অ্যাসিড + প্যারাসিটামল ইনজেকশন, সেটিরিজাইন এইচসিএল + প্যারাসিটামল + ফেনিলেফ্রিন এইচসিএল, লিভোসেট্রিজাইন + ফেনিলেফ্রিন এইচসিএল + প্যারাসিটামল, প্যারাসিটামল + ক্লোরফেনিমাইন মালেট + ফেনিল প্রোপানোলামিন এবং ক্যামিলোফিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড ২৫ এমজি + প্যারাসিটামল ৩০০ এমজি সহ একাধিক ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন জানিয়েছে, খিঁচুনি এবং উদ্বেগজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ক্লোনাজেপাম ট্যাবলেট, অ্যান্টি-হাইপারটেনশন ড্রাগ টেলমিসার্টন সহ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এবং কিছু মাল্টিভিটামিন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের মান খারাপ। এগুলি ব্যবহার করার আগে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

এখানে প্যারাসিটামল, সেট্রিজিন বা কিছু ভিটামিনের নাম দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ, মূল ওষুধ নয়, বরং এদের মিশ্রণ বা ককটেল ওষুধ নিষিদ্ধ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, নিষিদ্ধ ওষুধগুলো কি এখনও পাওয়া যাবে? সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রস্তুতকারকদের অবিলম্বে এইসব ওষুধের উৎপাদন, মজুত ও বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। যদিও সেগুলো মার্কেটে কিছুদিন পাওয়া যেতে পারে। এক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায়, 'আমরা দেখেছি, এই ধরনের অর্ডারের পর কোম্পানিগুলি আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালতও মার্কেটে মজুত করা ওষুধগুলি বিক্রির অনুমতি দেয়।'

তাই বলে কেউ নিষিদ্ধ এফডিসি ওষুধ খেয়ে ফেললে আতঙ্কিত হবেন না। কারণ, এই সব ওষুধ বছরের পর বছর ধরে মার্কেটে থাকতে পারে এবং হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে সেগুলি খেয়ে ফেলেছেন। তাই এখন খেলেও ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

তাহলে এগুলোকে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন কী ছিল? কারণ, এগুলোতে থাকা উপাদান হয় একসঙ্গে ভালোভাবে কাজ করে না কিংবা সেই সব উপাদান রোগীর একসঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবথেকে বড় কারণ, অ্যান্টিবায়োটিকের মিশ্রণকে প্রচলন থেকে বের করে দেওয়া। কারণ, অ্যান্টিবায়োটিকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে সামান্য অসুখে এমনকি সাধারণ সংক্রমণেও উচ্চ মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তাই এগুলো না খাওয়াই ভালো।

মাম্পসে পথ্য হতে পারে ফলের রস, খিচুড়ি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক

মাম্পস আসলে ভাইরাল সংক্রমণ। সাধারণত বাচ্চারাই এতে আক্রান্ত হয়। রোগীর বয়স সাধারণত দুই থেকে দশ বছর। প্রাথমিকভাবে এই ভাইরাস প্যারোটিড গ্রন্থি সহ বিভিন্ন লালাগ্রন্থিকে আক্রমণ করে। সেখান থেকেই এই সংক্রমণ হয়। কারও হাঁচি বা কাশির ড্রপলেট থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ভাইরাস।

উপসর্গ

প্রধান উপসর্গ গলা, চিবুক ফুলে যাওয়া, সঙ্গে ব্যথা ও জ্বর। কারও ক্ষেত্রে প্রথমে একদিকে ফুললেও পরে আরেক দিকেও ফুলে যেতে পারে। সঙ্গে বমি, খেতে না পারা, মেজাজে পরিবর্তন, দুর্বলতা ইত্যাদি নানা উপসর্গ থাকে। এর সঙ্গে অনেক শিশুরই অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস, এনসেফ্যালাইটিস, অর্কাইটিস অর্থাৎ মস্তিষ্কে প্রদাহ ও অণ্ডকোষে প্রদাহ, প্যানক্রিয়াটাইটিসেও আক্রমণ হচ্ছে।

ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তিন-চারদিন পর থেকে উপসর্গ দেখা দেয়। ইমিউনিটি ভালো থাকলে অনেকের কোনও উপসর্গ থাকে না। এই অবস্থায় বাচ্চারা অনেকেই স্কুলে যায়, খেলা করে। সেখান থেকে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। তবে সচেতনতার অভাবও রয়েছে।

চিকিৎসা এবং করণীয়

মাম্পসের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন বাচ্চাদের দেওয়া হয় না। সরকারি স্তরে শুধু হাম ও কলেরার প্রতিষেধক না দিয়ে মাম্পসের প্রতিষেধকও এর সঙ্গে যুক্ত করা একান্ত জরুরি। ব্যথার কারণে বাচ্চারা খেতে না চাইলে দুধ, ফলের রস, খিচুড়ি খাওয়াতে হবে। সঙ্গে বেশি পরিমাণ জল। সাধারণত মাম্পস সারতে দু'সপ্তাহ সময় লাগে। ততদিন আপনার বাচ্চাকে সুস্থ বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখুন। সব বাচ্চাকেই তিনটি ভ্যাকসিন দিতে হবে যাতে তাদের মাম্পস না হয়। বাচ্চার উপসর্গের দিকে নজর রাখুন। সামান্য খিঁচুনি, বমি, ভুল বকা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। একে উপেক্ষা করলে বাচ্চার স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বাচ্চাকে ওষুধ দেবেন না।

তালুবন্দি সুখ-প্রেম-আবেগ-স্মৃতি-দুঃখ-শোক

চিঠি বাতিল

রবিবার ছিল চিঠি লেখার দিন। সারা দুনিয়ায় দিনটি বিশ্ব পত্রলিখন দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। একসময় আমাদের সামাজিক জীবনে যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল চিঠি। মনের কথা, প্রাণের কথা, ভাবনা-চিন্তা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন ছিল চিঠি। দূরের পরিজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত চিঠির মাধ্যমে। আজকের বাস্তবতায় সেই চিরচেনা চিঠি প্রায় বিলুপ্তির পথে। আর কেউ চিঠি লিখে সময় অপচয় করেন না। অথচ চিঠি লেখার জন্য বিশেষ ধরনের নীল কাগজের প্যাড পাওয়া যেত সে সময়। সেই প্যাডের ওপরে পাখির ঠোঁটে চিঠির খাম ছাপা থাকত। যাঁদের সংগতি ছিল তাঁরা সেসব নীল প্যাডের কাগজে চিঠি লিখে পাঠাতেন প্রিয়জনকে। এ যেন এক হারানো পৃথিবীর হারানো সময়ের স্মৃতি। হাল আমলের মোবাইল কেড়ে নিয়েছে চিঠির জায়গা। আর তাই চিঠি লেখা বন্ধ হওয়ায় তা খারাপ না ভালো হয়েছে সেকথাই শুনল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুধু কাজের চিঠি

মেঘা মজুমদার গুহ (চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি)

এখন শুধু বাড়িতে অফিশিয়াল লেটার আসে। আত্মীয় বা বন্ধুদের কাছ থেকে কোনও চিঠি পাই না। দু'মাস আগেই অফিস থেকে খামে ভরা একটি চিঠি পেয়েছি। রাখিবন্ধন উৎসবে কয়েকজন দাদা আসতে পারেননি। স্পিড পোস্ট করে তাঁদের রাখি এবং সঙ্গে একটি করে চিঠি পাঠিয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, মোবাইল ফোনের ওপর এত নির্ভরশীল না হলেই হয়তো ভালো হত। কতজনকে চিঠি লিখতে পারতাম। এখন আর চিঠি লেখার মতো মানুষ নেই।

অভ্যেসটা নেই

বিমলেন্দু দাম (আবগারি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, শিলিগুড়ি)

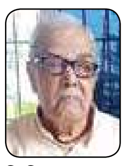

২০১০ সালে আমি ভারত ভ্রমণে বেড়িয়েছিলাম। তখন কলকাতার একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি কলকাতায় ফিরে আমাকে পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে চিঠি পাঠান। আমিও পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে পালটা যোগাযোগ করি। তবে এখন আর চিঠি লেখালেখি হয় না। ফোন না থাকলে এখনও হয়তো অনেকেই তাতে অভ্যস্ত থাকতেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে আমার এক ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখতে চাই।

কখনও পড়িনি

সোহেতা দস্তিদার (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, ইসলামপুর)

আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাড়িতে একটিও চিঠি আসতে দেখিনি। বড়দের মুখে চিঠি লেখা, ডাকবাক্সের কথা শুনেছি। তবে কখনও কারও চিঠি পড়িনি। ছোটবেলায় বড়দের মুখে শুনেছি, দূরের আত্মীয়স্বজনরা চিঠি পাঠিয়ে হালহকিকত জানাতেন-জানতেন। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন থেকে বাবাকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখছি। পড়াশোনা কিংবা অফিশিয়াল কাজ ছাড়া আজকাল কেউ তেমন লেখালেখি করে না। চিঠি আদানপ্রদানের চল থাকলে, হাতে লেখার অভ্যাসটা ঠিক থাকত।

১৯৯৮-এ শেষবার

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষক, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়)

চিঠি পড়তে ও পাঠাতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মোবাইল না থাকলে এখনও হয়তো অনেকেই চিঠি লেখালেখি করতেন। নয়ের দশকে বাড়িতে বহু আত্মীয় চিঠি পাঠাতেন আমাদের। ১৯৯৮ সালে শেষ চিঠি পেয়েছিলাম এক বন্ধুর কাছ থেকে। আমাদের বন্ধুদের একটি গ্রুপ রয়েছে। যাঁরা চিঠির মাধ্যমে একে অপরের খোঁজখবর রাখতাম। কোভিডের সময় এক বন্ধুকে চিঠি লিখে তাঁর খোঁজ নিয়েছিলাম। সেটাই শেষবারের মতো লেখা। মোবাইল যখন ছিল না, তখন চিঠি লেখার অভ্যাস ছিল। প্রযুক্তির কল্যাণে সেটা ভুলতে বসেছি। বন্ধুদের সঙ্গে আগে চিঠিতে কথা বলতাম, তাই সুযোগ পেলে ফের তাঁদেরকেই লিখতে চাই।

মনের ভাব প্রকাশ

প্রদীপ কুণ্ডু, প্রাক্তন শিক্ষক ইসলামপুর হাইস্কুল

চিঠি সংস্কৃতি অবলুপ্তির কারণে মানুষের মধ্যে যে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, তা নষ্ট হয়েছে। সেই কারণে সামাজিক বন্ধন এবং বন্ধুত্বের বাঁধনও আজকাল অনেকটা ঢিলেঢালা। ২০০৭ সালে বন্ধু এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে শেষবারের মতো চিঠি পেয়েছিলাম। সেটার উত্তর দিতে গিয়ে আমিও শেষ চিঠি লিখি। তখন পোস্ট কার্ডেই বেশি চিঠি আসত। এরপর বাড়িতে চিঠি আসা বন্ধ হল আর আমারও চিঠি লেখার অভ্যাস হারিয়ে গেল। চিঠির আদানপ্রদান বন্ধ হওয়ায় লেখালেখির চর্চা প্রায় উঠে গিয়েছে। লেখার মাধ্যমে যে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, মোবাইলে কথা বলে তা হয় না। বালুরঘাটের রমেন সাহা, অলোক গুপ্ত, পরেশ সূত্রধর আমার ছোটবেলার বন্ধু। সুযোগ পেলে এদের চিঠি লিখতে চাই। স্মৃতির গলিপথ দিয়ে হেঁটে ফিরতে চাই পুরোনো দিনে।

হোয়াটসঅ্যাপেই কথা হয়

পল্লবী সরকার (অধ্যাপক, সূর্য সেন কলেজ)

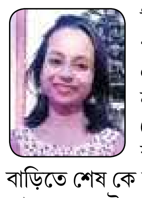

চিঠি লেখা বা পড়া, কোনওটাই এখন আর হয় না। প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলি। বাড়িতে শেষ কে চিঠি পাঠিয়েছেন, তাও মনে নেই। আমি নিজে বহু বছর কাউকে লিখিনি। মোবাইল না থাকলে হয়তো আত্মীয়, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অন্যতম মাধ্যম হত চিঠি। যদি জিজ্ঞেস করেন, কাউকে আবার লিখতে চাই কি না? উত্তর হবে, আমার বাবা। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। চিঠিতে তাঁকে নিজের মনের কথা জানাতে চাই।

মাকে পাঠাতে চাই

সুপর্ণা দত্ত, শিক্ষিকা (টিচার ইনচার্জ, বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়)

বাড়িতে শেষ এসেছিল চিঠি ২০০০ সালে। বাবা চলে যাওয়ার পর আমার মাসতুতো দাদা লিখেছিলেন। খামে ভরে পাঠিয়েছিলেন। আমিও শেষ চিঠি লিখি সেবছর। আমি মনে করি, চিঠি লেখালেখি বন্ধ হওয়া মোটেই ভালো হয়নি। প্রিয় মানুষ বা নিকট আত্মীয়ের হালহকিকত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে যে অপেক্ষা, সেটাই হারিয়ে গিয়েছে জীবন থেকে। আজ যদি একটা চিঠি পাঠাতে হয়, তবে অবশ্যই লিখব মাকে। রোজ ফোনে দু'বেলা কথা বললেও নিজের মনের কথা নিজের হাতে লিখে জানাতে চাই তাঁকে। নিজে মা হওয়ার পর প্রতিটা দিন তাঁর বলা কথাগুলো আমি অনুভব করি। বুঝতে পারি যে, মেয়েরা আসলে মায়েরই প্রতিচ্ছবি। সেসব বলতে চাই তাঁকে।

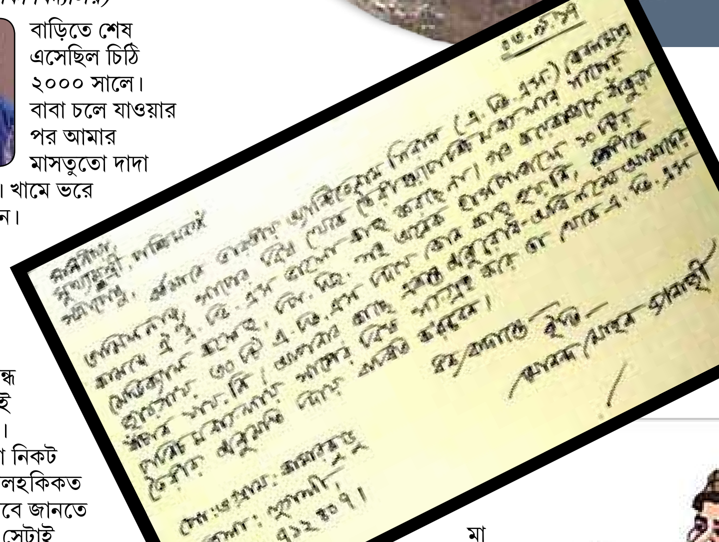

তথ্য সূত্র : তমালিকা দে, খোকন সাহা ও শুভজিৎ চৌধুরী

হিমাঞ্চল বিহারে অফিস ভাঙায় বিতর্ক

অভিযোগ, দাবি জানানোয় পদক্ষেপ

হিমাঞ্চল বিহারের সোসাইটির অফিস ভেঙেছে প্রশাসন।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত হিমাঞ্চল বিহার। অভিযোগ, প্রথম থেকে পরিস্রুত পানীয় জল, পথবাতি সহ স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকাংশ সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত আবাসিকরা। এ নিয়ে বারবার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-কে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি।

সেই পরিস্থিতিতে একটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি খুলে আবাসিকদের প্রয়োজনে পাশে থাকার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া বিনোদনের জন্য তৈরি হয়েছিল একটি ক্লাব। প্রশাসন আচমকা দুটি ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিপাকে হিমাঞ্চল বিহারের আবাসিকরা। তাঁদের দাবি, খোদ এসজেডিএ'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী এই ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অফিস উদ্বোধন করেছিলেন। সংস্থার কর্তারাও মাঝেমধ্যে এখানে এসে সমাজসেবামূলক কাজকর্মে উৎসাহ দিতেন। হঠাৎ কেন সোসাইটির অফিস এবং ক্লাব ভেঙে ফেলতে হচ্ছে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসজেডিএ'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তার প্রতিক্রিয়া, 'ওটা এসজেডিএ'র নিজস্ব জমি। সেজন্য দখলমুক্ত করা হয়েছে।'

বাম আমলে মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার জন্য জমি দেওয়ার পাশাপাশি আবাসন প্রকল্পে জমি দেয় এসজেডিএ। সেখানে প্রচুর মানুষ জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেন। আবাসিকদের দাবি, চুক্তি মতো এসজেডিএ'র আবাসন প্রকল্পে পরিস্রুত পানীয় জল, পথবাতি, বিনোদন পার্ক সহ অন্যান্য পরিষেবা দেওয়ার কথা ছিল। পানীয় জলের পরিষেবা দিতে একটি ওভারহেড রিজার্ভার নির্মাণ হয়। যদিও তা চালু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে ৬০০টি পরিবারের বসবাস। এছাড়া পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে শুরু করে পাহাড়িয়া ভবন, মাটির সাথী গ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন কলেজ এবং বেসরকারি সংস্থার অফিস, লজ রয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ থাকেন। রোজ বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করে আরও কয়েকশো মানুষ। অথচ এখনও পর্যন্ত হিমাঞ্চল বিহারে সরকারিভাবে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। হয়নি পার্ক, শিশুদের স্কুল।

নিজেরা টাকা দিয়ে তহবিল তৈরি করে হিমাঞ্চল বিহার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করা হয়। একটি ফাঁকা জায়গায় সোসাইটির অফিস এবং একটি ক্লাবঘর নির্মাণ হয়। কয়েক মাস আগে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সোসাইটির কার্যালয় উদ্বোধন করেছিলেন। পরবর্তীতে সংস্থার সিইও একাধিকবার সেখানে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এই কার্যালয়ে শিশুদের টিকাকরণ, রক্তদান শিবির থেকে একাধিক সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করেছিল সোসাইটি।

দু'দিন আগে এসজেডিএ সোসাইটির অফিসটি ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। ক্লাবটিও ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ বলছেন, 'আমি তো এখন দায়িত্বে নেই। তবে কেন ওই সোসাইটির অফিস ভাঙা হল, খোঁজ নেব।'

হিমাঞ্চল বিহার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মিলন বসুর অভিযোগ, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এসজেডিএ'কে পানীয় জলের দাবি জানাচ্ছি। প্রতিশ্রুতি মতো সুযোগসুবিধাগুলি দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছি। সেই কারণে সম্ভবত আমাদের সোসাইটির অফিস ভেঙে দেওয়া হল। ক্লাবটি ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অথচ এখানে প্রচুর বেআইনি ঝুপড়ি তৈরি হয়েছে। দিনের পর দিন অবৈধ কার্যকলাপ হচ্ছে। সেসবের কিছুই দেখছে না প্রশাসন।'

অপ্রাপ্তি প্রচুর

- মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার জন্য জমি
- সেখানে আবাসন প্রকল্পেও জমি দেয় এসজেডিএ
- আবাসিকদের দাবি, পরিস্রুত পানীয় জল, পথবাতি, বিনোদন পার্ক সহ নানা পরিষেবা দেওয়ার কথা
- পানীয় জলের পরিষেবা দিতে ওভারহেড রিজার্ভারও নির্মাণ হয়
- তবে সেটা চালু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ

" প্রতিশ্রুতি মতো সুবিধাগুলি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছি। সেই কারণে সম্ভবত আমাদের সোসাইটির অফিস ভেঙে দেওয়া হল। ক্লাবটিও ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অথচ এখানে প্রচুর বেআইনি ঝুপড়ি তৈরি হয়েছে। সেসবের কিছুই দেখছে না প্রশাসন।

– **মিলন বসু**, *সম্পাদক, হিমাঞ্চল বিহার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন*

ফের রাস্তায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা

ন্যায়বিচারের পাশাপাশি চিকিৎসাক্ষেত্রকে স্বচ্ছ রাখার দাবি

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে বেআইনি কার্যকলাপ চলছে। একের পর এক যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, সেসবের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুললেন চিকিৎসকরা। রবিবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) ডাকা প্রতিবাদ মিছিল থেকে চিকিৎসকদের বার্তা, 'আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে আমরা আগেও রাস্তায় নেমেছি। এদিনে ফের মিছিলে পা মেলালাম। কেউ যদি ভেবে থাকেন, যত দিন যাবে, ধীরে ধীরে সবাই সবকিছু ভুলে যাবেন, সেটা কিন্তু হবে না। আমরা মহিলাদের সুরক্ষার দাবিতে রাস্তায় আছি। থাকব।'

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। বিচার চেয়ে প্রথম দিন থেকেই সোচ্চার শিলিগুড়ির চিকিৎসকরা। রবিবার আইএমএ'র শিলিগুড়ি শাখার ডাকে ফের রাস্তায় মিছিল বের হয়। এদিন শুধু চিকিৎসকরাই নন, শহর ও শহরতলির বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের নার্স থেকে শুরু করে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী অংশ নিয়েছিলেন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সন্ধ্যায় বাঘা যতীন পার্ক থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে কোর্ট মোড়, কাছারি রোড হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে সেবক মোড় পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে মিছিল ফের ভেনাস মোড়ে আসে। তারপর আইএমএ'র কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের শিলিগুড়ি শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ডাঃ সজল বিশ্বাস বলছেন, 'একজন চিকিৎসককে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ করে হত্যা করা হল। তারপর বহুদিন পেরিয়ে গিয়েছে। সিবিআই তদন্ত করছে ঠিকই, কিন্তু এখনও ঘটনার কিনারা হয়নি। আমরা দ্রুত বিচার চাই। এই ঘটনার পিছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে হয়। আরজি করের ঘটনার পর থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে অসৎ কার্যকলাপের প্রচুর অভিযোগ উঠছে। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে অনিয়মের অভিযোগ যেভাবে সামনে আসছে, সেসবের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে।' কিছুক্ষণের পথসভা শেষে আবার চিকিৎসক এবং বাকি স্বাস্থ্যকর্মীরা মিছিল করে বাঘা যতীন পার্কে আসেন। সেখানেই কর্মসূচি শেষ হয়।

একই ঘটনার প্রতিবাদে 'নাইট ইজ আওয়ার্স'-এর তরফে এদিন বাঘা যতীন পার্ক থেকে র‍্যালি বের হয়। কাছারি রোড হয়ে হিলকার্ট রোড ঘুরে শেষ হয় র‍্যালিটি। অন্যদিকে 'আঁকিয়াদের মেলা' নামে সংগঠনের তরফে চিত্রশিল্পীরা বাঘা যতীন পার্কে আঁকার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

হিলকার্ট রোডে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ মিছিল। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি • বাগডোগরা • মাটিগাড়া

ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার চাই

উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। প্রার্থীকে উল্লিখিত স্থানের বাসিন্দা হতে হবে। যোগ্য প্রার্থীরা ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন : ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
jobs.uttarbanga@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ভুটানের সঙ্গে চান উত্তরের ব্যবসায়ীরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের অস্থিরতায় নজরে ভুটান। পর্যটনের প্রসারে ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে জোর দিচ্ছেন উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। রবিবার যা স্পষ্ট হয়েছে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাসো শেরিং তোবগের সঙ্গে ভারতের পর্যটন ব্যবসায়ীদের কয়েকটি সংগঠনের বৈঠকে। সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে ভুটান প্রশাসনও। এনিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)-এর সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী।

তিনি বলছেন, 'প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাইছি।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পর্যটন ব্যবসায়ীরা। রবিবার ভুটানে।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'

পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসারে এক মঞ্চে এসেছিল ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপাল। গঠিত হয়েছিল বিবিআইএন। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ দেখায়নি ভুটান। ফলে বাস্তবের মুখ দেখেনি সার্কভুক্ত চারটি দেশের সম্মিলিত উদ্যোগ। কিন্তু ভারতের সঙ্গে পর্যটনের প্রসারে আগ্রহ দেখাল ভুটান। এশিয়ার মধ্যে কোয়ালিটি ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ দেশটি। পাশাপাশি কার্বনমুক্ত পর্যটনের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দিয়েছে ভুটান। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সাতটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা রবিবার সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ছিলেন ভুটানের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীও। সূত্রের খবর, ক্রস বর্ডার এবং কোয়ালিটি ট্যুরিজম নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের কোঅর্ডিনেটর দাওয়া গ্যায়লপো শেরপা। তিনি ছোট ছোট ট্রেক রুটের প্রস্তাব দেন। তাঁর বক্তব্য, 'দার্জিলিং পাহাড়ের মতো ভুটানেও যদি ট্রেক রুটগুলিকে ছোট করা যায়, তবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ভুটান আরও প্রসার লাভ করবে।'

বর্তমানে বাংলাদেশে এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওই দেশের পর্যটকরা পাহাড়ে বেড়াতে আসতে পারছেন না। পুজোর সময় তাঁরা আসতে পারবেন কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। আশঙ্কা আরও প্রবল হয়েছে দু'দেশের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরুর ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায়। এই পরিস্থিতিতে ভুটানে বেড়াতে আসা দেশ-বিদেশের পর্যটকরা যাতে উত্তরবঙ্গেও আসেন, সেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। দেবাশিস বলছেন, 'বাংলাদেশের পর্যটকরা আসতে পারছেন না, এর প্রভাব তো উত্তরবঙ্গ সহ গোটা দেশেই পড়ছে। সেকারণে আমরা ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে নজর দিতে চাইছি।'

ঘুষ চাওয়ায় সাসপেন্ড এএসআই

কিশনগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : ২০ হাজার টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে কিশনগঞ্জ সদর থানার এএসআই জয়রাম বিন্দকে রবিবার পুলিশ সুপার সাগর কুমার সাসপেন্ড করেছেন। এদিন পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। অভিযোগ, জয়রাম একটি অভিযোগ দায়ের করার জন্য স্থানীয় মহম্মদ আশফাক আলমের কাছে ২০ হাজার টাকা ঘুষ চান।

অভিযুক্ত মোবাইলে আশফাককে বলেন, ২০ হাজারের মধ্যে ১০ হাজার থানার আইসি-কে এবং ৫ হাজার মুন্সিকে দিতে হবে। আশফাক এই কথাবার্তা রেকর্ড করে পেন ড্রাইভে ভরে পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগ জানান।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার ডিএসপি-কে (সদর) তদন্তের নির্দেশ দেন। ডিএসপি'র রিপোর্টের ভিত্তিতে এইদিন পুলিশ সুপার জয়রামকে সাসপেন্ড করেছেন। অভিযুক্তকে কিশনগঞ্জ পুলিশলাইনে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গোলঘরের ২০টি আড়তকে ঘিরে বচসা

বেচারামের বিরুদ্ধে সরব মেয়র পারিষদ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের ফল ও সবজি কমপ্লেক্সের গোলঘর হিসেবে পরিচিত জায়গাটিতে ২০টি আড়তকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসে অশান্তির ছায়া। কৃষি ও বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন প্রকাশ্যেই সরব হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'কৃষি ও বিপণনমন্ত্রী তো আমার ফোনই তোলেন না। মেসেজ করলে কোনও উত্তরই দেন না। একজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে যদি এ ধরনের ব্যবহার করা হয়, তাহলে মানুষের কথা উনি কীভাবে শুনবেন তা ভেবে পাচ্ছি না।'

হঠাৎ কী কারণে দিলীপ এভাবে সরব হলেন? তাঁর বক্তব্য, 'ওই আড়তগুলির মালিকরা প্রথম থেকে রেগুলেটেড মার্কেটে থাকলেও এখনও তাঁদের সঙ্গেও কোনও চুক্তি হয়নি। বিষয়টা নিয়ে মাস তিনেক আগে আমি কৃষি ও বিপণন দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনে আমি তাঁকে ফোন বা মেসেজ করতে পারি বলে মন্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। মন্ত্রী রবিবার হঠাৎ করে মার্কেট কমপ্লেক্সে আসেন। ওই গোলঘর নিয়ে সচিব ও শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনাও করেন। অথচ গোলঘরে থাকা আড়তদারদের সঙ্গে আলোচনাই করলেন না। এমনকি আমি ফোন, মেসেজ করলেও কোনও উত্তর দিলেন না।'

এদিকে, ওই ২০ জন আড়তদারের বক্তব্য, ওই গোলঘর ভেঙে দোতলা করার পর দোতলায় তাঁদের ঠাঁই দেওয়া হবে বলে আলোচনায় ঠিক করা হলেও তা তাঁরা মানেন না। দিলীপের হুঁশিয়ারি, 'পাকাপাকি চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি ওখানে কোনও ভবন হতে দেব না।' এনিয়ে তাঁরা আন্দোলনের প্রস্তুতিও শুরু করেছেন বলে দিলীপ জানিয়েছেন।

গোটা বিষয়টা নিয়ে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব অনুপম মৈত্র ও ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিবকুমার সেভাবে কিছু বলতে চাননি। সচিব অনুপম মৈত্রের বক্তব্য, 'মন্ত্রীর সঙ্গে কোনও বৈঠকই

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট

হয়নি। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উনি মার্কেটে এসেছিলেন।' অন্যদিকে, শিবকুমারের বক্তব্য, 'বৈঠক হলেও গোলঘর নিয়ে কোনও কথা হয়নি।' এ বিষয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'গোলঘর ভেঙে নতুন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।' দিলীপ বর্মনের অভিযোগ প্রসঙ্গে বেচারামের প্রতিক্রিয়া, 'ওয়ারিশ হিসেবে এগ্রিমেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে আবেদন করতে ওই ২০ জনের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ তাতে সাড়া দেননি।' গোটা পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকেই আপাতত সবার নজর।

পড়ুয়াদের আত্মরক্ষার্থে

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে রবিবার থেকে শুরু হল স্কুল ছাত্রীদের 'সেলফ ডিফেন্স ক্র্যাশ কোর্স'। এদিন কলেজপাড়া শিশু উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রায় ২০ ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেন মনোহর ফিলবি ছেত্রী। ঠিক হয়েছে, মাসের চারটি রবিবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। হঠাৎ কোনও বিপদের মুখোমুখি হলে ছাত্রীরা কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারবে, সেটারই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, স্থানীয় কাউন্সিলার মিলি সিনহা, বেদব্রত দত্ত প্রমুখ।

ছ'মাসে 'শেষ' অমৃত ভারত

চাপ দিচ্ছেন রেলের কর্তারা

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১ সেপ্টেম্বর : আগামী ছয় মাসের মধ্যে অমৃত ভারত রেলস্টেশনের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করল রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। আর সেই কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে।

খোদ রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রতি শনি ও রবিবার কাজ চলা স্টেশনগুলো পরিদর্শন করতে ছুটছেন। কতটা কাজ হয়েছে, কোনও ফাঁক রয়েছে কি না, কীভাবে কাজের গতি বাড়বে তা নিয়ে নির্দেশও দিচ্ছেন তাঁরা। অমৃত ভারত প্রকল্পে এই ডিভিশনে সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি) অঙ্কিত গুপ্তা বলেন, 'অমৃত ভারত রেলস্টেশন তৈরির কাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে। প্রথমে স্টেশনগুলোতে নতুন রেল ওভারব্রিজ করা হচ্ছে।

দিনহাটা স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলছে।

তারপর যে কাজগুলো ভাঙচুর না করে করা যায়, সেগুলো করা হচ্ছে। শেষে স্টেশন ভবনগুলোর কাজ করা হবে। যাতে কাজ চলাকালীন যাত্রীদের সমস্যা না হয়।'

কী কারণে কাজের গতি কমেছে? এই প্রশ্ন করতে তিনি জানান, এই অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি হওয়ার জন্য কাজ করতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট যে সময় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে বলে আশ্বাস তাঁর।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মধ্যে ১৫টি স্টেশন নতুন অমৃত ভারত রেল প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। ২০২২ সালে এই প্রকল্পের ঘোষণা হয়। এরপর ২০২৩ সালে জুলাই মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের যে ১৫টি স্টেশন অমৃত ভারত প্রোজেক্টের মধ্যে রয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গের ১০টি স্টেশন রয়েছে। অসমে পড়ছে ৫টি রেল স্টেশন। উত্তরবঙ্গে কামাখ্যাগুড়ি, দিনহাটা, নিউ আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, হাসিমারা, দলগাঁও, বিন্নাগুড়ি এবং নিউ মাল জংশন স্টেশন রয়েছে। অসমে পড়ছে গোঁসাইগাঁও, ধুবড়ি, গৌরীপুর, কোকরাঝাড় ও ফকিরাগ্রাম রেলস্টেশন।

অমৃত ভারত রেলপ্রকল্পে যুক্ত হওয়া স্টেশনগুলোর একেবারে খোলনলচে পালটে ফেলা হচ্ছে। নতুন ভবন তৈরির পাশাপাশি পার্কিং জোন তৈরি করা, ফুড কোর্ট, বসবার জায়গা, অত্যাধুনিক আলোর ব্যবস্থা করা, গোটা স্টেশন চত্বরকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা সহ নানা কাজ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

জেলার খেলা

শিলিগুড়িতে রাজ্য স্কুল ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় ৯-১১ সেপ্টেম্বর অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের রাজ্য স্কুল ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। শিলিগুড়ি ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, ২০টি জেলার দলকে নিয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতাটি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন ও সূর্যনগর পুরসভার মাঠে দেওয়া হয়েছে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল রাখা হয়েছে স্টেডিয়ামে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

প্রতিযোগিতাটির জন্য মদনবাবু শিলিগুড়ির দল ঘোষণা করেছেন। দলে রয়েছে- জয় কংসবণিক, সুদীপ বর্মন, চঞ্চল বর্মন, তুষার দাস, সুজল মুন্ডা, রাজীব বর্মন, রাজদীপ রায়, সাগর মার্ডি, রোহন রাই, রাজা রায়, আশিস রাই, অভয় থাপা, দীপক মুন্ডা, প্রকাশ শৈব, সার্বান রায়, নিপুল বর্মন, গৌরব কুর্মি, অস্তিত্ব ছেত্রী, ইউনিস বাগ, কপিল দাস, সিদ্ধার্থ ছেত্রী, অর্পিত ওরাওঁ, বিনীত ওরাওঁ, রাসেল রহমান ও রতন রায়।

স্কুল গেমসে দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : রাজ্য স্কুল গেমসে ক্যারাটেতে অফিশিয়ালের দায়িত্ব পেয়েছেন কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের চিফ টেকনিকাল ডিরেক্টর দেবাশিস ঢালি। এবারই প্রথম রাজ্য স্কুল গেমস ক্যারাটেতে শিলিগুড়ি দল অংশ নিয়েছে। দলের দুই সদস্য আয়ুষ কর্মকার ও দেবজিৎ দাস সোমবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে অংশ নেবে।

জয়ী কালিম্পং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবলে কালিম্পং কলেজ ২-০ গোলে হারিয়েছে এপিসি রায় কলেজকে। গোল করেন আরিয়ান ছেত্রী ও প্রাজল রাই। সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ২-০ গোলে সেন্ট জোসেফ কলেজকে হারিয়েছে। রবিবার ফালাকাটা কলেজের মাঠে গোল করেন সুকান্তর সাগর রায় ও বিশ্বজিৎ রায়। এসি কমার্স কলেজ অনুপস্থিত থাকায় ওয়াক ওভার পেয়ে যায় ঘোষপুকুর কলেজ। চোপড়া কলেজ অনুপস্থিত থাকায় ওয়াক ওভার পায় রাজগঞ্জ কলেজ।

অভীকের বিরুদ্ধে পোস্ট চিকিৎসকের

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক চিকিৎসকদের একাংশের অভিযোগ, এখানেও কলেজ কর্তৃপক্ষের ঢিলেঢালা মনোভাবের সুযোগ নিয়ে, অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রচ্ছন্ন মদতেই উত্তরবঙ্গ লবি অন্যায়ভাবে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। কোন ডাক্তারি পড়ুয়া পাশ করবে, কাকে অকৃতকার্য করাতে হবে তা মোটা টাকার বিনিময়ে উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এমনকি পড়ুয়াদের ফেল করিয়ে দেওয়া, কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এবার উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসকদের এই কলেজে ঢোকা বন্ধ করার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

ধুবড়িতে সাংবাদিক আক্রান্ত, মৌন প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি

ধুবড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : গত ২৯ অগাস্ট ধুবড়ি শহরের মধ্যে সাংবাদিক সেলিম শেখের উপর হামলার ঘটনায় রবিবার গৌরীপুরে মৌন প্রতিবাদ করা হয়। সারা অসম সংবাদ মঞ্চ, ধুবড়ি জেলা কমিটি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেখানে যোগ দেয়। এছাড়া, এদিন গৌরীপুর শহরে ঘটনার নিন্দা করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান প্রবীণ নাগরিক সমিতির ধুবড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাকির হুসেন, সাহিত্যসভার ধুবড়ি শাখার সম্পাদক, অসম গণপরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন, নির্বাচিনি ধুবড়ি পুরসভার মেয়র দেবময় সান্যাল সহ সাংবাদিকরা।

রাজ্যে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা নতুন নয়। দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলেই তাঁরা আক্রান্ত হন। ওই ঘটনার পর ইতিমধ্যে শহরের অল অসম জার্নালিস্টস ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সম্পাদক সহ বাকি সাংবাদিকরা ধুবড়ি সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সারা অসম সংবাদ মঞ্চ এবং ধুবড়ি সাংবাদিক সমিতি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে একটি স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু এখনও দোষীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় ফের প্রতিবাদে সরব হলেন তাঁরা।

হাত ধরে

প্রথম পাতার পর

ওই তরুণীর কাছে নম্বর চাইলে তিনি দিতে অস্বীকার করেন। অভিযোগ, এরপরই ওই চালক কয়েকবার হাত ধরার চেষ্টা করে ওই তরুণীকে গাড়িতে তোলার জন্য। এরপর তরুণী ভয় পেয়ে সেখান থেকে দৌড় দেন।

ওই তরুণীর ভাই বলেন, 'আমার বোনকে যখন ওই ব্যক্তি উত্ত্যক্ত করছিল, তখন বোন বুদ্ধি করে ওর নম্বর লিখে নিয়েছিল। বাবার কাছে ও কাঁদতে কাঁদতে গোটা ঘটনার কথা জানাতেই বাবা গিয়ে বোনকে নিয়ে আসেন।'

ওই তরুণীর বাবা বলেন, 'মেয়ের দেওয়া ফোন নম্বর দিয়ে ফোন করতেই ওই ব্যক্তি ক্ষমা চাইতে শুরু করেন। নাম জিজ্ঞাসা করলে নিজের নাম বলেন, প্রমোদ আগরওয়াল। কিন্তু আজ আমার মেয়ের সঙ্গে এরকম করেছে, কাল অন্যের সঙ্গেও করতে পারে, তাই অভিযোগ দায়ের করি।'

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে শহরেরই সেটা কথায় কথায় বোঝা গিয়েছে। তার দাবি, 'ওই তরুণীই আমার থেকে নম্বর নিয়েছিল। মাত্র তিরিশ সেকেন্ড কথা হয়েছে।' তিরিশ সেকেন্ডেই নম্বর দিয়ে দিলেন? ওই ব্যক্তির জবাব, 'ভুল হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু গোটা ঘটনাতেই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। ওই তরুণীর সঙ্গে এমন ঘটনা হলেও কেউ দেখল না কেন? কেউ এগিয়ে এল না কেন? সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে কি না? মাটিগাড়া পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় কোনও সিসিটিভি নেই। তাই ফোন নম্বর, সিভিআর দিয়ে তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে তদন্তে যা উঠে এসেছে, তাতে ওই ব্যক্তি হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে তরুণীর সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপরই সুযোগ বুঝে ফোন নম্বর দিয়ে বলে, টেক্সট করার জন্য।'

ওই তরুণীর দাদা বলেন, 'আসলে বোন ভয় পেয়ে দৌড়ে থানার দিকে আসতে শুরু করে।' অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ সক্রিয় হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যেত, মত এলাকার মানুষের।

আগমনী বার্তা...

কাশফুলে ভরেছে কোচবিহার রাজবাড়ি চত্বর। রবিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ভালোবাসিনি আমরা

প্রথম পাতার পর

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় কতজন ফিলিস্তিনি নারী ইজরায়েলি সেনাদের হাতে ধর্ষিতা হচ্ছেন, তার খবর রাখি আমরা? সভ্য-উন্নত ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানরা কখনও ওই ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে মুখ খুলেছেন কোথাও?

আমাদের দেশের ইটভাটার মহিলা শ্রমিকদের কথাই ধরুন। এই ইটভাটার মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখছিলাম, প্রায় প্রতি রাতেই ইটভাটার কমবয়সি মহিলা শ্রমিকদের ম্যানেজার অথবা সর্দারের লালসার শিকার হতে হয়। প্রতিবাদ করলে ইটভাটায় কাজ করে সামান্য যে ক'টা টাকা রোজগার হয় সেই কাজটাও চলে যাবে। অতএব, পেট চালাতে রোজ রাতে পুরুষের লালসা মেটাতে বাধ্য হন এই ইটভাটার নারী শ্রমিকরা।

আজ যখন আরজি করের হতভাগিনী নিহত চিকিৎসকের জন্য প্রতিবাদ করব আমরা, বলতে হবে এঁদের কথাও। বলতে হবে চা বাগানের ফুলমণি এবং চটকলের লছমির কথাও। বলতে হবে বহুজাতিক সংস্থায় ভালো মাইনের চাকরি করা সেই মহিলা কর্মীর কথাও। বলতে হবে, প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্তে সব ধরনের পেশাতেই মহিলারা আজও অসুরক্ষিত। তাঁদের সুরক্ষার আয়োজন এই পুরুষশাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনওদিন করে উঠতেই পারেনি।

সমস্যাটা আসলে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার। এই মানসিকতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, এই মানসিকতায় রাজনৈতিক পার্টিও পরিচালিত হয়। সেখানেও নারী দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এই যেমন আরজি কর কাণ্ডে যে সিপিএম নারী সুরক্ষার দাবিতে চিলচিৎকার করছে নিত্যদিন, সেই সিপিএমের মহিলা নেত্রী বৃন্দা কারাত কয়েক বছর আগে বলেছিলেন, তাঁর দলে মহিলারা যোগ্য মর্যাদা পান না। আরজি কর নিয়ে যখন সিপিএম আন্দোলন করছে, তখন সিপিএমেরই রাজ্য স্তরের এক নেতাকে দল সাসপেন্ড করেছে। কারণ ওই নেতাটির বিরুদ্ধে এক মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন। বা আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদী আর একটি দল বিজেপির কথাই ধরুন। গুজরাটে বিলকিস বানো ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের এই দলের নেতারাই গলায় মালা পরিয়ে 'সংস্কারী' বলে সংবর্ধনা দিয়েছে। মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে এই বিজেপিই সাংসদ পদে জিতিয়ে আনতে দ্বিধা করেনি।

এমনকি আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে যখন সারা রাজ্য, তখন পানিহাটির এক বিজেপি নেতা জনৈকা নার্সকে বাড়িতে আটকে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই মানসিকতা থেকেই তো এই রাজ্যের বিরোধী দলের তথাকথিত শিক্ষিত নেতারা রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে অনায়াসেই 'বস্তির মেয়ে' বলতে পারেন। দিল্লির শাসকদলের তথাকথিত সংস্কারী নেতারা বিরোধী দলের নেত্রীকে 'ইতালিয়ান জার্সি গোরু' বলে অশ্লীল ইঙ্গিত করতে পারেন।

আসলে নারীকে দমন করার এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা আমাদের সকলের ভিতর ছড়িয়ে আছে। যে কোনও সংবাদপত্রের রবিবারের পাত্র চাই পাত্রী চাই পাতাটি একবার খুঁটিয়ে পড়বেন। দেখবেন, মনে হবে আপনি যেন গোরু কেনাবেচার হাটে প্রবেশ করেছেন। পাত্রকুলকে প্রলুব্ধ করতে নিজের বাড়ির কন্যার বিজ্ঞাপনে বাধছে না বাবা-মায়ের। শুধু পুরুষরা নন, মহিলাদের ভিতর এক বড় অংশও এই পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। বালিকা বয়স থেকে পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা পড়ে থেকে নিজেদের অবচেতনে তাঁরা কখন এই পুরুষতন্ত্রকেই মেনে নিয়েছেন। আমার এক সহকর্মীর কথা বলি। মফস্সলের মেয়ে। প্রথমদিকে তো একা মেয়েকে এই কলকাতা শহরে কেউ ঘরভাড়াই দিতে চায়নি। সহকর্মী বলেছিল, যেখানে ঘরভাড়া নিতে যাই সকলে সন্দেহের চোখে তাকায়। অনেক কষ্টে ঘরভাড়া মিলেছিল। বাড়ির মালকিন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাত করে বাড়ি ফেরা চলবে না। কোনও ভদ্রঘরের মেয়েরা বেশি রাত অবধি ঘরের বাইরে থাকে না। আশা করি, আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের হত্যাকারীরা ধরা পড়ে যাবে। তারপর? তারপর? তারপর কি সত্যিই পালটে যাবে চা বাগানের ফুলমণি আর চটকলের লছমিদের জীবন? মফস্সল থেকে আসা চাকুরে মহিলাকে সানন্দে কি ঘরভাড়া দেবেন শহরের কেউ? তাঁকে কি আর শুনতে হবে না, ভদ্রবাড়ির মেয়েরা বেশি রাত অবধি বাড়ির বাইরে থাকে না? ব্রিজভূষণদের হাতে কি সত্যিই হাতকড়া পড়বে? আমরা ক'জন জানি সুধা রায়, সুকুমারী চৌধুরী, দুখমত দিদি, সন্তোষকুমারী দেবীর কথা? ক'জন জানি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় এঁদের অগ্রণী ভূমিকার কথা। জানি না। কারণ, পুরুষের রাজনীতিতে এঁরা তো বরাবর ব্রাত্যই। মাও সে তুং বলেছিলেন, 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ'। আমরা তো সেই অর্ধেক আকাশটিকে ভালোবাসতেই শিখিনি।

মাদক সহ ধৃত এক

কিশনগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের ভারত-নেপাল সীমান্তের সাবুডাঙ্গিতে শনিবার রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন এসএসবির ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।

ধৃত মহম্মদ শোয়েব আলমের কাছ থেকে বেশ কিছু মাদকদ্রব্য ও একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। রবিবার সকালে ধৃতকে সুখানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রবিবার দুপুরে কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পুলিশ দিবস পালিত হল। আমরা বেকার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এদিন মেডিকেল চত্বরে একাধিক গাছ লাগানো হয়। এই কর্মসূচিতে মেডিকেলের চিকিৎসকদের পাশাপাশি পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পুকুরে উৎসবে গৌতম

প্রথম পাতার পর

দলীয় সূত্রের খবর, শংকরের পুকুরে টিকিট কেটে মাছ ধরার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে এর আগেও মহকুমা এবং শিলিগুড়ি শহরের তাবড় তাবড় নেতা এসে মাছ ধরার ফাঁকে মোচ্ছবে মেতেছেন। মাঝেমধ্যেই ওই পুকুরে দিনভর নেতা-নেত্রীদের খাওয়াদাওয়া চলে। এদিনও তেমনই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত শংকরের তরফেই কার্যত এই মোচ্ছবের আয়োজন হয়েছিল বলে খবর।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডল বলেন, 'গৌতম দেব আমাদের অভিভাবক। তিনি প্রায় ১১ মাস পরে আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। দলের অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাৎ করেছেন। সকলেই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে জানিয়েছেন। তবে, বিশেষ খাওয়াদাওয়ার কোনও ব্যবস্থা সেখানে ছিল না।'

তৃণমূলের ব্লক (২) সভাপতি কাজল ঘোষ এই কর্মসূচির বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন।

হাইড্রলিক জ্যাকে উঁচু হচ্ছে বাড়ি

অনসূয়া চৌধুরী ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : ইটও নড়বে না, ছাদও অক্ষত থাকবে। কিন্তু দোতলা বাড়িটা নিজের জায়গা থেকে উঠে যাবে ৩ ফুট উঁচুতে। এটা পিসি সরকারের জাদু নয়। বাস্তবেই এমন ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর এলাকায়।

বর্ষায় ঘরে হাঁটুজল জমে। জাতীয় সড়ক তৈরি হতেই এই বিপত্তি। বাড়ির মালিক নির্মাল্য মজুমদার ভেবেছিলেন, বাড়িটাই ভেঙে ফেলবেন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় খোঁজ পেলেন অত্যাধুনিক পদ্ধতির। প্রায় ১৫০টি হাইড্রলিক জ্যাক দিয়ে বাড়ি উঁচু করার কাজ শুরু করেছেন তিনি। আর সেই বাড়ি উঁচু করার পদ্ধতি দেখতে এলাকাবাসীরা ভিড় জমাচ্ছেন। এ তো গেল বাড়ি লিফটিং। প্রায় ৭ বছর আগে গয়েরকাটায় লিফটিং নয়, আস্ত বাড়ি শিফটিং অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানোর দৃশ্য দেখেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ।

আপাতত মোহিতনগরে কাজে লেগে পড়েছেন হরিয়ানা থেকে আসা ১২ জন শ্রমিক। কীভাবে ওঠানো হচ্ছে

জমা জল থেকে রেহাই

মোহিতনগর এলাকায় ১৫০টি হাইড্রলিক জ্যাক দিয়ে কাজ শুরু।

আস্ত বাড়িটা? প্রথমে বাড়ির নীচের মাটি খুঁড়ে বসানো হয়েছে লিফটিং জ্যাকগুলো। বাড়ির পিলার, ভিতের নীচে মাপমতো দূরত্ব বজায় রেখে জ্যাকগুলো বসানো হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি জ্যাককে একটি লোহার হাতল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোলা হয়। সবক'টি জ্যাককে একসঙ্গে তুলতে গেলে ১৫০ জন প্রয়োজন। সাবধানে বাড়িটিকে না হেলিয়ে উঁচুতে তোলা হচ্ছে।

বাড়ির মালিক নির্মাল্য বলেন, 'জাতীয় সড়কের কাজ হওয়ায় রাস্তা অনেকটা উঁচু হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশে কোনও নিকাশিনালা না থাকায় বৃষ্টি হলেই জল বাড়ি সহ ঘরে প্রবেশ করত।

একদিন সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়ি লিফটিংয়ের পদ্ধতি দেখি। তারপর এই সিদ্ধান্ত নিই।' নির্মাল্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করছেন এই কাজে।

আর সংস্থার তরফে সিন্টু কুমারের আশ্বাস, বাড়ির দেওয়ালে একটুও ফাটল ধরবে না। আপাতত ৩ ইঞ্চি হয়েছে আর ১৫-২০ দিনের মধ্যেই ৩ ফুট উঁচু হয়ে যাবে বাড়িটি।

খেলায় আজ

১৯৮০ : তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে পাঁচদিনই কোনও না কোনও সময়ে ব্যাটিং করার নজির গড়লেন অস্ট্রেলিয়ার কিম হিউজ। লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টটি অবশ্য ড্র হয়।

সেরা অফবিট খবর

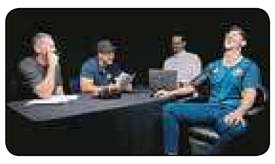

লাই ডিটেক্টর টেস্টে অজি ক্রিকেটাররা

প্যাট কামিন্স, মিচেল মার্শ, উসমান খোয়াজা, জোশ হ্যাজেলউড ও মার্নাস লাবুশেনকে নিয়ে লাই ডিটেক্টর টেস্টের আয়োজন করেছিল অস্ট্রেলিয়ান টিভি চ্যানেল। সেখানেই ফাঁস হয়ে যায় গতবছর ওডিআই বিশ্বকাপের গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে অজি টিম ম্যানেজমেন্টের মিথ্যাচার। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাক্সওয়েলের নামতে না পারা নিয়ে গলফ কার্ট দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়েছিল। তাঁকে নাকি হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি ছাড়া পান। কিন্তু লাই ডিটেক্টর টেস্টে জানা গিয়েছে, এই গলফ কার্ট দুর্ঘটনার কথা মিথ্যা। ম্যাক্সওয়েল অন্য কোনও কারণে ইংল্যান্ড ম্যাচে খেলতে পারেননি।

ভাইরাল

সাক্ষীর ধূমপান

গ্রিসে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির স্ত্রী সাক্ষী। সেখানেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে সিগারেট ধরাতে দেখা গিয়েছে। সাক্ষীর সঙ্গেই সফরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না। সেই ছবি তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার পর সমালোচনা শুরু হয় সাক্ষীর।

উত্তরের মুখ

দ্বারিকামারি বিশ্বভারতী সংঘের ফুটবলে দীপিকা ওরাওঁ ও পূজা ওরাওঁ জোড়া গোল করেছেন। ম্যাচে তাঁদের দল বনচুকামারি জীবনদীপ উইমেন্স ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে গয়েরকাটা তেলিপাড়া একাদশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

সংখ্যায় চমক

৪-৪-০-১

টি২০ বিশ্বকাপের এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে হংকংয়ের আয়ুষ শুক্লা ৪ ওভারের বোলিং কোটার প্রতিটিই মেডেন রাখেন। একমাত্র উইকেটটি তিনি পেয়েছিলেন প্রথম ওভারে। আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে তাঁর আগে কানাডার সাদ বিন জাফর ও নিউজিল্যান্ডের লকি ফার্গুসন চার ওভার মেডেন করেছিলেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টেস্টে পাঁচদিনই ব্যাটিং করার নজির আছে তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের। কী নাম তাঁদের?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া,
২. আর্সেন ওয়েঙ্গার।

সঠিক উত্তরদাতারা

লাবণ্য কুণ্ডু, অর্কদীপ সাহা, স্নিগ্ধা বসাক, রত্নদীপ লাহিড়ি।

জকোভিচের চোখে ফেভারিট সিনার

নিউ ইয়র্ক, ১ সেপ্টেম্বর : ২০০৬ সালের পর প্রথমবার ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন তিনি। সেটাও আবার অস্ট্রেলিয়ার অখ্যাত অ্যালেক্সি পপিরিনের কাছে হেরে। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও জকোভিচের মন পড়ে ফ্লাশিং মিডোয়। এবারের ইউএস ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসে খেতাব জয়ের দাবিদারও বেছে ফেললেন নোভাক।

জকোভিচ, স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া বিদায় নেওয়ায় বিশেষজ্ঞরা বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য বিশ্বের পয়লা নম্বর জানিক সিনারকে এগিয়ে রাখছেন। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক জকোর তালিকাতেও ইতালির তারকা সিনার সবার উপরে রয়েছেন। শুক্রবার পপিরিনের কাছে হারের হতাশা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নোভাক বলেছেন, ‘পপিরিন যোগ্য হিসেবেই আমার বিরুদ্ধে জিতেছে। ওর সার্ভিস আমাকে সমস্যায় ফেলেছিল। এই সার্ভিস যদি পপিরিন বজায় রাখে, তাহলে এবারের ইউএস ওপেন জয়ের অন্যতম দাবিদার হতে উঠতেই পারে। আলকারাজও ছিটকে গিয়েছে। ফলে এবারের টুর্নামেন্টে একাধিক বিস্ময় রয়েছে। তবে আমার চোখে খেতাব জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার সিনার। পাশাপাশি টেলর ফ্রিৎজ, ফ্রান্সিস টিয়াফোরা আছে। ভালো টেনিস খেলছে।’

জকোভিচের পূর্বাভাস মতো সিনারও চ্যাম্পিয়নের মেজাজে ছুটছেন। শনিবার প্রি-কোয়ার্টারে উঠতে সিনার সময় নিলেন মাত্র ১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার ও’কনেলকে উড়িয়ে দিলেন ৬-১, ৬-৪, ৬-২ গেমে। শুরু থেকেই আগ্রাসী মুডে থাকা সিনার কোনও ব্রেক পয়েন্টের মোকাবিলা না করে গোটা ম্যাচে ১৫টি ‘এস’ ও ৪৬টি উইনার মারেন। যার ফলে মরশুমের ৫১ নম্বর জয় পেতে সিনারকে কোনও ঘাম ঝরাতে হয়নি। শেষ ষোলোয় সিনারের প্রতিপক্ষ টমি পল। ২০২২ সালেও ইউএস ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছেছিলেন সিনার। সেটাই তাঁর এই টুর্নামেন্টে সেরা পারফরমেন্স। এবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে নিজের পরিসংখ্যান উন্নতির জন্য মুখিয়ে থাকবেন সিনার।

কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার এক মরশুমে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর সিনার বলেছেন, ‘একটা দুর্দান্ত ম্যাচ খেললাম। আজকে আমার সার্ভিস ঠিকঠাক কাজ করেছে। জানতাম গোটা ম্যাচে আমাকে সলিড পারফরমেন্স দিতে হবে। নিজের খেলায় আমি খুশি।’

দৌড় অব্যাহত বোপান্নাদের

ভারতীয়দের জন্যও রয়েছে সুখবর। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন বর্ষীয়ান তারকা রোহন বোপান্না। পোল্যান্ডের আলদিয়া সুতজিয়াদিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ০-৬, ৭-৬ (৭/৫), ১০-৭ গেমে জন পিয়ার্স-ক্যাটেরিনা সিনিয়াকোভাকে হারিয়েছেন। শেষ আটে বোপান্নাদের প্রতিপক্ষ ম্যাথু এবডেন-বারবোরা ক্রেজিকোভা।

এবডেনের সঙ্গেই বোপান্না আবার পুরুষদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। তারা ৬-২, ৬-৪ গেমে রবার্তো কারবালেস বায়েনা-ফেডেরিকো কোরেয়ার বিরুদ্ধে জয় পান।

মহিলাদের সিঙ্গলসে সহজেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ইগা সোয়াতেক। তিনি ৬-৪, ৬-২ গেমে আনাসতাসিয়া পাভলুচেঙ্কোভাকে হারিয়েছেন। চতুর্থ রাউন্ডের টিকিট নিশ্চিত করেছেন বিটরিজ হাদ্দাদ মাইয়া। তিনি ৬-৩, ৬-১ গেমে অ্যানা কালিনসকায়ার বিরুদ্ধে জয় পান।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার ও’কনেলের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী মেজাজে জানিক সিনার।

> একটা দুর্দান্ত ম্যাচ খেললাম। আজকে আমার সার্ভিস ঠিকঠাক কাজ করেছে। জানতাম গোটা ম্যাচে আমাকে সলিড পারফরমেন্স দিতে হবে। নিজের খেলায় আমি খুশি।
>
> – জানিক সিনার

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পালটা গাভাসকারের

‘স্মিথ-বধে স্পেশাল অস্ত্রে শান অশ্বীনের’

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর : লড়াই শুধু মাঠে নয়। মাঠের বাইরেও।

রোহিত শর্মা ব্রিগেডের হয়ে মনস্তাত্ত্বিক যে যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এদিন ব্যাট ধরলেন সুনীল গাভাসকার। নিশানায় ব্যাগি গ্রিন ব্রিগেডের সেরা ব্যাটার স্টিভেন স্মিথ। ভারতীয় কিংবদন্তির দাবি, স্মিথের জন্য স্পেশাল অস্ত্রে শান দিচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

সিরিজ শুরুর অনেক আগেই প্যাট কামিন্সের দলের হয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে প্রাক্তনদের অজি ফৌজ। জন বুকানন, জেফ লসন, রিকি পন্টিংদের মুখে ‘বদলার’ হুংকার। দাবি, ভারতের হাতে টানা চার সিরিজে (এরমধ্যে ঘরের মাঠে জোড়া সিরিজ) হারের ক্ষতে নাকি প্রলেপ পড়বে নভেম্বরের দ্বৈরথেই।

বুকাননদের যে হুংকারের জবাবে একাই একশোর মেজাজে গাভাসকার। টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম দশ হাজার রানের ক্লাবে পা রাখা ভারতীয় কিংবদন্তির যুক্তি, অস্ট্রেলিয়াগামী বিমান ধরার আগে ঘরের মাঠে গোটা পাঁচেক টেস্ট খেলবে রোহিতের দল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি এবং তারপর নিউজিল্যান্ড সিরিজে তিনটি ম্যাচ। কঠিন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য নিজেদের গুছিয়ে নিতে যা গুরুত্বপূর্ণ। সুবিধা হবে ভারতের।

মাঠের বাইরে পন্টিংদের শুরু করা মৌখিক যুদ্ধের দিকে নিশানা করে গাভাসকারের সংযোজন, ইতিমধ্যেই অজিরা মাইন্ড গেম শুরু করে দিয়েছে। প্রাক্তন এবং বর্তমান উভয় তোপ দাগতে শুরু করেছে। বলে দিচ্ছে সিরিজের কী ফলাফল হবে। হয়তো গ্লেন ম্যকগ্রাথের মতো একাধিপত্যের হুংকার তাঁরা দিচ্ছেন না। কিন্তু সবার মুখে এক স্বর-অস্ট্রেলিয়া জিতবে। অজিরা মাইন্ড গেমে ওস্তাদ। দুঃখের বিষয়, রবি শাস্ত্রী ছাড়া কোনও ভারতীয় প্রাক্তনকে এখনও অজিদের পালটা দিতে দেখা যায়নি।

এরপরই কার্যত অশ্বীন-বোমা ফাটান গাভাসকার। হুংকার ‘বিশেষ ডেলিভারি’ নিয়ে কাজ করছে ভারতীয় অফস্পিনার। যে অস্ত্রে ঘায়েল হবে প্যাট কামিন্স শিবিরের সেরা ব্যাটার। গাভাসকার বলেছেন, ‘রবিচন্দ্রন অশ্বীনই সম্ভবত আমাদের জানাবে স্মিথের জন্য ওর স্পেশাল ডেলিভারির কথা। আরও উন্নতির জন্য যে ডেলিভারিতে শান দিচ্ছে এখন। স্মিথ যদি ওপেনিংয়ে খেলা চালিয়ে যায় এবং নতুন বলে জসপ্রীত বুমরাহর হাত থেকে বেঁচেও যায়, ওরজন্য থাকবে অশ্বীনের বিশেষ অস্ত্র।’ প্রসঙ্গত, স্টুয়ার্ট ব্রডের পর (১১ বার) সর্বাধিক আটবার স্মিথকে আউট করেছেন অশ্বীন।

ভারত-অজি দ্বৈরথের ফলাফল নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গাভাসকারের বিশ্বাস, পাঁচ ম্যাচের সিরিজে দাপট দেখাবে ভারতই। বলেছেন, ‘ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পাশাপাশি ওদের মিডল অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে সমস্যা রয়েছে। আমার বিশ্বাস ৩-১ জিতবে ভারত। সেনা সফরে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) ভারত সবসময় স্লো স্টার্টার। সেদিক থেকে প্রথম টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে নামতে হবে।’

স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

‘সতীর্থ’ কোহলিকে নিয়ে আবেগতাড়িত ধোনি

বিরাটের ধারেকাছে নেই বাবর : দানিশ

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : ২০০৪ সালে প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপান মহেন্দ্র সিং ধোনি। শুরুটা ওডিআই দিয়ে। বাকিটা ইতিহাস।

বিরাট কোহলি যখন ২০০৮ সালে জাতীয় দলে পা রাখেন, ততদিনে ভারতীয় ক্রিকেট আলোকিত মাহি-আলোয়। বয়সের ব্যবধান আট বছর। যদিও সেই তফাত কখনও সমস্যা হয়নি। প্রথমে দাদার মতো গাইড করেছেন। অধিনায়ক হিসেবে ভরসা জুগিয়েছেন। ক্রমে বন্ধুত্বের সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান। মাঠ ও মাঠের বাইরে হাজারো স্মৃতি। বছর পঁয়ত্রিশের ‘বন্ধু’ বিরাটকে নিয়ে এদিন কিছুটা আবেগে ভাসতে দেখা গেল ‘বরফশীতল’ মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। বিরাট-সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে মাহি-জবাব রীতিমতো ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

ক্যাপ্টেন কুল যেখানে বলেছেন, ‘২০০৮-’০৯ থেকে একসঙ্গে খেলছি। দুইজনের মধ্যে বয়সের তফাত রয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের সম্পর্ককে কী বলব জানি না। বড় ভাই নাকি টিমমেট? যাই বলুন, দিনের শেষে আমরা খুব ভালো সতীর্থ।’ বিরাটের দক্ষতা নিয়েও প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাহি। বলেছেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ভারতের হয়ে খেলছে। বিশ্ব ক্রিকেট ধরলে নিশ্চিতভাবেই বিরাট অন্যতম সেরা।’

> ২০০৮-’০৯ থেকে একসঙ্গে খেলছি। দুইজনের মধ্যে বয়সের তফাত রয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের সম্পর্ককে কী বলব জানি না। বড় ভাই নাকি টিমমেট? যাই বলুন, দিনের শেষে আমরা খুব ভালো সতীর্থ।
>
> মহেন্দ্র সিং ধোনি

বিরাটের যে শ্রেষ্ঠত্বকে বারবার ওজনদারিতে তোলা হয়েছে। তুলনায় কখনও জো রুট, স্টিভেন স্মিথ, এমনকি বাদ যায়নি বাবর আজমও। যদিও বিরাটের সঙ্গে বাবরের তুলনা অবান্তর বলে মনে করেন প্রাক্তন পাক তারকা দানিশ কানেরিয়া। প্রাক্তন স্পিনারের দাবি, তুলনা দূর, বিরাটের ধারেকাছে আসে না বাবর। কানেরিয়ার স্পষ্ট জবাব, ‘ওদের মধ্যে কে বা কারা তুলনা করে? আমি এসব শুনতে শুনতে ক্লান্ত। তুলনা করার আগে বিরাটের রান, রেকর্ডে একটু চোখ বুলিয়ে নিতে বলব সবাইকে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে রান করেছে। কোহলি বিশাল মাপের ক্রিকেটার। যার ধারেকাছেও আসে না বাবর। আসলে নিজেদের ‘খবর’ বিক্রির জন্য চ্যানেলগুলি এসব ফালতু তুলনা করে।’

এসিসি প্রধান হতে পারেন পাকিস্তানের নকভি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে সব ঠিকমতো চললে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি হতে চলেছেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে আজ এমন দাবি করা হয়েছে।

জয় শা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হয়ে গিয়েছেন। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি চেয়ারম্যানের পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন জয়। আইসিসির শীর্ষ পদে বসার জন্য যেমন জয়কে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিবের পদ ছাড়তে হবে, তেমনই এশীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রধানের পদ থেকেও ইস্তফা দিতে হবে।

জয়ের শূন্যস্থান পূরণ কে করবেন, তা নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে ক্রিকেট সমাজে। বিসিসিআইয়ের নয়া সচিব পদের জন্য যেমন অরুণ সিং ধুমলের নাম দৌড়ে সবার আগে রয়েছে। তেমনই এশীয় ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির পদে বসার জন্য পাকিস্তানের নকভির নাম সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, আগামী অক্টোবরে শ্রীলঙ্কায় এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক রয়েছে। সেখানেই জয়ের উত্তরসূরি নির্বাচনের কাজ হবে। বর্তমান পিসিবি প্রধান নকভির সঙ্গে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সমর্থন রয়েছে বলে খবর। বিসিসিআই নকভিকে এশীয় ক্রিকেটের প্রধানের পদের জন্য সমর্থন দেয় কিনা, সেটাই দেখার।

লিটনের শতরানে লড়াইয়ে টাইগাররা

পাকিস্তান-২৭৪ ও ৯/২
বাংলাদেশ-২৬২

রাওয়ালপিন্ডি, ১ সেপ্টেম্বর : ২৭৪-এর জবাবে একসময় বাংলাদেশ ২৬/৬।

‘ডু অর ডাই’ ম্যাচে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের উৎসাহে রীতিমতো ফুটছে পাকিস্তান শিবির। গত ডিসেম্বরে স্টিভেন স্মিথের উইকেট নিয়ে টেস্ট কেরিয়ার শুরু করা খুররাম শেহজাদের (৯০/৬) গতি-সুইংয়ে কেঁপে গিয়েছে বাংলাদেশ টপ অর্ডার।

সাদমান ইসলাম (১০) ছাড়া টপ সিক্সের কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ। জাকির হোসেন (১), অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত (৪), মোমিনুল হক (১), সাকিব আল হাসানদের (২) ঠকঠকানিতে বাংলাদেশের উৎসাহ তৎক্ষণে চুপসে গিয়েছে।

হাফ সেঞ্চুরির আগে পুরো ইনিংস গুটিয়ে যাওয়া আতঙ্ক বাড়িয়ে ব্যর্থতার মিছিলে প্রথম টেস্টের নায়ক মুশফিকুর রহিমও (৩)। ২৬/৬ থেকেই স্বপ্নের প্রত্যাঘাত লিটন দাসের লড়াকু ব্যাটিংয়ের কাঁধে ভর করে। বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন, পালাবদলের পর্বে লিটনকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি পর্যন্ত উঠেছে। প্রথম টেস্টের পর ফের সমালোচিত লিটনের চওড়া ব্যাটই ভরসা জোগাল।

গত টেস্টে লিটনের সঙ্গে জুটিতেই প্রতিরোধ গড়েছিলেন মুশফিকুর। তারপর মেহেদি হাসান মিরাজকে নিয়ে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করেন। আজ মুশফিকুরের জায়গায় নেতৃত্বে লিটন। দোসরের ভূমিকায় ফের মিরাজ। ৫ উইকেট নিয়ে গতকাল পাক ইনিংসকে ধসিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সতীর্থদের ব্যাটিং ধসের মাঝে ব্যাট হাতেও প্রাচীর হয়ে উঠলেন মিরাজ।

তৃতীয় দিনে সপ্তম উইকেটে মিরাজকে নিয়ে ১৬৫ রানের জুটিতে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন লিটন। ব্যাকফুটে থাকা টাইগারদের লড়াইয়ের ট্র্যাকে ফেরান। ১২৪ বলে ৭৮ করেন মিরাজ। লিটনের সঙ্গে ৪০ ওভারের বেশি ক্রিজে কাটিয়ে যখন ফেরেন ২৬/৬ থেকে বাংলাদেশ ১৯১/৭ পৌঁছে গিয়েছে।

মিরাজ ফেরার পরও লিটনের লড়াই জারি থাকে। তাসকিন আহমেদ (২) বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি। তবে হাসান মাহমুদকে (অপরাজিত ১৩) সঙ্গী করে নবম উইকেটে ৬৯ রান যোগ করেন। যার সুবাদে ২৬২-র স্বস্তিদায়ক স্কোরে প্রথম ইনিংস শেষ করে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের থেকে মাত্র ১২ রানে পিছিয়ে। রেকর্ড বলছে, ৫০ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারানোর পর কোনও দলের এটাই সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংস। আগের নজির ছিল পাকিস্তানের। ৪১/৬ থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৫৫ করেছিল তারা। ১৯৬৭ সালে গড়া পাকিস্তানের যে রেকর্ড এদিন ভেঙে খানখান বাংলাদেশের হাতে।

শতরানের পর লিটন দাস।

সুযোগ হাতছাড়া পাকিস্তানের

এরমধ্যে লিটনের একারই ১৩৮। সলমন আলি আঘাকে এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে সাইম আয়ুবের দুরন্ত ক্যাচে ফিরতে হয়। ২২৮ বলের ইনিংসে ১৪টি চার ও ৪টি ছক্কা-ইতিবাচক ক্রিকেটে তৎক্ষণে চাপ অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছেন লিটন। খুররামের হাফডজন শিকারের পাশে দুটি করে উইকেট নেন মীর হামজা ও সলমন। চর্চার কেন্দ্রে থাকা লেগস্পিনার আবরার আহমেদ ৩১ ওভার হাত ঘুরিয়েও উইকেটহীন।

জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে ফের খোঁড়াচ্ছে পাকিস্তান টপ অর্ডার। ৯ রান তোলার ফাঁকে ২ উইকেট খুইয়ে বসেছে। মাহমুদের জোড়া শিকারে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন আবদুল্লাহ শফিক (৩) ও খুররাম (০)।

রাহানের শতরান

লন্ডন, ১ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে শতরান করলেন আজিঙ্কা রাহানে। কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেন্সের মাঠে লিস্টারশায়ারের হয়ে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনি। প্রথম ইনিংসে দারুণ শুরুর পরও ৪২ রানে ফিরতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা মিডল অর্ডার ব্যাটারকে। আজ লিস্টারশায়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে পরপর দুইটি বাউন্ডারি মেরে শতরান করলেন রাহানে। ১৯৩ বলে করা ১০২ রানের ইনিংস নিয়ে বিলেতের সংবাদমাধ্যমেও আলোচনা চলছে। জিঙ্কসের (রাহানের ডাকনাম) ইনিংসে রয়েছে মোট ১৩টি বাউন্ডারি ও ১টি ছক্কা।

রাহানে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে শেষ টেস্ট খেলেছেন এক বছরেরও আগে। ভারতীয় টেস্ট দলে এখন তিনি আর নিয়মিত নন। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফিতেও কোনও দলে নেই তিনি। এমন অবস্থায় বিলেতের ঘরোয়া ক্রিকেটে শতরান করে রাহানে প্রমাণ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। ৩৬ বছরের অভিজ্ঞ রাহানের শতরানের বার্তা অজিত আগরকারদের নতুনভাবে ভাবায় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

গেইলের রেকর্ড ভাঙলেন পুরান

পোর্ট অফ স্পেন, ১ সেপ্টেম্বর : স্বদেশীয় ক্রিস গেইলের রেকর্ড ভেঙে নয়া নজির গড়লেন নিকোলাস পুরান। কুড়ির ক্রিকেটে এক বছরে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার নয়া নজির গড়লেন তিনি।

২০১৫ সালে টি২০ ক্রিকেটে এক বছরে মোট ১৩৫টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন গেইল। কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান ওপেনারের সেই রেকর্ড চলতি বছরে চার মাস বাকি থাকতেই ভেঙে দিলেন পুরান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের পর চলতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন নিকোলাস। সেই ছন্দ ধরে রেখে চলতি বছরে টি২০ ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই মোট ১৩৯টি ছক্কা মেরে ফেলেছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, সংখ্যাটা আরও বাড়বে। এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর এক কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডোয়েন ব্রাভো আজ ঘোষণা করেছেন, চলতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পরই ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি অবসরে চলে যাবেন তিনি। আগামী অক্টোবরে ৪১ বছরে পা দিতে চলেছেন ব্রাভো। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে চলতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ভালো ফর্মেও রয়েছেন তিনি। তার মধ্যেই আজ এই ঘোষণা করে ব্রাভো বুঝিয়ে দিয়েছেন, সব ভালোরই শেষ রয়েছে।

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নিকোলাস পুরান।

উন্নতি দরকার, মানছেন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : তাঁর দলের সব বিভাগে অনেক বেশি উন্নতি করতে হবে, একথা নিজেই স্বীকার করে নিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

শনিবার রাতটা আপামর মোহনবাগানিদের জন্য ছিল বেশ খারাপ। দুপুরেই কাস্টমস জিতে যাওয়ায় কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে ওঠার আর কোনও সুযোগ ছিল না তাদের। তবু ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হলে তাঁরা বলতেই পারতেন, কলকাতা লিগের মতো ছোট টুর্নামেন্টকে তাঁরা গুরুত্ব দেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোচের ভুল এবং মাঝমাঠ ও ডিফেন্সের দোষে ২ গোলে এগিয়ে থেকেও ট্রফি দিয়ে আসতে হয় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে।

ফাইনালে হারের পর হোসে মোলিনাকে সান্ত্বনা নর্থইস্ট কোচ বেনালির।

স্বাভাবিকভাবেই অখুশি ক্লাব সমর্থকরা। সেটা না বোঝার মতো বোকা নন কোচ-ফুটবলাররা। তাই ম্যাচ শেষে গোটা দলকেই মাথা নীচু করে স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা গিয়েছে। এরই মধ্যে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে আলবার্তো রডরিগেজের চোট। ম্যাচের প্রথমার্ধে চোট পেয়ে উঠে যাওয়া স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে সম্ভবত আইএসএলের প্রথম ম্যাচে পাচ্ছে না মোহনবাগান। মুম্বই সিটি এফসি-র মতো কঠিন ম্যাচে তাঁকে না পাওয়া যে চাপের হতে পারে, এই কথা বুঝতে পারছেন সবাই। প্রীতম কোটালের সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মিটে গেলেও তাঁকে কেন ৩১ অগাস্ট রাতের মধ্যে নেওয়া গেল না, তা এখনও কারও কাছেই পরিষ্কার নয়। যদিও অন্দরের খবর, প্রীতমকে নাকি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ফ্রি ফুটবলার করিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। তবে কোচ যেভাবে এই দুর্বল ডিফেন্স নিয়ে ৩-৫-২ ছকে খেলিয়ে চলেছেন সেটা কতটা যৌক্তিক, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। মোলিনা অবশ্য এর উত্তর দিতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'প্রথমার্ধে আমরা কি খারাপ খেলেছি? আমরা দ্বিতীয়ার্ধে পারিনি কারণ সেই তীব্রতাটা হারিয়ে ফেলি। যেভাবে সকলে মিলিতভাবে একইভাবে খেলছিলাম, সেটা পারিনি আমরা। সেটা করা সম্ভব হলে এই ৩-৫-২ ফর্মেশনে কোনও সমস্যা নেই। সবাইকে মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে।' এরপরেই তিনি বলেছেন, 'আমাদের এখন প্রতিটি বিভাগে উন্নতি করতে হবে। প্রথমার্ধে দল দারুণ খেলেছে। এখন দরকার, সেই ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখা। দ্বিতীয়ার্ধেও একইরকম ভালো খেলতে হবে।'

গত কয়েকবছর ধরে মোহনবাগানের যা পারফরমেন্স এবং যেভাবে দলগঠন হয় তাতে সমর্থকরা ধরেই নেন, তাঁদের প্রিয় দল চ্যাম্পিয়ন হবে। এবার মোহনবাগানকে আইএসএল এবং এএফসি কাপের মতো দুটি কঠিন টুর্নামেন্ট একসঙ্গে খেলতে হবে। ফলে কোচকেও কোনটায় বাড়তি গুরুত্ব দেবেন, তা ঠিক করে নিতে হবে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি উত্তর দিতে রাজি হননি। মোলিনার মন্তব্য, 'কোন টুর্নামেন্ট আমাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাবে, এটা বলা যায় না এভাবে। প্রতিটি খেলাই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঘরের মাঠের সুবিধা সবসময় নিতে হবে। ফুটবলার বাছাইয়ে ভারসাম্য আনতে হবে। সেই ম্যাচের জন্য যেটা সেরা একাদশ হবে, সেটাই নামানোর ভাবনা রয়েছে।' আইএসএলের প্রথম ম্যাচের আগে আর দিন ঠিকঠাক ধরলে দিন দশেক তিনি পাবেন প্রস্তুতির জন্য। তার মধ্যে ডিফেন্স এবং মাঝমাঠের নড়বড়েভাব কতটা কাটাতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

হ্যাটট্রিক করে নয়া নজির হাল্যান্ডের

চলতি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকের পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

ড্র চেলসির, টানা দ্বিতীয় হার ইউনাইটেডের

লন্ডন, ১ সেপ্টেম্বর : অপ্রতিরোধ্য আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। গোল করাটা যেন তাঁর কাছে জলভাত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শুরু থেকেই অনবদ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন তিনি। শনিবার নরওয়ের এই গোলমেশিনের দুরন্ত হ্যাটট্রিকে ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডকে হারাল ম্যান সিটি। ইপসউইচ টাউনের বিরুদ্ধে যেখানে শেষ করেছিলেন, এদিন সেখান থেকেই শুরু করলেন তিনি। ১০ মিনিটে প্রথম গোল নরওয়ের এই গোলমেশিনের। ৩৩ ও ৮৩ মিনিটে আরও দুইটি গোল করেন তিনি। এই নিয়ে টানা দুইটি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন হাল্যান্ড। আপাতত প্রিমিয়ার লিগে আটটি হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। ইপিএলে

গোলের পর উচ্ছ্বাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর। রবিবার।

হ্যাটট্রিক করার তালিকায় তিনি রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। তিনি ছুঁয়েছেন থিয়েরি অঁরি, হ্যারি কেন ও মাইকেল ওয়েনকে। প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি হ্যাটট্রিক রয়েছে হাল্যান্ডের উত্তরসূরি সের্জিও আগুয়েরোর।

হাল্যান্ডে মুগ্ধ ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও। তিনি বলেছেন, 'হাল্যান্ড অপ্রতিরোধ্য। ওকে আটকানোর ক্ষমতা কোনও ডিফেন্ডারের নেই। গত মরশুমটা ওর ভালো যায়নি। কিন্তু এই মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'হাল্যান্ড সবসময় চায় ফাইনাল থার্ডে ওকে আরও বেশি পাস দেওয়া হোক। ও সবসময় গোল করতে চায়। এদিন ওর পারফরমেন্সে আমি খুশি। আরও একটা হ্যাটট্রিক করেছে হাল্যান্ড।' আপাতত টানা তিন ম্যাচ জয় পেয়ে লিগশীর্ষে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ম্যান সিটির পরের খেলা শনিবার। ওইদিন ঘরের মাঠে ব্রেন্টফোর্ডের মুখোমুখি হবেন হাল্যান্ডরা।

এদিকে, গত ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিরুদ্ধে ৬-২ গোলে জয়ের পর রবিবার ইপিএলে আটকে গেল চেলসি। ঘরের মাঠে এদিন তারা ১-১ গোলে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ড্র করেছে। ২৫ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসন চেলসিকে এগিয়ে দেন। কিন্তু ৫৩ মিনিটে এবেরেচি এজের গোলে চেলসি পুরো পয়েন্ট তুলতে পারেনি।

প্রিমিয়ার লিগে বিপর্যয় চলছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। এদিন লিভারপুলের কাছে ০-৩ গোলে হেরে টানা দ্বিতীয় পরাজয়ের মুখ দেখল তারা। ৩৫ মিনিটে লুইস দিয়াজ এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। ৪২ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। এরপর ৫৬ মিনিটে মহম্মদ সালাহর গোল ইউনাইটেডের ম্যাচে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এদিন জিতে লিভারপুল ৩ ম্যাচ ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

ব্রোঞ্জ জয় প্রীতির, ফাইনালে সুহাস

প্যারিস, ১ সেপ্টেম্বর : চলতি প্যারালিম্পিক থেকে ভারতের ঘরে ষষ্ঠ পদকটি এসে গেল। মহিলাদের টি৩৫ ক্যাটিগোরির ২০০ মিটার দৌড় থেকে রবিবার ব্রোঞ্জ এনে দিলেন প্রীতি পাল। প্রতিযোগিতায় এটি তাঁর দ্বিতীয় ব্রোঞ্জ। এর আগে তিনি ১০০ মিটার দৌড়েও পদক জিতেছেন। একইসঙ্গে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্যারালিম্পিকে জোড়া পদক জয়ের নজির গড়লেন।

ব্যাডমিন্টনে দ্বিতীয় পদক নিশ্চিত করল ভারত। পুরুষদের এসএল৪ ক্যাটিগোরিতে ফাইনালে উঠেছেন সুহাস ইয়াথিরাজ। সেমিফাইনালে তিনি ২১-১৭, ২১-১২ পয়েন্টে স্বদেশীয় সুকান্ত কদমকে হারিয়ে দেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে এসইউ৫ ক্যাটিগোরির সেমিফাইনালে উঠলেন ১৯ বছরের মনীষা রামদাস। তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে হারালেন জাপানের মামিকো টয়োডাকে। ম্যাচের ফল ২১-১৩, ২১-১৬। সেমিফাইনালে মনীষা খেলবেন স্বদেশি তুলসীমতী মরুগেসানের। ফলে এই ইভেন্ট থেকেও একটা পদক নিশ্চিত ভারতের। মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে মনদীপ কাউর ও পলক কোহলি ছিটকে গিয়েছেন। এসএল৩ ক্যাটিগোরিতে নাইজিরিয়ার মরিয়ম এনিওলার কাছে ৮-২১, ৯-২১ পয়েন্টে বিধ্বস্ত হয়েছে মনদীপ। অন্যদিকে, পলক এসএল৪ ক্যাটিগোরিতে ইন্দোনেশিয়ান শাটলার খালিমাতুস সাদিহার কাছে ১৯-২১, ১৫-২১ পয়েন্টে হেরেছেন।

শুটিংয়ে হতাশ করেছেন অবনী লেখারা ও সিদ্ধার্থ বাবু। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড ইভেন্টে এসএইচ১ ক্যাটিগোরিতে ১১ নম্বরে শেষ করেছেন অবনী। সিদ্ধার্থ পেয়েছেন ২৮তম স্থান। দুইজনেই ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ। শুক্রবার প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্যারালিম্পিকে জোড়া পদক জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন। কিন্তু এদিন অবশ্য তার সেই পারফরমেন্সের ধারেকাছে যেতে পারেননি।

মোদি চাইলে ভারত আসবে : বাসিত

লাহোর, ১ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানে গিয়ে ভারত কি খেলবে?

প্রশ্নটা ঘিরে গত কয়েক মাস ধরে উথালপাতাল ক্রিকেট বিশ্ব। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানে দল না পাঠানোর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনড় অবস্থানে টুর্নামেন্ট ঘিরেই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

বাসিত আলি মনে করেন, চলতি এই অনিশ্চয়তা একজনই কাটাতে পারেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাক্তন পাক ব্যাটারের দাবি, মোদি চাইলে মুমকিন হ্যায়। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পাকিস্তানে খেলতে পাঠাতে দ্বিধা করবে না বিসিসিআই। মূল কথা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কী চাইছেন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে বাসিত বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপরই পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে। উনি যদি রাজি থাকেন, তাহলে হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিতে পাকিস্তানে খেলতে আসতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট দল। নাহলে বল আইসিসি-র কোর্টে। সেক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তে নেওয়া জয় শা-র পক্ষে সহজ হবে না।'

আরেক প্রাক্তন পাক তারকা দানিশ কানেরিয়া যদিও সাফ জানাচ্ছেন, পাকিস্তানে আসাই উচিত

নির্বাচকের প্রস্তাবে অবাক শোয়েব

নয় ভারতের। পাকিস্তান ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য নিরাপদ নয়। তাই পাকিস্তানে দল পাঠানো ঠিক হবে না। এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেলেই হোক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রোহিতরা তাঁদের ম্যাচগুলি খেলুক দুবাইয়ে।

এদিকে পাকিস্তান দলের নির্বাচক কমিটির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ শোয়েব মালিককের। জানান, ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের আগে পিসিবির তরফে তাঁকে নির্বাচক কমিটিতে থাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও তা ফিরিয়ে দেন। যে প্রসঙ্গে শোয়েব বলেছেন, 'তখনও আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নিইনি। খেলার সঙ্গে নির্বাচকের দায়িত্ব! যাদের সঙ্গে খেলছি, তাদেরকে নির্বাচিত করব, এটা হয় নাকি।'

জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও কিছুদিন খেলতে চান শোয়েব। বলেছেন, 'আগেও বলেছি, পাকিস্তানের হয়ে আর খেলতে আগ্রহী নই। টেস্ট ওডিআই থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছি। টি২০ পাক দলেও প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবছি না। তবে আরও কিছুদিন ঘরোয়া পর্যায়ে খেলতে চাই। চাই খেলার পাশাপাশি নতুনদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিতে।'

বৃষ্টিতে স্থগিত ম্যাচ, সুপার সিক্সে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : ফের বৃষ্টির কবলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে মেসারার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল সাদা-কালো শিবির। ম্যাচের ৬ মিনিটে লালথানকিমার ব্যাক সেন্টার থেকে লালগাহিসাকা গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ২৬ মিনিটে ইসরাফিল দেওয়ানের শট মেসারার্স গোলরক্ষক না বাঁচালে ব্যবধান বাড়তে পারত। তবে প্রবল বৃষ্টির কারণে ৫৮ মিনিটের পর আর খেলা হয়নি। পরে অবশ্য আইএফএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে স্থগিত হওয়া ম্যাচটি পরে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে চলতি কলকাতা লিগে বৃষ্টির জন্য সুরুচি ও মহমেডান ম্যাচ ফের স্থগিত হয়েছিল।

এদিকে, ম্যাচ স্থগিত হয়ে গেলেও সুপার সিক্সে চলে গেল হাকিম সেগুন্ডোর ছেলেরা। এদিন লিগের অন্যম্যাচে বিএসএসের কাছে ০-২ গোলে হেরে গিয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস। ফলে ১১ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়ে গেল মহমেডান। ইউনাইটেড ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থস্থানে থেকে লিগ শেষ করেছে। এদিকে মহমেডান তাদের সিনিয়ার দল থেকে পাঁচ ফুটবলার তন্ময় ঘোষ, সজল বাগ, জেমস সিং, ট্যাংভা রেগুই ও অ্যাসলে কোলিকে লোনে ছেড়ে দিয়েছে।

লখনউয়ে আজ ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : যতই প্রীতি ম্যাচ হোক ম্যাচটা কিন্তু ডার্বি। তাই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল, দুই দলই জিততে মরিয়া। এই প্রথমবার লখনউয়ে ভারতের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাব এখনও পর্যন্ত ভারতের ২২টি শহরে মোট ৩৪০ বার মুখোমুখি হয়েছে। চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত একবার দুই দল মুখোমুখি হয়েছে। তাতে শেষ হাসি হেসেছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। সেই ম্যাচ অবশ্য অতীত। মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'ডার্বি সবসময়ই সমর্থকদের উত্তেজিত করে, সেটা যে শহরে খেলা হোক না কেন। আমরা ভালো প্রস্তুতি নিয়েছি। এই ম্যাচটা জিতে কলকাতায় ফিরতে চাই।' অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'দুই দল মুখোমুখি হলে সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ফুটবলারদেরও একই অবস্থা। একটা খুব ভালো ম্যাচ হতে চলেছে।' সোমবার কেডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে দুই দল খেলতে নামবে। খেলা শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের প্রস্তুতি শিবিরে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

ড্রয়ে পট ওয়ান লক্ষ্য ভারতের

এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : ফিফা বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়ার পর এবার নতুন কোচের অধীনে ফের একবার মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল। আগেই বাকিরা যোগ দিলেও এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলাররা দলের সঙ্গে শিবিরে যোগ দেন।

ইগর স্টিমাককে কোচ হিসাবে বিদায় দিয়েছে এআইএফএফ। সেখানে আবার নিজেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন সুনীল ছেত্রী। ফলে নয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজের অধীনে সম্পূর্ণ নতুন এক জাতীয় দল দেখা যাবে দীর্ঘ সময় পর। স্প্যানিশ কোচের প্রথম টুর্নামেন্ট হায়দরাবাদে হতে চলা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ হলেও আসল লক্ষ্য ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করা। এই তিন ফিফা উইন্ডোতে ভালো ফল করতে পারলে ডিসেম্বরের ড্রয়ে পট ওয়ান পেতে পারে ভারত। সেই কথা জানিয়েও দেন নতুন কোচ, 'আমরা কাদের বিরুদ্ধে খেলছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এক নম্বর পটে থাকা।' মানোলোর ২৬ জনের দলে বেশকিছু নতুন মুখের সঙ্গে চিঙ্গলেসানা সিং ও ইয়াসির মহম্মদ, আশিস রাই, রোশন সিং নাওরেম দলে ফিরেছেন। তেমনি কিয়ান নাসিরি, প্রভসুখান সিং গিল ও লালথাঙ্গা খাওলারিং সিনিয়ার দলের অভিষেকের দিকে তাকিয়ে। হেড কোচ বলেছেন, 'একসঙ্গে সবাইকে একই দিশায় কাজ করতে হবে সঠিক এবং যোগ্য দল তৈরি করে মাঠে নামাতে।' তবে তাঁর দলে ফর্মে থাকা বিশাল কেইথ ডাক না পাওয়ায় অসম্ভব সমালোচিত এই বর্ষীয়ান কোচ।

এরইমধ্যে সুনীলের মতো তারকার অনুপস্থিতিতে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের মতো ফুটবলারদের। তিনি বলেছেন, 'আমরা যেহেতু বাড়তি সময় পাচ্ছি না, তাই এরইমধ্যে নিজেদের সেরাটা কীভাবে একযোগে বার করে আনা যায় সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের পরই আমরা ভিয়েতনামে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট খেলব। কোনওরকম আত্মতুষ্টিতে ভোগা চলবে না। বরং শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। কারণ সামনেই এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব আছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে মানোলো মার্কুয়েজই সঠিক মানুষ যিনি কোচ হিসাবে জাতীয় দলকে সঠিক দিশা দেখাতে পারেন।' এদিনই তিনি আবার নিজের ক্লাব দল থেকেও পেলেন সুখবর। এই মরশুমে অধিনায়ক হিসাবে ছাঙ্গতের নাম ঘোষণা করল মুম্বই সিটি।

রুটের মাথায় নেই শচীনের রেকর্ড

লর্ডস টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে শতরান করলেন জো রুট।

ইংল্যান্ড- ৪২৭ ও ২৫১
শ্রীলঙ্কা-১৯৬ ও ২৯২

লন্ডন, ১ সেপ্টেম্বর : ব্যবধান আর ৩৫৪৪ রানের। যা টপকে যেতে পারলে ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলে টেস্টে সর্বাধিক রানের মালিক হবেন জো রুট। লর্ডস টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির পর সেই সম্ভাবনা রুট আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। যদিও রুট রেকর্ড নিয়ে ভাবছেন না বলেই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি শুধু খেলতে চাই। দলের জন্য আরও বেশি রান করতে চাই। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারার চেয়ে ভালো অনুভূতি আর কিছু নেই। দলের জয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত শতরান বাড়তি প্রাপ্তি। আমি এগুলি নিয়ে খুশি আছি। এর বাইরে কোনও রেকর্ড নিয়ে ভাবছি না।'

রুট ইতিমধ্যেই অ্যালিস্টার কুকের ৩৩টি শতরানের রেকর্ড। যার সুবাদে রুট পৌঁছে গিয়েছেন ১২,৩৭৭ রানে। আর মাত্র ৯৭ রান করতে পারলে সর্বাধিক টেস্ট রানের নিরিখেও তিনি পেছনে ফেলবেন কুককে। এই পরিস্থিতিতে কুক ও মাইকেল ভন স্বীকার করছেন

টেস্ট সিরিজ জিতল ইংল্যান্ড

রুটই সর্বকালের সেরা ইংরেজ ব্যাটার। ভন বলেছেন, 'শুধু ক্রিকেটার নয়, মানুষ হিসেবেও রুট অসাধারণ। রোল মডেলও। তাই ও-ই সর্বকালের সেরা।' অন্যদিকে অ্যালিস্টার কুকের মন্তব্য, 'নিঃসন্দেহে রুট ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটার। আজ ও যখন ৬ রানে অপরাজিত তখনই আমি বলেছিলাম সেঞ্চুরি করবে। হলও তাই।'

কুকের সঙ্গে রুটের সম্পর্ক বহুদিনের। ২০০৯ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইয়র্কশায়ারের হয়ে রুটের অভিষেক ম্যাচে বিপক্ষ দল এসেক্সে ছিলেন কুক। আবার ৩ বছর পর কুকের অধিনায়কত্বেই ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় রুটের। সেই দিনের প্রসঙ্গে কুক বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটের জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ তৈরি ছিল। আমার একমাত্র প্রশ্ন ছিল চাপ নিতে পারবে কী না? সেদিন মুখে চাওড়া হাসি নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিল রুট। প্রথম কয়েকটা বল দেখেই আমি বলেছিলাম, এই ছেলে বহুদিন খেলবে। দশ হাজার রান করবে। এই কথা কাকে বলেছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু বলেছিলাম।'

রুটের মঞ্চে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতল ইংল্যান্ড। ৪৮৩ রানতাড়া নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কা অল আউট হয় ২৯২ রানে। ৬২ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন পেসার গাস অ্যাটকিনসন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন ক্রিস ওকস (৪৬/২) ও ওলি স্টোন (৫৬/২)। ইংরেজ পেসারদের দাপটের মাঝে শ্রীলঙ্কার হয়ে পালটা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন দীনেশ চান্ডিমল (৫৮)। এছাড়া তাদের দিমুথ করুণারত্নে (৫৫) ও অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা (৫০) অর্ধশতরানের গণ্ডি পেরিয়েছেন। সিরিজে নিয়মরক্ষার শেষ টেস্ট ৬ সেপ্টেম্বর থেকে দ্য ওভালে শুরু হবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা লালমোহন পাত্র - কে 01.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91A 60937 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মাত্র স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে আমার জীবনধারা উন্নত হয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই রকম একটি স্কিম চালু করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে একজন কোটিপতিতে রূপান্তরিত করে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

ইমপ্যাক্ট নিয়ম মৃত্যুঘণ্টা বাজাবে : রোডস

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ক্রিকেট বিশ্ব।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের দাবি, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অলরাউন্ডারদের ওপর। অলরাউন্ডার হওয়ার আগ্রহ হারাবে নতুন প্রজন্ম। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো অনেকে আবার সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। জন্টি রোডস কিন্তু বিরাট-রোহিতদের দলে। পরিষ্কার জানালেন, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম অলরাউন্ডারদের 'মৃত্যুঘণ্টা' বাজিয়ে দেবে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের ফিল্ডিং কোচ রোডস বলেছেন, 'অলরাউন্ডারদের নিয়ে আমি চিন্তিত। ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অলরাউন্ডাররা। টেস্ট ক্রিকেট, ওডিআই বা টি২০, সব ফরম্যাটে একজন অলরাউন্ডারের ভূমিকা দলে ভারসাম্য আনে। সেদিক থেকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের ভক্ত নই

দলীপ নিয়ে বোর্ডের প্রশংসায় চেতন

আমি। কারণ, এই নিয়ম শেষ করে দেবে অলরাউন্ডারদের।'

আইপিএল নিলামে 'রাইট টু ম্যাচ' নিয়ম নিয়ে আপত্তি নেই। জন্টির যুক্তি, কতজন প্লেয়ার ধরে রাখতে পারবে, তা একটা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটা দল গড়ে তুলতে সময় লাগে। প্লেয়ার, কোচিং স্টাফদের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। ফলে বাড়তি প্লেয়ার ধরে রাখতে পারলে উপকৃত হবে দল।

> অলরাউন্ডারদের নিয়ে আমি চিন্তিত। ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অলরাউন্ডাররা। আমি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের ভক্ত নই। কারণ, এই নিয়ম শেষ করে দেবে অলরাউন্ডারদের।
>
> **জন্টি রোডস**

কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের সাফল্য নিয়েও আত্মবিশ্বাসী। শুরুটা ভালো-মন্দে মিশিয়ে হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সফরে টি২০ সিরিজ জিতলেও হার ওডিআই দ্বৈরথে। তবে রোডসের যুক্তি, পালাবদলের পর্বে শুরুতে এই রকম হয়। ভারতীয় দলের যা শক্তি, যা প্রতিভা, তাতে শীঘ্রই হেডকোচের নয়া দায়িত্বে দৌড়োবে গম্ভীরের বিজয়রথ।

এদিকে, ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চেতন শর্মা। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা নির্বাচক কমিটির প্রধান বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খেলোয়াড়দের কাজ হল খেলা। তাই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পেলে না বলা উচিত নয়।'

বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করা প্রথম ভারতীয় বোলার চেতন শর্মার কথায়, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কখনও সহজ নয়। প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন। আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্কও রয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত করতে হবে।'